NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ ১ জানুয়ারি বিদেশিদের কাছে থেকে পাওয়া একটা উপহার

সিরাজের সাফল্য ঢেকেগেল ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতায় ৮

কলকাতা ৪ জানুয়ারি ২০২৪ ১৮ পৌষ ১৪৩০ বৃহস্পতিবার সপ্তদশ বর্ষ ২০৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 4.1.2024, Vol.17, Issue No. 203, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

মহুয়া-কাণ্ডে নোটিস

নয়াদিল্লি, ৩ জানুয়ারি: সাংসদ পদ বাতিল নিয়ে মহুয়া মৈত্রর করা মামলায় লোকসভা সচিবালয়কে নোটিস পাঠাল সুপ্রিম কোর্ট। মহুয়ার সাংসদ পদ কেন বাতিল হল জানতে চায় শীর্ষ আদালত। ৩ সপ্তাহের মধ্যে সচিবালয়কে জবাব দিতে বলা হয়েছে। মামলার পরবর্তী শুনানি মার্চের ১১ তারিখের পর। লোকসভায় টাকার বিনিময়ে প্রশ্নের অভিযোগ উঠেছিল কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রর বিরুদ্ধে। এথিক্স কমিটির প্রস্তাব মেনে তৃণমূলের সাংসদকে লোকসভা থেকে বহিষ্কার করা হয়। এমনকী আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগও দেওয়া হয়নি তাঁকে। এর পরই শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হন মহুয়া। গত মাসে মামলার দ্রুত শুনানির আর্জিও জানান মহুয়া। তবে সেই আর্জি খারিজ হয়ে যায়। বুধবার ওই মামলার শুনানি ছিল সুপ্রিম কোর্টে।

বিস্তারিত দেশের পাতায়

লোকসভার আগেই সিএএ

নয়াদিল্লি, ৩ জানুয়ারি: সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন তথা সিএএ দেশজুড়ে চালু হতে পারে লোকসভা নির্বাচনের আগেই। এমনই দাবি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের এক সূত্রের। সংবাদ সংস্থা পিটিআই এমনটাই জানিয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১৯-এর শেষে সিএএ-তে রাষ্ট্রপতির সিলমোহর পড়লেও বিধি তৈরি হয়নি। তাই এখনও আইনটি কার্যকর করা যায়নি। কিন্তু এবার আইনের ধারা তৈরি হয়ে যাবে খুব তাড়াতাড়ি। আর তার পরই তা কার্যকর করা যেতে পারে। এমনটাই দাবি কেন্দ্রীয় সূত্রের।

বিস্তারিত দেশের পাতায়

ফের তলব এড়ালেন কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ৩ জানুয়ারি: ইডির সমনে এ বারও সাড়া দিলেন না দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। ৩ জানুয়ারি তাঁকে ইডি দপ্তরে এসে দেখা করতে বলেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটি। এই মর্মে গত ২২ ডিসেম্বর অরবিন্দকে সমন পাঠানো হয়েছিল। বুধবার ছিল সেই দিন। তবে সকালেই আম আদমি পার্টির (আপ) প্রধান অরবিন্দ জানিয়ে দেন, তিনি ইডি দপ্তরে আসছেন না। কেন আসছেন না, তার কারণও দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন বলে ইডি সূত্রে খবর। এই নিয়ে তৃতীয় বার ইডির সমন এড়ালেন কেজরিওয়াল। এর আগে যথাক্রমে ২ নভেম্বর এবং ২১ ডিসেম্বর ডেকে পাঠানো হয়েছিল আপ প্রধানকে। তিনি সেই তলবেও সাড়া দেননি।

বিস্তারিত দেশের পাতায়

এবার কাঁপল আফগানিস্তান

কাবুল, ৩ জানুয়ারি: নতুন বছরে ফের ভূমিকম্পের কবলে আফগানিস্তান। বুধবার মাত্র আধঘণ্টার মধ্যে দুবার কেঁপে উঠল ভারতের প্রতিবেশী দেশটি। স্থানীয় সময় রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ প্রথমবার কম্পন শুরু হয়। একটার সময়ে আবারও কেঁপে ওঠে আফগানিস্তান। উল্লেখ্য, বছরের প্রথম দিনেই ভূমিকম্পের কবলে পড়েছিল জাপান। দুদিনের মধ্যেই ফের বিপর্যয়। আফগানিস্তানের ন্যাশনাল সেন্টার ফর সেসমিলজি সূত্রে খবর, ফয়জাবাদ থেকে ১০০ মিটার দূরে কম্পনের উৎসস্থল। বুধবার স্থানীয় সময় রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ ৪.৪ রিখটার স্কেলে কেঁপে ওঠে আশপাশের এলাকা।

ইরানে সোলেমানির কবরের সামনে বিস্ফোরণে মৃত ১০৩

জখম ১৭০

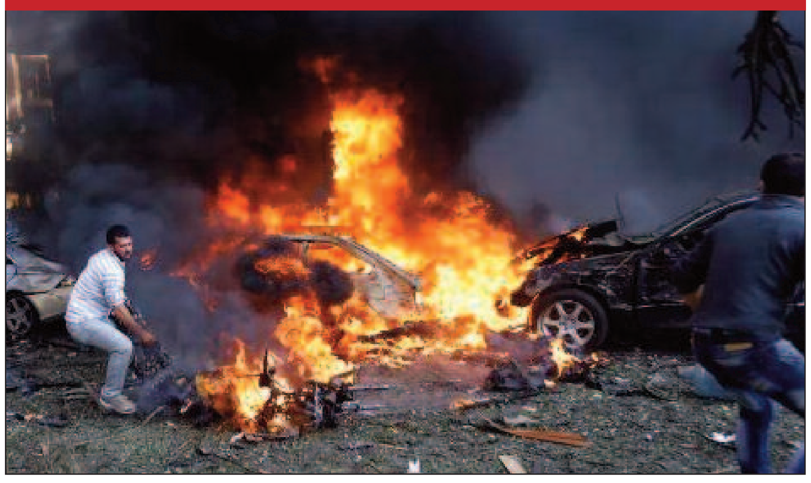

তেহরান, ৩ জানুয়ারি: দু'বছর আগে ৩ জানুয়ারি আমেরিকার ক্ষেপণাস্ত্র হানায় নিহত হয়েছিলেন ইরান সেনার জনপ্রিয় জেনারেল কাসেম সোলেমানি। তাঁর মৃত্যুদিবসে শ্রদ্ধা জানাতে তাঁর কবরে ছিল মানুষের ঢল। বুধবার বিকেলে সেখানেই ঘটল ভয়াবহ ধারাবাহিক বিস্ফোরণ! ইরানের সরকারি টিভি চ্যানেল ইসনা-র খবর অনুযায়ী শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ১০৩ জনের মৃত্যু হয়েছে।

ইরানের রাজধানী তেহরান থেকে প্রায় হাজার কিলোমিটার দূরে কেরমান শহরে সাহিব আল-জামান মসজিদের অদূরে সোলেমানির কবরের সামনে ওই বিস্ফোরণ ঘটেছে। আহতের সংখ্যা অন্তত ১৭০। তাঁদের মধ্যে অনেকেরই অবস্থা অতি আশঙ্কাজনক। ফলে নিহতের তালিকা দীর্ঘতর হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। সরকারি ভাবে এই বিস্ফোরণকে জঙ্গিহানা বলেছে ইরান।

এখনও পর্যন্ত কোনও জঙ্গিগোষ্ঠী হামলার দায় স্বীকার করেনি। গাজায় যুদ্ধের আবহে ইজরায়েলের গুপ্তচর সংস্থা মোসাদ এই নাশকতা চালাতে পারে বলে তেহরানের একটি সূত্রের দাবি। উঠে আসছে আমেরিকার মদতের সম্ভবনার কথাও। কারণ সাম্প্রতিক যুদ্ধে গাজার হামাস, লেবাননের হিজবুল্লা এবং ইয়েমেনের হুথি বাহিনীকে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে ইরান মদত দিচ্ছে। প্রসঙ্গত, গত ২৬ ডিসেম্বর সিরিয়ায় বোমা হামলায় নিহত হয়েছিলেন ইরানের আর এক শীর্ষস্থানীয় সেনা কমান্ডার সঈদ রাজি মৌসাভি।

প্রসঙ্গত, ২০২০ সালের ৩ জানুয়ারি ইরাকের রাজধানী বাগদাদের অদূরে আমেরিকার ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় নিহত হয়েছিলেন সোলেমানি। ইরানের 'ইসলামিক রেভলিউশনারি গার্ড কোর'-এর ওই কমান্ডার সেখানে আইএস জঙ্গিদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মদত দিতে গিয়েছিলেন। আত্মরক্ষার জন্যই ইরানি কমান্ডার কাসেম সোলেমানিকে মারতে হয়েছে বলে রাষ্ট্রসংঘকে জানিয়েছিলেন আমেরিকার তৎকালীন প্রতিনিধি কেলি ক্রাফট। তাঁর দাবি ছিল, পশ্চিম এশিয়ায় মোতায়েন আমেরিকা সেনার উপর ধারাবাহিক ভাবে হামলায় মদত দিচ্ছিলেন সোলেমানি।

গড়িয়ায় বন্ধ ফ্ল্যাটে উদ্ধার বৃদ্ধ দম্পতি ও ছেলের দেহ

মৃত্যুর কারণ নিয়ে রয়েছে ধোঁয়াশা

নিজস্ব প্রতিবেদন: গড়িয়ার বন্ধ ফ্ল্যাট থেকে একই পরিবারের ৩ জনের দেহ উদ্ধার।

গড়িয়া স্টেশন এলাকার একটি আবাসনের ফ্ল্যাট ৩ দিন ধরে বন্ধ। ওই বাড়িতেই থাকতেন স্বামী, স্ত্রী এবং ছেলে। এই তিনজন হলেন বছর পঁচাত্তরের স্বপন মৈত্র, স্ত্রী ৬৯-এর অপর্ণা মৈত্র, আর ৩৯ বছরের ছেলে সুমন রাজ মৈত্র। গত শনিবার থেকে কারও দেখাও মেলেনি। বাড়ি থেকেও মিলছিল না কোনও সাড়াশব্দ। এদিকে গত তিনদিন তাঁদের আত্মীয়রা ফোন করে কোনও ভাবে সাড়া পাচ্ছিলেন না। এদিকে ওই ফ্ল্যাট থেকে বের হচ্ছে পচা গন্ধ। জানালার নেটে মাছি বসে। সময় যত গড়িয়েছে ততই বেড়েছে দুর্গন্ধের দাপট। সন্দেহ হওয়ায় প্রতিবেশীরা খোঁজ খবর শুরু করেন। বেলও বাজান। কিন্তু, কেউ সাড়া না দেওয়াতেই বাড়ে উদ্বেগ। শেষ পর্যন্ত খবর দেওয়া হয় পুলিশে। এমন খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ।এরপর ওই ফ্ল্যাটের দরজা ভেঙে ফ্ল্যাটে ঢুকতেই নজরে আসে তিনটি ঘরে ঝুলছে তিনজনের মৃতদেহ। ইতিমধ্যেই সেগুলিকে পচনও ধরে গিয়েছে। তারই গন্ধে ঢেকে গিয়েছিল এলাকা। এমনই ঘটনা ঘটেছে নরেন্দ্রপুর থানা এলাকার গড়িয়া স্টেশন সংলগ্ন উত্তর বালিয়ার একটি আবাসনে।

পুলিশ এবং স্থানীয়দের প্রাথমিক ধারনা তিনজনেই আত্মঘাতী হয়েছেন। কিন্তু, কেন আচমকা বাড়ির সবাই একযোগে আত্মহত্যা করতে গেলেন তা নিয়ে রয়েছে ধোঁয়াশা। বাড়ির কর্তা স্বপনবাবু আগে একটি বেসরকারি সংস্থায় ইঞ্জিনিয়র ছিলেন। তবে কিছুদিন আগে থেকে তিনি শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়েছিলেন। বছর দেড়েক আগে তাঁর হার্টের বাইপাস সার্জারি হয়। তাঁর স্ত্রী অপর্ণা দেবীও অসুস্থ ছিলেন। এদিকে আবার বেশ কিছুদিন ধরে পরিবারটি আর্থিক অনটনে ভুগছিল বলেও জানা গিয়েছে। ছেলে সুমন রাজ সেরকম ভাবে কিছু কাজকর্ম করত না। যার ফলে সংসারে আর্থিক অভাব ছিল। সংসারের পেছনে বেশ খানিকটা সাহায্য করতেন অপর্ণা দেবীর ভাই দেবাশিস ঘোষ। দেবাশিসবাবু তিন দিন আগে বেড়াতে গিয়েছিলেন। দু-থেকে তিন দিন দেবাশিসবাবুও কোনও ভাবে ফোনে যোগাযোগ করতে পারছিলেন না ওদের সঙ্গে।

ঘটনার খবর পেয়ে বুধবার সকালেই দেবাশিসবাবু ঘটনাস্থলে আসেন। দেবাশিসবাবু জানান, 'দিদি জামাইবাবু ২ জনেই অসুস্থ ছিলেন। জামাইবাবুর কয়েক বছর আগে বাইপাস সার্জারিও হয়। তারপর থেকে শরীরটা বিশেষ ভাল ছিল না। ওদেরকে দেখার জন্যই আমার ভাগ্নে পুরোপুরি বাড়িতে থাকত। আমি তো শেষ ২৮ তারিখ এসেছিল। তখনও কিছু বুঝিনি। কোনও অস্বাভাবিকতা দেখা যায়নি। নিজের হাতে কেক বানিয়ে খাইয়েছিল আমার ভাগ্নে। আজ খবর পেয়ে এসে দেখি এই ঘটনা। কেন করল, কী করল কিছুই বুঝতে পারছি না।' এদিকে দেহ তিনটি উদ্ধার করে পাঠানো হয়েছে ময়নাতদন্তে। মৃত্যুর পিছনে আর অন্য কোনও কারণ আছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এই ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় আবাসনের অন্যান্য বাসিন্দাদেরও।

এদিকে ঘটনার তদন্তে নামতেই গত ২৮ ডিসেম্বর দুপুরে ২০ মিনিট এবং ৫৯ সেকেন্ডের দুটো ফেসবুক লাইভের বিষয় জানতে পারে। এই ফেসবুক লাইভ এই ঘটনাকে একটা ভিন্ন মাত্রা দিচ্ছে। তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশাও। কারণ, এই দুটি ফেসবুক লাইভে মৈত্র দম্পতির ছেলে সুমনকে বলতে শোনা যায়, ভয় ও আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন তাঁরা। সাহায্য নেওয়ার কোনও জায়গা নেই। হুমকি দেওয়া হচ্ছিল। কিন্তু কে বা কারা দিচ্ছে সেটা স্পট করেননি ফেসবুক লাইভে। লাইভে আরও বলতে শোনা যায়, 'ফ্যমিলির সঙ্গে ইউটিউবে কিছু দেখছিলাম। নিজেদের মধ্যে কিছু কমেন্ট করেছিলাম। বাইরে থেকে কেউ শুনতে পেয়ে যায়। বাড়িতে দরজা ভেঙে ঢুকে আসতে চাইছে। দেখতে পেলেই মেরে দেবে। হঠাৎ করে কিছু মানুষ আমার উপরে খেপে গিয়েছে। প্রথম দিন থেকেই কেউ কেউ আমাকে অপদস্থ অপমান করছে। আমার আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। কোথায় পালাবো। আমাকে তো সেখানেও ধরবে। আমাকে তো বোঝাতে পারতো। মামাকে জানিয়েছি। মামা ব্যবস্থা করবে বলছে। কিন্তু কিছু লোকজন পাগল পাগল বলছে। ভাবছি এবার নিজেকে শেষ করে দেব। বাবা, মাকে শেষ করে ফেলতে ইচ্ছা করছে।'

এই সব তথ্য দেখেই পুলিশের অনুমান মানসিক অবসাদের জায়গা থেকে বাবা-মাকে খুন করে নিজে আত্মঘাতী হয়ে থাকতে পারেন সুমন। ইতিমধ্যেই পুলিশ সুমনের মোবাইল ফোনও বাজেয়াপ্ত করেছে। সুমনের এই ফেসবুক লাইভের কোনও যথার্থতা আদতে আছে কি না তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। মানসিক অবসাদ ও অসুস্থতার কারণেই এ ধরনের কথা তিনি বলছেন কি না সেটাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ। যদিও এদিন মৃতের মামাকে এই ফেসবুক লাইভ নিয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি কোনও মন্তব্য করেননি।

হিন্ডেনবার্গ রিপোর্ট নিয়ে সেবির উপরই আস্থা রাখল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ৩ জানুয়ারি: হিন্ডেনবার্গকাণ্ডে বুধবার সুপ্রিম কোর্টে স্বস্তি পেয়েছে গৌতম আদানির সংস্থা। শীর্ষ আদালত এ বিষয়ে শেয়ার বাজারের নিয়ন্ত্রক সংস্থা সেবির অভ্যন্তরীণ তদন্তের উপরই আস্থা রেখেছে। এই রায় শোনার পর এক্স হ্যান্ডলে মতামত জানিয়েছেন আদানি স্বয়ং। তিনটি শব্দে ব্যাখ্যা করেছেন, শীর্ষ আদালতের এই রায় আসলে কী বোঝাল।

আদানি লিখেছেন, 'মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের রায় এটাই বুঝিয়ে দিল যে, সত্যের জয় হবেই।' এর পর ওই বাক্যটির প্রচলিত হিন্দি ব্যাখ্যা দিয়ে আদানি লিখেছেন, 'সত্যমেব জয়তে'। আদানি জানান, সুপ্রিম কোর্টের রায়ে তিনি খুশি। যাঁরা এই কঠিন সময়ে তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁদের প্রতি তিনি কৃতজ্ঞ। সেই সঙ্গে দেশের উন্নয়ন এবং অগ্রগতির জন্য তাঁর সংস্থা আগামী দিনেও প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে বলে জানান আদানি গোষ্ঠীর কর্ণধার। সেবির বিধি ভেঙে শেয়ারের দর বৃদ্ধি করার অভিযোগ উঠেছিল আদানি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। সেই অভিযোগের গভীরে পৌঁছতে সেবিরই অভ্যন্তরীণ তদন্তে ভরসা রেখেছে সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ বুধবার জানায়, কোনও অসমর্থিত রিপোর্ট -এ ভরসা করে জাতীয় স্তরের নিয়ন্ত্রক সংস্থার তদন্তে সন্দেহ করা যথাযথ নয়। ওই রিপোর্টকে বড়জোর এই মামলার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হিসাবে দেখা যেতে পারে। প্রামাণ্য নথি হিসাবে নয়। এই মর্মে হিন্ডেনবার্গের রিপোর্টের ভিত্তিতে আদানি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্তে যে সিট গঠনের দাবি উঠেছিল, বুধবার তা-ও খারিজ করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। গত জানুয়ারিতে আমেরিকার শেয়ার বিশ্লেষক সংস্থা হিন্ডেনবার্গ রিসার্চ তাদের রিপোর্টে দাবি করেছিল, এক দশকেরও বেশি সময় ধরে কারচুপি করে নিজেদের নথিভুক্ত সংস্থাগুলির শেয়ার দর বাড়িয়েছে আদানি গোষ্ঠী। সেবির বিধিকে ফাঁকি দিতে ভুঁইফোঁড় বিদেশি সংস্থার মাধ্যমে নিজেদের সংস্থার শেয়ার কিনিয়েছে তারা। সেই রিপোর্টেরই ভিত্তিতে দু'টি মামলা হয়েছিল সুপ্রিম কোর্টে। তার মধ্যে একটিতে সিট গঠনের আর্জি জানানো হয়। বুধবার সেই মামলারই রায়ে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিল, আদানি-হিন্ডেনবার্গ মামলায় সিট গঠন করা হবে না। এ ব্যাপারে সেবির তদন্তেই আস্থা রাখছে তারা। সুপ্রিম কোর্টের মন্তব্য, 'নিয়ন্ত্রক সংস্থার আওতায় যেখানে তদন্ত চলছে, সেখানে শীর্ষ আদালত দখলদারি করতে পারে না। সেবি যে ভাবে তদন্ত করছিল, সে ভাবেই এই সংক্রান্ত বাকি দু'টি মামলার তদন্তও এগিয়ে নিয়ে যাবে।'

চাঙ্গা আদানির শেয়ার

নয়াদিল্লি, ৩ জানুয়ারি: হিন্ডেনবার্গ মামলায় সুপ্রিম কোর্টে গৌতম আদানি স্বস্তি পেতেই শেয়ার বাজারে গতি পেল আদানি গোষ্ঠীর শেয়ার। জানা গিয়েছে, আদানি এনার্জি সলিউশনসের শেয়ার বেড়েছে ১৭.৮৩ শতাংশ। একই ভাবে এনডিটিভি, আদানি টোটাল গ্যাস, আদানি গ্রিন এনার্জি ও আদানি এন্টারপ্রাইজের শেয়ারও বেড়েছে যথাক্রমে ১১.৩৯ শতাংশ, ৯.৯৯ শতাংশ, ৯.১৩ শতাংশ ও ৯.১১ শতাংশ। এরই সঙ্গে আদানি উইলমার ও আদানি পোর্টসের শেয়ারও বেড়েছে যথাক্রমে ৮.৫২ শতাংশ ও ৬ শতাংশ। আদানি পাওয়ার (৪.৯৯ শতাংশ), অম্বুজা সিমেন্টস (৩.৪৬ শতাংশ), এসিসির (২.৯৬ শতাংশ) শেয়ারও বেড়েছে লাফিয়ে। এদের মধ্যে আদানি পোর্টস ও অম্বুজা সিমেন্টস বুধবাসরীয় সকালে পৌঁছেছে গত ৫২ সপ্তাহের মধ্যে তাদের সেরা অবস্থানে।

১০ দিনের মধ্যে প্রাথমিকের প্রার্থীদের প্যানেল প্রকাশের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ১০ দিনের মধ্যে প্রাথমিকের ৪২,৯৪৯ প্রার্থীর প্যানেল প্রকাশ করার নির্দেশ দিলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। বুধবার কলকাতা হাইকোর্টে ২০১৪ সালে প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা (টেট) সংক্রান্ত মামলায় ওই নির্দেশ দেন বিচারপতি। আগামী ১৫ জানুয়ারি এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে। ২০১৪ সালে টেট উত্তীর্ণ হয়েছিলেন প্রায় এক লক্ষ ২৫ হাজার প্রার্থী। ২০১৬ সালে তাঁদের নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। টেট উত্তীর্ণদের মধ্যে থেকে চাকরি দেওয়া হয়েছিল ৪২,৯৪৯ জনকে। ওই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় একাধিক ত্রুটি রয়েছে বলে অভিযোগ তুলে ২০২২ সালে হাইকোর্টে মামলা করেন প্রিয়াঙ্কা নস্কর-সহ ১৪০ জন চাকরিপ্রার্থী। অভিযোগ ওঠে, ওই ৪২,৯৪৯-এর মধ্যে ৩২,০০০ প্রার্থী অপ্রশিক্ষিত। এ ছাড়াও তাঁদের নিয়োগের ক্ষেত্রে একাধিক অনিয়ম হয়েছে। সঠিক পদ্ধতিতে ইন্টারভিউ এবং 'অ্যাপ্টিটিউড টেস্ট' না নিয়েই চাকরি দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। ওই মামলায় বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় কয়েক জন পরীক্ষার্থী এবং পরীক্ষক (ইন্টারভিউয়ার)-এর বয়ান রেকর্ড করেন। তার পরেই মামলাকারীদের অভিযোগের সত্যতা রয়েছে বলে মেনে নিয়ে গত ১২ মে ওই নিয়োগ প্রক্রিয়ার একাধিক অসঙ্গতি উল্লেখ করে রায় দেন। এক ধাক্কায় বাতিল হয়ে যায় রাজ্যের ৩২,০০০ শিক্ষকের চাকরি। তিনি জানান, পরের চার মাস ওই ৩২,০০০ শিক্ষক পার্শ্বশিক্ষকের (প্যারাটিচার) মতো বেতন পাবেন। তিন মাসের মধ্যে পর্ষদকে নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। তাতে অংশ নিতে পারবেন ওই ৩২,০০০ চাকরিচ্যুতরা। নতুন করে চাকরি দিতে হবে যোগ্যতার ভিত্তিতে।

সাড়ে ৪ মাস পরে এসএসকেএম থেকে 'কাকু'কে বের করল ইডি

নিজস্ব প্রতিবেদন: দীর্ঘ সাড়ে চার মাসের টানাপোড়েনের পর বুধবার রাত ৯টা নাগাদ সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে কালীঘাটের কাকুকে সিআরপিএফ জওয়ানের নিরাপত্তায় জোকা ইএসআই হাসপাতালে নিয়ে গেল ইডি। ওদিকে, দুপুর থেকেই ৪ সদস্যের মেডিক্যাল বোর্ড তৈরি হয় তাঁর গলার নমুনা সংগ্রহের জন্য। পিজি থেকে জোকা প্রায় ৪০ মিনিট পথ ফাইভ জি অ্যাম্বুল্যান্সে করে নিয়ে যাওয়া হয়। ইডির তদারকিতে ফাইভ জি অ্যাম্বুল্যান্সে তোলার সঙ্গে সঙ্গেই জোকার ৪ সদস্যের মেডিক্যাল বোর্ড তাঁর রক্তচাপ, হৃদস্পন্দন ও অন্যান্য মেডিক্যাল প্যারামিটার পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করে দেন। অ্যাম্বুল্যান্সে থাকা এসএসকেএম ও জোকার দুই চিকিৎসক নিরন্তর তাঁর শারীরিক অবস্থা রেকর্ড করতে থাকেন। বস্তুত এই সময়টুকুর মধ্যে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের শারীরিক অবস্থার যাতে কোনওরকম পরিবর্তন না হয় তার দিকে সতর্ক নজর রাখা হয়েছে। এসএসকেএম সূত্রে খবর, কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহের পর রাতেই তাঁকে পিজির কার্ডিওলজিতে ফেরত দেওয়া হবে বলে জোকা ইএসআই হাসপাতাল সূত্রে প্রাথমিকভাবে জানানো হয়েছিল। 'কালীঘাটের কাকু'র কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করতে চায় ইডি। নিয়োগ মামলার তদন্তের স্বার্থে যা গুরুত্বপূর্ণ বলে দাবি কেন্দ্রীয় সংস্থার। কিন্তু দীর্ঘ দিন ধরে চেষ্টার পরেও 'কাকু'র স্বরের নমুনা মেলেনি। এমনকী, আদালতের নির্দেশের পরেও সংগ্রহ করা যায়নি নমুনা।

রুদ্ধদ্বারে লিপ্স অ্যান্ড বাউন্ডস মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'লিপ্স অ্যান্ড বাউন্ডস' মামলার শুনানি হবে রুদ্ধদ্বার কক্ষে, বুধবার এমনটাই নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি অমৃতা সিন্‌হা। ইডি-র জয়েন্ট ডিরেক্টর ও ইএসআই-এর চিকিৎসকের সঙ্গে এদিন কথা বলতে চেয়েছিলেন বিচারপতি অমৃতা সিন্‌হা। সেই মতো তাঁরা এদিন হাজিরও হন আদালতে। কিন্তু শুনানির আগেই বিচারপতি নির্দেশ দেন, রুদ্ধদ্বার শুনানি হবে। একইসঙ্গে লাইভ স্ট্রিমিং-ও বন্ধ করার নির্দেশ দেন বিচারপতি সিন্‌হা। এদিকে 'লিপ্স অ্যান্ড বাউন্ডস' মামলায় রিপোর্টও পেশ করেছে ইডি।

জাপানে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৬২, আফটার শক চলছেই

টোকিও, ৩ জানুয়ারি: বছরের প্রথম দিন ভূমিকম্পের পর থেকে মৃতের সংখ্যা লাফিয়ে বাড়ছে জাপানে। কিন্তু প্রকৃতির রোষে ব্যাহত হচ্ছে উদ্ধারকাজ। দেশজুড়ে অতিভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর। তার মধ্যেই বাড়ছে ধসের আশঙ্কা। সবমিলিয়ে, ধ্বংসস্তূপের নীচে আটকে পড়া দুর্গতদের উদ্ধার করতে দেরি হবে বলেই মনে করছেন উদ্ধারকারীরা। ব্যাহত হবে ত্রাণ বন্টনের কাজেও।

বছরের প্রথম দিনেই ভয়াবহ ভূমিকম্প হয় জাপানে। ৭.৬ রিখটার স্কেলে কম্পনের পর আছড়ে পড়ে সুনামিও। দুদিন পরেও আফটার শক চলছে সেদেশে। ইতিমধ্যেই সেদেশে ৬২ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা জানান, সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলছে উদ্ধারকাজ। ভূমিকম্পের জেরে কত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, দুদিন পরেও তার বিস্তারিত পরিসংখ্যান মেলেনি। তবে প্রশাসনের অনুমান, হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।

ভূমিকম্পের ফলে ধসে পড়েছে জাপানের বহু বাড়ি, ফাটল ধরেছে রাস্তায়। অধিকাংশ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে দুর্গম এলাকাগুলোতে। সেখানে আটকে পড়া বাসিন্দারা সাহায্য চেয়ে উদ্ধারকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেও সেখানে পৌঁছনো যাচ্ছে না। ফলে ভূমিকম্পের পর দুদিন কেটে গেলেও কার্যত অসহায় অবস্থায় রয়েছেন জাপানের বহু সাধারণ মানুষ। বাধ্য হয়ে সমুদ্রপথেই উপকূলবর্তী শহরগুলোতে ত্রাণ পৌঁছনোর চেষ্টা চালাচ্ছে জাপানের প্রশাসন।

তবে উদ্ধারকাজে বাধ সাধছে প্রকৃতি। আগামী কয়েকদিনে অতিভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে জাপানে। বৃষ্টির কারণে ব্যাহত হবে উদ্ধারকাজ।

তাছাড়াও উদ্বেগ বাড়াচ্ছে ধসের সম্ভাবনা। লাগাতার আফটার শকের জেরে কেঁপে উঠছে কম্পনের উৎসস্থল নোটো উপদ্বীপ। ফলে হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়বে বলেই আশঙ্কা জাপানের। উদ্ধারকাজে দেরি হওয়ার কারণেই বাড়বে ক্ষতির পরিমাণ।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১২/১২/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৮১১৮ নং এফিডেভিট বলে Jayanta Bairagi S/o. Naba Kumar Bairagi ও Joyanta Bairagi S/o. N. Kr. Bairagi সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০২/০১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২৪ নং এফিডেভিট বলে Pranab Kumar Chattopadhyay S/o. Biswanath Chattopadhyay ও Pranab Kr. Chattapadhyay S/o. Biswanath Chattapadhyay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০২/০১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২২ নং এফিডেভিট বলে আমি Buddhadeb Karmakar ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Jiban Krishna Karmakar ও J. Karmakar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৩/০১/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৩২ নং এফিডেভিট বলে Anup Kumar Das S/o. Ajit Kumar Das ও Anup Das S/o. A. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০২/০১/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৩৭ নং এফিডেভিট বলে Partha Das S/o. Prabhas Das ও Partha Das S/o. P. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৩/০১/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৫২ নং এফিডেভিট বলে Gour Pal S/o. Santosh Pal ও Gour Ch. Paul S/o. S. Paul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৩/০৯/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৪২৪৮ নং এফিডেভিট বলে Kunal Kumar Ghosh S/o. Adhir Chandra Ghosh ও Kunal Ghosh S/o. A. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৯/১২/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৯০৭৩ নং এফিডেভিট বলে Ajay Kumar Mahato S/o. Satrughan Mahato ও Ajay Mahato S/o. S. Mahato সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৩/০১/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৫১ নং এফিডেভিট বলে Anup Kumar Ghosh S/o. Gopal Chandra Ghosh ও Anup Ghosh S/o. Lt. G. Ch. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০২/০১/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ২৩ নং এফিডেভিট বলে Tapan Dutta S/o. Sudhir Dutta ও Tapan Kr. Dutta S/o. S. Dutta সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম পরিবর্তন

আমি বাবলু পাইন, পিতা অজিত পাইন, ঠিকানা ৪, জয় ভট্টাচার্য্য লেন, বাগবাজার, কলকাতা - ৭০০০০৩, আমার প্রকৃত নাম বাবলু পাইন যা আধার কার্ড নং ৯৩৩৮ ৯২৯৭ ৩৬৩৭ এবং প্যান কার্ড নং ডিআরওপিপি৪১৫১ডি তে নথিভুক্ত রয়েছে, কিন্তু আমার নাম ভুলক্রমে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে মানবিন্দু পাইন উল্লেখ্য এ/সি নং ০১২২৯৯ উল্লেখ করা হয়েছে, আমি ০২.০১.২০২৪ তারিখে মহামান্য ফার্স্টক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট, কলকাতা সমীপে হলফনামা দাখিল বলে ঘোষণা করছি যে, বাবলু পাইন এবং মানবিন্দু পাইন এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

CHANGE OF NAME

I, RABIUL MONDAL, S/O ABID MONDAL resident at Vill Berachampa, P.O. Debalaya, P.S. Deganga, Dist: North 24 Pgs. Pin-743424, W.B., do hereby declare that my father "ABID MONDAL" and "MD ABID ALI" are same and one identical person through an affidavit before the Judicial Magistrate (1st Class) at Barasat, North 24 Pgs., on 29.12.23.

E-Tender

E- Tender invited by the Prodhan, Gopinathpur Gram Panchayat (Under Tehatta-II Panchayat Samity) Gopinathpur, Nadia. **NIET No. 12/15thFC Tied & Untied/ 2023-24, 13/15thFC TIED/2023-24** Last date of submission **17.01.2024 up to 12a.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Gopinathpur Gram Panchayat.

বিজ্ঞপ্তি

জেলা নদীয়া মোকাম নবদ্বীপের
সিভিল জজ (জুঃ ডিঃ) আদালত
দেওয়ানী মোকদ্দমা নং- ১২৯/২০১২
বাদী :- মধুসূদন সরকার, বনাম
বিবাদী :- মেসার্স কে. সি. ব্যানার্জী এ্যান্ড পার্টনার্স পক্ষে রনজিৎ কুমার ব্যানার্জী দীগরের

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত নং মোকদ্দমা বিবাদীগনের, বিরুদ্ধে, জেলা- নদীয়া, থানা- নবদ্বীপ, নবদ্বীপ পৌরসভার অধীন ১৩নং ওয়ার্ডে ১৪৪নং হোল্ডিং যাহার মৌজা ২০নং নবদ্বীপ, এল. আর. ৯৩৬৬/১নং খতিয়ানে এল. আর. ৪০৯৭ দাগে ৪ শতক সম্পত্তির উপরিস্থিত ত্রিতল বাড়ী, যাহার ত্রিতলে একটি ঘর দ্বিতলে একটি শয়ন কক্ষ ও অপর একটি ছোট ঘর যাহা ঠাকুর ঘর হিসাবে ব্যবহার হয় এবং নীচ তলে (গ্রাউন্ড ফ্লোরে) ছোট একটি রান্না ঘর ও পশ্চিম দিকে নালিশী ঘরটি অবস্থিত যাহার পশ্চিমে পোড়ামাতলা রোড, উক্ত সম্পত্তী হইতে উচ্ছেদ করিবার হেতু নবদ্বীপ সিভিল জজ (জুঃ ডিঃ) আদালতে বাদী এক টি. এস. ১২৯/২০১২ নং মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন। উক্ত মোকদ্দমায় ৫, ৭, ৮, ৯ নং বিবাদীগন যথা ৫) রুপালী ব্যানার্জী রায়, স্বামী- অজ্ঞাত, পিতা- মৃত গনেশ চন্দ্র ব্যানার্জী,৭) শ্যামলী ব্যানার্জী ভট্টাচার্য্য, স্বামী- অজ্ঞাত, পিতা- মৃত গনেশ চন্দ্র ব্যানার্জী, ৮) বিজলী ব্যানার্জী মুখার্জী, স্বামী- অজ্ঞাত, পিতা- মৃত গনেশ চন্দ্র ব্যানার্জী, ৯) কাজলী ব্যানার্জী রায়, স্বামী- অজ্ঞাত, পিতা- মৃত গনেশ চন্দ্র ব্যানার্জী, সকলের সাং- এম. এম. চন্ডীদাস রোড, (বুড়োশিবতলা ব্যানার্জী পাড়া), পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৩০২, মোকদ্দমার সমন জারী না হওয়ায় অত্র বিজ্ঞপ্তী প্রকাশ করিয়া জানানো যাইতেছে যে উক্ত ৫, ৭, ৮, ৯ নং বিবাদীগন যদি অত্র বিজ্ঞপ্তী প্রকাশের তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে আদালতে হাজির না হন তাহা হইলে উক্ত বিবাদীগনের বিরুদ্ধে এক তরফা আদেশ হইয়া যাইবে।

আদেশানুসারে
Ripan Majumder
সেরেস্তাদার
সিভিল জজ (জুঃ ডিঃ)আদালত, নবদ্বীপ, নদীয়া।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে জয় প্রকাশ মহাকুল, পিতা-ব্রজ দুলাল মহাকুল, সাং ও পোঃ -ছাতিনাসেলে, থানা-গোপীবল্লভপুর, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর। নিম্নলিখিত সম্পত্তি পঞ্জাব ন্যাশেনাল ব্যাঙ্ক, গোপীবল্লভপুর শাখার মর্টগেজ রাখিয়া ঋনগ্রহন করিতে উদ্যেগ লইয়াছেন। উক্ত সম্পত্তির বিক্রয়কোবলা দলিল যাহার নম্বর ৩২৮৮ তারিখ ১১.০৯.১৯৯৬ দাতা শৈলেন কুমার ঘোষ দীং গ্রহীতা - ব্রজদুলাল মহাকুল এর নামিত আসল দলিলটি বি.এল. আর. অফিস হইতে আসিবার সময় ১৪.১২.২০২৩ তারিখে হারিয়ে যায়। ১৮.১২.২০২৩ তারিখে G.D.E No. ৬৯৯ নং ডাইরী গোপীবল্লভপুর থানায় করা হইয়াছে। উক্ত দলিলটির আসল কপি যদি কেহ পাইয়া থাকেন বা সম্পত্তি মালিকানা সম্বন্ধে আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি জারীর ৭ দিনের মধ্যে পাঞ্জাব ন্যাশেনাল ব্যাঙ্ক গোপীবল্লভপুর শাখায় যোগাযোগ করিবেন।

সম্পত্তির বিবরন

জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- গোপীবল্লভপুর, জে.এল নং- ২৪৫, মৌজা - ফানিয়ামারা, দাগ নং- ৭৩৮।

বিজ্ঞপ্তি

D/F: 22-01-2024

In the Court of the Addl. District Judge (R.D Court) Paschim Midnapore
O.S. 9/2020 (CIS 10/20)

শ্রী বিশ্বজিৎ কর ...... বাদী
বনাম
শ্রীমত্যা মায়ারানী কর দীং ... বিবাদীগন

আমি শ্রী বিশ্বজিৎ কর পিতা ৺কৃপাসিন্ধু কর সাং রাধানগর, পোঃ- আমলাগোড়া, থানা- গড়বেতা, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর।

এতদ্বারা রাধানগর মৌজার গ্রামবাসী সর্বসাধারনকে জানানো যায় যে, কৃপাসিন্ধু কর মহাশয় রাধানগর সাকিনে তাহার স্বাভাবিক বাসস্থানে ইং ০৯.০৪.২০১৩ তারিখে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুর পূর্বে গত ইং ২৬.০৯.২০০৮ বাং ৯ই আশ্বিন ১৪১৫ তারিখে নিজ পরামর্শমত লিখাইয়া সাক্ষীগন সাক্ষাৎ এ যথারীতি সম্পাদন করতঃ একখন্ড উইল পত্র দলিল কমিশনে মাননীয় A.D.S.R মহোদয়ের নিকট রেজিষ্ট্রীর জন্য গত ইং ৩০.০৯.২০০৮ তারিখে দাখিল করতঃ সম্পাদন স্বীকারে যথারিতী রেজিষ্ট্রী করেন। উক্ত উইল উপরোক্ত আদালতে উপরোক্ত নম্বর মোকর্দ্দমায় গত ইং 22.01.24 তারিখে শুনানীর জন্য দিন ধার্য্য হইয়াছে। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে আপনি স্বয়ং অথবা উকিলবাবুর মাধ্যমে হাজির হইয়া কারন দর্শাইবেন। অন্যথায় ধার্য্য দিনে শুনানী ও নিস্পত্তি হইবে।

(ক) তপশীল সম্পত্তি

যাহা অসিত কুমার কর উইলের নির্দেশ মতে প্রাপ্ত হইবে। তাহার বিবরন ১) জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা-গড়বেতা, মৌজা-রাধানগর, এল.আর খতিয়ান নং- ৬৮, RS ও L.R দাগ নং ৩৬০/৭২০ বাস্তু- ১৬ ডেঃ।
২) জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা - গড়বেতা, মৌজা- আমলাগোড়া, আর.এস খতিয়ান নং -৪৪৪/৪৪৯, এল.আর খতিয়ান নং - ১২৭/৩, আর.এস দাগ নং ৯৮৪/ ১৪৪১, এল.আর দাগ নং- ১৫৬৮ দাগে ১.৪০ একর মধ্যে ১/২ অংশে ৭০ ডেঃ। আর.এস দাগ নং - ৯৮৪/১৫৬৬, এল.আর ১৫৭০ দাগ পতিত ০.০৩৫ এঃ মধ্যে ১/২ অংশের .০১৭৫ ঐ আমলাগোড়া মৌজায় এল.আর খতিয়ান নং ১২৭/৩ নং খতিয়ান ভুক্ত আর এস দাগ নং ৯৮৫, এল. আর ১৬৩৯ দাগে পতিত ২১ ডেঃ মোট ১ = ৮³/₄ ডেঃ

(খ) তপশীল

যাহা বিশ্বজিৎ কর উইলের নির্দেশ মতে প্রাপ্ত হইবে তাহার বিবরন:- জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা - গড়বেতা, মৌজা- আমলাগোড়া, আর.এস খতিয়ান নং ৪৪৪/৪৪৯, এল.আর খতিয়ান নং - ১২৭/৩, আর. এস দাগ নং ৯৮৪/১৪৪১, এল. আর দাগ নং - ১৫৬৮ দাগে ডাহি পুরাতন মধ্যে ১.৪০ একর তন্মধ্যে ১/২ অংশে ৭০ ডেঃ। আর.এস দাগ নং - ৯৮৪/১৫৬৬, এল.আর ১৫৭০ দাগে ০.০৩৫ এর মধ্যে ১/২ অংশের .০১৭৫ একর। মোট = ৭১.৭৫ ডেঃ

অনুমত্যানুসারে
Sumit Das.
Bench Clerk,
Addl. Dist. Judge R.D Court
Paschim Medinipur

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-adconnexon@gmail.com

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৪ঠা জানুয়ারি। ১৮ ই পৌষ। অষ্টমী তিথি। জন্মে কন্যা রাশি। অষ্টোত্তরী বুধে র বিংশোত্তোরী চন্দ্র র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : পরিবারে তর্ক বিতর্ক। ধৈর্য্য ধরলে বাণিজ্যে অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির পথ যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি জোগ। আইসক্রিম বা ঠান্ডা পানিয় র ব্যবসা, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধি সম্ভাবনা। বিবাহ বিষয় যে কথা বন্ধ ছিল সেই কথা আবার হবে। বাড়িতে কর্পূর আরতি করুন অতীব শুভ হবে।

বৃষ রাশি : প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি। বাণিজ্যে অর্থ প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য অতীব শুভ। যারা লেখালেখি করেন মাস-কমুউনিকেসনে কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কর্মে চঞ্চলতা বৃদ্ধি না হলে, সম্মান প্রাপ্তির যোগ। যে কথাটা আপনি প্রিয়জনকে বলতে পারেননি আজকে বলুন শুভ হবে। সম্পত্তি বিষয়কে কেন্দ্র করে যে গোলযোগ চলছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। শ্রীদেব নারায়ণের চরণে তুলসী প্রদান করুন শুভ হবে।

মিথুন রাশি : যারা সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। প্রেমের ব্যাপারে পূর্ণ সফলতা প্রাপ্তি। তৃতীয় ব্যক্তি যিনি সংসারে অশান্তির কারণ ছিলেন, তিনি সরে যাবেন। বিবাহের বিষয়ে কথা পাকা হতে পারে। গৃহবধূদের অর্থ লাভ নিশ্চিত। বিদ্যার্থীরা যারা দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করছো তাদের কাছে কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি হবে। দেব-দেব মহাদেবের চরণে বিল্বপত্র দিলে অতীব শুভ যোগ।

কর্কট রাশি : কথা বলার আগে গুছিয়ে নিতে হবে শব্দকে। বিবাদ বিতর্কে প্রবল সম্ভাবনা। বাড়িতে সকালে অশান্তির কালো মেঘ থাকবে। পরিবারে একজন সদস্যকে নিয়ে অশান্তির বাতাবরণ। প্রেমে অশুভ। বিদ্যার্থীদের মানসিক চাপ বৃদ্ধি হবে। গণেশ দেবতার চরণে দূর্বা প্রদানে সুখ।

সিংহ রাশি : আজ শুভ দিন। সম্পত্তি কেনা বা বিক্রয়ের ব্যাপারে কোন বড় সিদ্ধান্ত নিতে পারে। যারা এন জি ও তে জড়িত আছেন তাদের কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। যারা ঋণ বিষয়কে কেন্দ্র করে ব্যাংকে আবেদন করেছেন তাদের কাজ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। গৃহবধূদের সুখ বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। সতর্ক থাকতে হবে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের। শ্রী গণেশ দেবতার চরণে, দুর্বা দিলে শুভ হবে।

কন্যা রাশি : মানষিক শান্তি। নতুন সুযোগের দ্বারা ব্যবসা বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা। অর্থবৃদ্ধির সময়। বাড়ি জমি বাস্তু কৃষি জমি বিষয়ে অর্থ লাভ নিশ্চিত। ভ্রমন শুভ। গোপন চুক্তির দ্বারা বাণিজ্যে অর্থ লাভ। শরীর একপ্রকার থাকবে। তবে লিভারের পীড়া কষ্ট দিতে পারে। দেব দেব মহাদেবের চরণে বিল্ব পত্র প্রদান করলে শুভ হবে।

তুলা রাশি : আজ পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। স্বজন আত্মীয় বান্ধব দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কোন অতিথির আগমনে পরিবারে সুখ বৃদ্ধি। গৃহ সরঞ্জাম ক্রয় আনন্দবৃদ্ধি, প্রবীণ নাগরিক যারা তাদের ব্যাংক এবং ইন্সুরেন্স এর দিক থেকে লাভ বৃদ্ধ। বিবাহের বিষয় কথা পাকা হতে পারে। যারা ক্রীড়া বা খেলাধুলা করে থাকেন, তাদের উন্নতি নিশ্চিত। মহাকালী চরণে রক্ত জবা প্রদানে সুপ্রীতি।

বৃশ্চিক রাশি : কোন ইলেকট্রনিক্স দ্রব্য ক্ষতির সম্ভাবনা। ইলেকট্রিক্যাল ওয়ারিং থেকে কোন বিপদ আসার সম্ভাবনা। সতর্কতা অবলম্বন ভালো। হঠাৎ ক্রোধ এবং রাগের মাথায় কোন গৃহ সরঞ্জাম ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। এক সন্তানের কারণে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। সতর্ক থাকা শুভ। ধৈর্য ধরে থাকা শুভ। মহাকালী চরণে রক্ত জবা দেওয়া শুভ।

ধনু রাশি : আজ পরিবারের শান্তির বাতাবরণ থাকলেও, এক গুপ্ত শত্রুর চক্রান্তে দুশ্চিন্তার রেখা মুখে ফুটে উঠবে। স্ত্রীর বুদ্ধিতে যে সমস্যার সমাধান হওয়ার কথা ছিল, বুদ্ধি না শোনার জন্য কিছুটা দুশ্চিন্তা থাকবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ দিন। ব্যবসা-বাণিজ্যে অতীব শুভ দিন। অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা গৃহবধূদের ক্ষেত্রে শুভ দিন। যারা লেখালেখি করেন তাদের জন্য সম্মান বৃদ্ধি। দেব দেব মহাদেবের চরণে বিল্বপত্র প্রদান করুন।

মকর রাশি : শুভ দিন সন্তান এবং বৌমা সম্পর্কের দ্বারা লাভ বৃদ্ধি শ্বশুরবাড়ি র কোন বৃদ্ধ মানুষের সহযোগিতা লাভ। প্রতিবেশীর দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। স্ত্রীর বুদ্ধির দ্বারা সমস্যা মুক্তির পথ। শরীরে পীড়াব্যাধি মুক্তি। গাড়ির যন্ত্রাংশ, গাড়ি বেচাকেনা যারা করেন, তাদের শুভ দিন। প্রতিদিন বাড়িতে কর্পূর আরতি করুন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : শুভ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ ।যারা মোটর মেকানিক এবং এন জি ও র সাথে জড়িত, তাদের শুভত্ত বৃদ্ধি। আজ সম্মান বৃদ্ধি যোগ। সমাজে-পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। সন্ধ্যে বেলার পর কোন নতুন যোগাযোগের দ্বারা কর্মে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধির যোগ। ভগবান শিবের পাশে লৌহ ত্রিশূল রাখুন শুভ হবে।

মীন রাশি : আজ সতর্ক থাকা শুভ। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের চক্রান্ত থাকবে। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিষ নজর থাকবে। যারা জল তরল পদার্থের ব্যবসা করেন, ব্যবসা বৃদ্ধির যে নতুন পথের কথা ছিল, আজ তা আটকে গেছে । দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি দাম্পত্য কলহের কালো মেঘ আজ। মন্দিরে প্রদীপ দান করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

রাজ্যে দ্রুত বাড়ছে ইঞ্জিনিয়ারের সংখ্যা, আশান্বিত পড়ুয়া, অভিজ্ঞরা

অশোক সেনগুপ্ত

পশ্চিমবঙ্গে বেশির ভাগ কলেজে সাধারণ ডিগ্রি কোর্সে ভর্তির চাহিদা কম। কিন্তু বাড়ছে এ রাজ্যের জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার্থী। অদূর ভবিষ্যতে ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষার্থীর সংখ্যা আরও বাড়বে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

কাজের বাজার গোটা দেশেই যে যথেষ্ট খারাপ, তা সকলেরই জানা। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০১৭-১৮ সালে এক বেসরকারি কলেজে বি টেক পড়তে লাগত ৩ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। চলতি অর্থবর্ষে তা বেড়ে হয়েছে ৬ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। আইআইটি-তে গড় ফিজ গপ ৫ বছরে ৪-৫ লক্ষ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ৮-১০ লক্ষ টাকা।

সম্প্রতি উপদেষ্টা সংস্থা টিমলিজ-এর সমীক্ষা জানিয়েছে, দেশে প্রতি বছর প্রায় ১৫ লক্ষ ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়া স্নাতক হন। কিন্তু এই অর্থবর্ষে তাঁদের যা অবস্থা তাতে তাঁদের মাত্র১০ শতাংশ 'ঠিকঠাক' কাজ পাবে। অধিকাংশই প্রত্যাশামত কাজ পাবেন না। রিপোর্ট অনুযায়ী গত অর্থবর্ষে (২০২২-'২৩) তথ্য প্রযুক্তি এবং ইঞ্জিনিয়ারিং স্নাতকদের মধ্যে ২ লক্ষ ৩০ হাজার জন কাজ পেয়েছিলেন। এবার তা নামতে পারে ১লক্ষ ৫৫ হাজার জনে। কাজ পাওয়ার হার ৩০ শতাংশের বেশি কমার আশঙ্কা। তার পরেও বাড়ছে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়ার সংখ্যা।

শিক্ষাবিদদের একাংশের অনুমান বিএ, বিএসসি, বি কমের মত প্রথাগত পাঠক্রম এমনকি স্নাতোকত্তরদের চাকরির বাজার তলানিতে এসে ঠেকেছে। বিশেষ করে শিক্ষকতার চাকরি পাওয়া নিয়ে ক'বছর ধরে এ রাজ্যে যা চলছে, তাতে পড়ুয়াদের একটা বড় অংশ এই সব পাঠক্রমে গেলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যাবে বলে মনে করছেন।

ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট এন্ট্রান্স এক্সামিনেশন বোর্ডের ভাইস চেয়ারপার্সন সোনালি চক্রবর্তী বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'ঝাড়খণ্ড, বিহার, ওড়িশা, ত্রিপুরা ও অসমের ছেলেমেয়েরাও এ রাজ্যের জয়েন্ট এন্ট্রাস পরীক্ষায় বসে। মোট পরীক্ষার্থীর প্রায় ৩৫ শতাংশ প্রতিবেশি রাজ্যগুলোর। ওঁরা অনেকেই কলকাতায় আসেন পরীক্ষা দিতে। ওঁদের সুবিধার্থে ট্রেনে ও বিমানে আসা পরীক্ষার্থীদের জন্য হাওড়া স্টেশন ও দমদম বিমানবন্দরের কাছে পরীক্ষাকেন্দ্র করা হয়। বিশেষ চাহিদা থাকলে ভিন রাজ্যেও এক-আধটা পরীক্ষাকেন্দ্র তৈরি করতে হয় আমাদের।'

তথ্য বলছে, ২০২১, '২২ ও '২৩-এ ৯২ হাজার ৬৯৫, ১ লক্ষ ১ হাজার ৪১৩ ও ১ লক্ষ ২৪ হাজার ৯১৯ হাজার। এর মধ্যে পুরুষ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৬৯ হাজার ১১৩, ৭৪ হাজার ৫৩১ ও ৯১ হাজার ৯৭৪। মহিলা পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২৩ হাজার ৫৮১, ২৬ হাজার ৮৮১ ও ৩২ হাজার ৯৪৪।

এই তিন বছরে ভিন রাজ্য থেকে পশ্চিমবঙ্গে জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিতে এসেছিল যথাক্রমে ৩২ হাজার ৫৯০, ৩২ হাজার ৫৩৭ ও ৪৭ হাজার ৯৩৭। এর মধ্যে পুরুষ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২৭ হাজার ৪৩৭, ২৭ হাজার ৬৯ ও ৩৯ হাজার ৫৬৯। মহিলা পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে

৫ হাজার ১৫২, ৫ হাজার ৪৬৭ ও ৭ হাজার ৮২৭।

২০২১, '২২ ও '২৩-এ ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট এন্ট্রান্স এক্সামিনেশন বোর্ডের পরীক্ষায় এ রাজ্যের মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৬০ হাজার ১০৫, ৬৮ হাজার ৮৭৬ ও ৭৭ হাজার ৫২২। এর মধ্যে পুরুষ ছিল যথাক্রমে ৪১ হাজার ৬৭৬, ৪৭ হাজার ৪৬২ ও ৫২ হাজার ৪০৫। মহিলা পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৮ হাজার ৪২৯, ২১ হাজার ৪১৪ ও ২৫ হাজার ১১৭।

ওপরের তথ্য বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাচ্ছে, ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্ট এন্ট্রান্স এক্সামিনেশন বোর্ডের প্রায় সব রকম পরীক্ষার্থীর সংখ্যাই বাড়ছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ অভিজিৎ চক্রবর্তী এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, তইঞ্জিনিয়ারিংয়ের চাকরির বাজার এ রাজ্যের তুলনায় দেশের অন্য কিছু রাজ্যে অনেকটাই ভাল। তবে, এ রাজ্যেও বাজার এখ ন যথেষ্ঠ ভাল হয়েছে মূলত তথ্য প্রযুক্তি বা সফটওয়্যার ইণ্ডাস্ট্রিজের কল্যাণে। নামী বিভিন্ন সংস্থা ছাড়াও আউটসোর্সিংয়ে লোক নেওয়া হয় যথেষ্ঠ।ত

কিন্তু পরীক্ষা দিয়ে তৈরি এত ইঞ্জিনিয়ারের সকলে কাজ পাচ্ছেন না। অনেকের মাঝপথে কাজ চলে যাচ্ছে। তাহলে কিসের ভিত্তিতে তৈরি হবে ইঞ্জিনিয়ারদের নিশ্চয়তা? এটা যে একটা সমস্যা তা স্বীকার করে অভিজিৎ চক্রবর্তী বলেন, এ রাজ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলোয় প্রায় ৩০ হাজার আসন। অবশ্যই এত ইঞ্জিনিয়ারকে চাকরি দেওয়ার অবকাশ নেই। ইঞ্জিনিয়ারদের বেশি আকর্ষণ

তথ্য প্রযুক্তি সংস্থাগুলোয়। কিন্তু ওই সব জায়গায় নির্দিষ্ট ইঞ্জিনিয়ারদের বেতন ক্রমেই বাড়ছে। কর্তৃপক্ষ মনে করছেন আরও কম বেতনে সদ্য পাশ করা ইঞ্জিনিয়ার নিয়ে তাঁদের প্রশিক্ষণ দিয়ে নিলে কাজও হবে, খরচও কমবে। অনেক ক্ষেত্রে মাঝবয়সী কর্মচ্যুত ইঞ্জিনিয়াররা ফাঁপড়ে পড়ছেন।

তাহলে সমাধানের পথ কী? অভিজিৎবাবুর মন্তব্য, তথ্য প্রযুক্তি সংস্থাগুলোয় ইঞ্জিনিয়ারদের বেতন কোর সেক্টরের তুলনায় অনেকটা ভাল। সহজে কাজও পাওয়া যায়। তাই বেশিরভাগই ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, সিভিলের মত কোর সেক্টরে যেতে চান না। কিন্তু এই ক্ষেত্রেও কাজ পাওয়ার এবং পদোন্নতির সুযোগ আছে। ইউপিএসসি-র মাধ্যমে সর্বভারতীয় পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হচ্ছেন এ রকম ইঞ্জিনিয়াররা। জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় বসার আগে এই বাস্তবটা পড়ুয়ারা ভেবে দেখতে পারেন।দ

নয়া শিক্ষানীতিতে স্নাতকস্তরের মেয়াদ করে দিয়েছে চার বছর। এই সময়কালে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করলে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা আরও ভাল হবে। অভিজ্ঞ প্রযুক্তিবিদদের অনেকে মনে করেন, এই ভাবনায় অদূর ভবিষ্যতে জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় আরও বেশি ছেলেমেয়ে বসবেন।

রামমন্দির নির্মাণ ৫০০ বছরের আন্দোলন: সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বিরোধীদের দাবি, লোকসভা নির্বাচনের আগে রাম মন্দির নির্মাণ কেন্দ্রের সরকারের এক মাস্টার স্ট্রোক। বুধবারদক্ষিণেশ্বর মা ভবতারিণী মন্দিরে পুজো দিতে এসে এ প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতি বলেন, 'এটা একদিনের আন্দোলন নয়, ৫০০ বছরের আন্দোলন। অটল বিহারী বাজপেয়ি যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন এঁরাই বলতেন রাম মন্দির কবে নির্মাণ হবে। এখন রাম মন্দির নির্মাণ হয়ে গিয়েছে। উদ্বোধনের দিনক্ষণও স্থির করা হয়েছে। এখন ওদের পেটে ব্যথা শুরু হয়ে গিয়েছে।' বিরোধীদের উদ্দেশ্যে এদিন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'এঁরা যদি পুরুষোত্তম রামকে ভগবান মানেন। তাহলে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ত্যাগ করে রামলালাকে দর্শন করুন। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছেড়ে ওরা যদি রামলালা দর্শন না করেন, তাহলে বুঝতে হবে ওরা ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতির কারণেই যাচ্ছেন না।' তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব নিয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর

কটাক্ষ, 'এখনও ২০২৪ বাকি আছে। আগামীদিনে অনেক কিছু দেখতে পাবেন।'

অন্য দিকে, সরকারি প্রকল্পে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ না পাওয়া নিয়ে রাজ্যের যে অভিযোগ তা নিয়েও মুখ খোলেন কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতি। রাজ্যে এসেও ১০০ দিনের বকেয়া নিয়ে তৃণমূল সরকারকেই বিঁধলেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, কেন্দ্র ১০০ দিনের সব টাকা মিটিয়ে দিতে তৈরি। কিন্তু, সেজন্য সব টাকার হিসাব দিতে হবে রাজ্য সরকারকে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বক্তব্য, 'ফেঁসে যাওয়ার ভয়ে রাজ্য সরকার সঠিক হিসাবে দিচ্ছে না।'

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রকল্পের বকেয়া টাকা প্রদান নিয়ে বৈঠক হয়েছে। এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের মন্ত্রণালয় থেকে দু'জন আধিকারিককে নিয়োগ করা হয়েছে। মমতার সরকারও দু'জন আধিকারিক নিয়োগ করবে। এরপর তদন্ত করে দেখা হবে এবং সত্য ঘটনা সামনে আসবে।' কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর কথায়, রাজ্য সরকারের অর্থ আটকানো তাদের উদ্দেশ্য নয়। যদি টাকা আটকানোই তাদের লক্ষ্য হত, তাহলে অন্যান্য প্রকল্পের টাকা দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হত।

২৪'র নির্বাচনের আগে সিএএ কার্যকরী হবে, মন্তব্য কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, গোপালনগর: **চব্বিশের নির্বাচনের আগে সিএএ কার্যকরী হবে মন্তব্য কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী। লোকসভা নির্বাচন ঘোষণার আগেই জেতার ব্যাপারে আশাবাদী কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। উত্তর ২৪ পরগনার গোপালনগর থানার চৌবেড়িয়া ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপির দলীয় কার্যালয় উদ্বোধন করলেন কেন্দ্রীয় জাহাজ মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। কার্যালয় উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচনে জয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত মানুষ আমাকে জেতাবে এমনটা জানিয়েছেন শান্তনু ঠাকুর। প্রার্থী করবেন কি না সে প্রসঙ্গে তিনি ইঙ্গিতপূর্ণ বক্তব্য দিয়েছেন। অন্যদিকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিগত দিনের সংসাদ তহবিলের কাজের খতিয়ান তুলে ধরলেন তিনি। শান্তনু ঠাকুর বলেন, সাংসদ তহবিলের প্রায় ৫৫০ কোটি টাকার কাজ চলছে যা রাজ্যের মধ্যে প্রথম। বনগাঁ লোকসভায় এর আগে এত কাজ কেউ করেনি। সিএএ নিয়ে আবার মুখ খুলে তিনি বলেন ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে আমি বলেছিলাম সিএএ পাশ করাব, তবে ২০২৪ শের আগে ইমপ্লিমেন্ট করব বলিনি।**

লুঠপাট আর খুনের ইনসাফ কে দেবে, প্রশ্ন দিলীপ ঘোষের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: আগামী ৭ জানুয়ারি ব্রিগেডে সভার মাধ্যমে সমাপ্তি হবে বাম যুব সংগঠনের ইনসাফ যাত্রা। বুধবার সন্ধেয় কাঁচড়াপাড়ার সিটি বাজারে বিজেপির শ্রমিক সংগঠন ভারতীয় মজদুর সংঘের এক অনুষ্ঠানে এসে বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষ বলেন, এ৩৪ বছরে বাংলা জুড়ে লুঠপাট হয়েছে, আর খুন হয়েছে। কমপক্ষে ৪৫ হাজার লোককে খুন করা হয়েছে। তার ইনসাফ কে দেবে?'

শাসকদলের আদি-নব্য দ্বন্দ্ব নিয়ে বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ বলেন, 'সবই স্বার্থের ঝগড়া। ক্ষমতার লড়াই চলবে। এইভাবেই একদিন পার্টিটা শেষ হয়ে যাবে।' দিলীপ ঘোষের দাবি, গত লোকসভা নির্বাচনে বঙ্গে তৃণমূলের এক ডজন আসন কমেছিল।

এবার দু'ডজন আসন কমবে। তাঁর আরও দাবি, যেই পার্টিগুলো লুঠপাট করেছে। এতদিন দুর্নীতি করেছে। সারা দেশে গরিব মানুষের সম্পত্তি লুঠ করেছে। তাদের

বিসর্জনের সময় এসে গেছে। উক্ত অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন বিজেপির ব্যারাকপুর সংগঠনিক জেলার সভাপতি মনোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলার সাধারণ সম্পাদক রূপক মিত্র, ব্যারাকপুর যুব মোর্চার সভাপতি বিমলেশ তেওয়ারি প্রমুখ।

হাওড়ায় বন্ধ জল

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: জলের পাইপ লাইনের কাজ হবে। সে কারণে, আগামী বৃহস্পতিবার ৪ জানুয়ারি হাওড়া পুরনিগম এলাকায় সন্ধে ৭ টা থেকে ৯ টা পর্যন্ত ১ ৬, ৭ (আংশিক) ও ১০-১৬ নম্বরপ ওয়ার্ডে সালকিয়া ভূগর্বস্থ জলাধার থেকে জল সরবরাহ বন্ধ থাকবে। পরের দিন ৫ ই জানুয়ারি শুক্রবার সকাল ৬ টা থেকে ওই জল সরবারহ স্বাভাবিক হবে বলে আশা।

ছোট আঙারিয়া দিবস পালনে তৃণমূল ও বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: বৃহস্পতিবার ৪ জানুয়ারি ছোট আঙারিয়া দিবস। ২০০১ সালের এই দিনটিতে গড়বেতার ছোট আঙারিয়া গ্রামে তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে আগুন লাগিয়ে গণহত্যার অভিযোগ উঠে। তারপর থেকে প্রতিবছরই তৃণমূলের পক্ষ থেকে গণহত্যা দিবস পালন করা হয়। এ বছরও দিনটি পালন করার জন্য প্রস্তুতি সেরে ফেলেছে তৃণমূল। বিজেপি আগে এই দিনটি পালন না করলেও একুশের বিধানসভা নির্বাচনের সময় থেকে তারাও শহিদদের শ্রদ্ধা জানিয়ে সভা করছে। বিজেপির এই স্মরণ সভায় শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিত থাকার কথা। বৃহস্পতিবার একদিকে তৃণমূল ও অন্যদিকে বিজেপির সভা ঘিরে উত্তেজনা বাড়ছে। ২০০১ সালের ৪ জানুয়ারি ঘটে যাওয়া ছোট আঙারিয়া গণহত্যাকাণ্ডে সিপিআইএমকে অভিযুক্ত করা হয়। তদন্ত ভার দেওয়া হয় সিবিআইকে। জানা গেছে, প্রতি বছরের মতো তৃণমূলের পক্ষ থেকে সকাল ৭টা থেকে শোক মিছিল, শহিদ বেদীতে মাল্যদান, শীতবস্ত্র বিতরণ, পরিবারগুলিকে সাহায্য দান সহ বিভিন্ন রকম কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত এই অনুষ্ঠান চলবে বলে দলের জেলা সভাপতি সুজয় হাজরা জানিয়েছেন। শুভেন্দু অধিকারী তৃণমূলে থাকার সময় প্রতিবছর ছোট আঙারিয়া দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন। একুশ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপিতে যোগ দেন তিনি। ওই বছর ছোট আঙারিয়াতে তিনি সভা করতে চাইলেও প্রশাসনিক অনুমতি পাওয়া যায়নি। কারণ ওই দিন তৃণমূলের কর্মসূচি আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। বাধ্য হয়ে গড়বেতা হাইস্কুল মাঠে শুভেন্দুকে সভা করতে হয়। সেদিনই তিনি প্রতিবছর ছোট আঙারিয়া দিবসে আসার কথা জানান। গত ১৪ ডিসেম্বর শুভেন্দু অধিকারী রোড চন্দ্রকোনায় একটি সভা করেন। সেই শোভা থেকেই তিনি জানিয়েছিলেন, ৪ জানুয়ারি ছোট আঙারিয়া গ্রামে তিনি আসবেন। কিন্তু তৃণমূলের অনুষ্ঠান থাকায় এবারও গড়বেতাতেই বিজেপিকে সভা করতে হবে বলে জানা গেছে। জেলা বিজেপির এক নেতা জানান, ছোট আঙারিয়া দিবস উপলক্ষ্যে গড়বেতা হাইস্কুল মাঠে সভার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। বক্তব্য রাখবেন শুভেন্দু অধিকারী। এজন্য সব রকম অনুমতি নেওয়া হয়েছে।

একদিন

আমার শহর

কলকাতা ৪ জানুয়ারি ২০২৪ ১৯ পৌষ ১৪৩০ বৃহস্পতিবার

প্রশ্নফাঁস রুখতে নয়া নির্দেশ, পাঁচিল, সিসিটিভি না থাকলে হবে না মাধ্যমিকের পরীক্ষাকেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে মাধ্যমিক পরীক্ষা। চলবে ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। ২০২৪-এর মাধ্যমিক পরীক্ষা নিয়ে অত্যন্ত সতর্ক মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। প্রশ্নপত্রে কোড ব্যবহার সহ বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপের কথা আগে জানানো হয়েছে পর্ষদের তরফ থেকে। এবার মাধ্যমিক শুরু হওয়ার আগেই প্রশ্নপত্র ফাঁস রুখতে নতুন নির্দেশিকা সামনে আনল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। বুধবার মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায় জানান, এই বছর পরীক্ষা চলাকালীন নিরাপত্তায় কোনও সিভিক ভলান্টিয়ার পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারবেন না। আর যে সব 'বাউন্ডারি ওয়াল' নেই, সিসিটিভি নেই সেখানে কোনওরকম ভাবে পরীক্ষার সেন্টার হবে না।

এছাড়াও মাধ্যমিক পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে তৈরি করা হচ্ছে আপৎকালীন সহায়তা দল। এর পাশাপাশি পরীক্ষার সিট রুমে অনেক সময় অ্যাটেন্ডেন্ট বা চতুর্থ শ্রেণির কর্মীরা কুরিয়ারের কাজ করেন। এবার সেই দিকেও রাখা হবে বিশেষ নজর। প্রশ্নফাঁস রুখতে ও কেউ এই অপকর্ম করলে তাকে দ্রুত ধরে ফেলতে প্রশ্নপত্রে কোড যে ব্যবহার করা হতে চলেছে তা আগেই জানিয়েছিল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। প্রশ্ন ফাঁস' তথা পরীক্ষা চলাকালীন প্রশ্নপত্র বাইরে বেরিয়ে আসা রুখতে প্রতিটি প্রশ্নপত্রে একটি করে 'স্বতন্ত্র কোড' থাকবে। যেটার মাধ্যমে যদি কেউ প্রশ্নপত্রের কোনও একটি পাতার ছবি তুলেও তা বাইরে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে দ্রুত তা কোথা থেকে করা হয়েছে ধরে ফেলা যাবে। এছাড়াও পরীক্ষাকেন্দ্রে সিসিটিভি নজরদারি থাকবে বলেও জানানো হয়েছে আগেই।

প্রসঙ্গত, বুধবার মুর্শিদাবাদে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কলকাতা আঞ্চলিক কার্যালয় অনুমোদিত ২০২৪ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রস্তুতি সংক্রান্ত আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন পর্ষদ সভাপতি। সেখানে পর্ষদ সভাপতি জানান, কিছু জায়গায় সিস্টেমের কারণে সংশয় তৈরি হয়। তবে সেগুলিকে মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করা হচ্ছে।পাশাপাশি রামানুজবাবু এ জানান, এবছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী প্রায় সাত লক্ষ।

বেলেঘাটা আইডিতে ভর্তি হলেন আরও এক করোনা আক্রান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতাতেও এবার হচ্ছে করোনা। ফের বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে ভর্তি হলেন আরও এক করোনা আক্রান্ত রোগী। হাসপাতাল সূত্রে খ বর, বুধবার দক্ষিণ কলকাতার বাসিন্দা মধ্য বয়সী এক মহিলাকে এই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অক্সিজেন সাপোর্টে রেখে তাঁর চিকিৎসা চলছে। এই নিয়ে বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন মোট ৫ জন করোনা আক্রান্ত। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে নতুন করে আক্রান্তের সংখ্যা ৮। এরই পাশাপাশি হাসপাতালের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, এই করোনা আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে কেউ করোনার নতুন ভেরিয়েন্ট জে এন. ১ আক্রান্ত কি না জানতে জেনোম সিকোয়েন্সের জন্য নমুনা পাঠানো হবে। পরিসংখ্যান বলছে এখনও পর্যন্ত রাজ্যে করোনা আক্রান্তর সংখ্যা বেড়ে হলো ৮১। অন্য দিকে ২ তারিখ পর্যন্ত দেশের ১১ রাজ্যের মোট ৫১১ জনের মধ্যে করোনা ভাইরাসের নতুন ভারিয়েন্ট জে এন.১ এর খোঁজ মিলেছে। যার মধ্যে ১৯৯ জন কর্ণাটকের বাসিন্দা। ১৪৮ জন কেরেলা, ৪৭ জন গোয়া, ৩৬ জন গুজরাট, ৩২ জন মহারাষ্ট্র, ২৬ জন তামিলনাড়ু, ১৫ জন দিল্লি, ৪ জন রাজস্থান, ২ জন তেলঙ্গানা, ১ জন হরিয়ানা এবং ১ জন ওড়িশার বাসিন্দা।

সূত্রের খবর, কলকাতা সংলগ্ন বারাসাতের এক করোনা আক্রান্ত রোগীকে বাড়িতে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে। এ রাজ্যে করোনা আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে কেউ নতুন ভ্যারিয়েন্ট জে এন.১ আক্রান্ত কি না জানার জন্য জেনোম সিকোয়েন্সের জন্য পাঠানো হলেও এখনও পর্যন্ত কারও শরীরে নতুন ভ্যারিয়ান্টের খোঁজ মেলেনি বলেই স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রের খবর।

অ্যাম্বুল্যান্স চালকদের একাংশের ধর্মঘটের জেরে নাজেহাল রাজ্যবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এমার্জেন্সি সার্ভিস ১০২ অ্যাম্বুল্যান্স চালকদের রাজ্যজুড়ে ধর্মঘটে হয়রানিতে প্রসূতিদের পরিবার। বুধবার অ্যাম্বুল্যান্স পেতে রীতিমতো কালঘাম ছুটে যায় তাঁদের। বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে ধর্মঘটে নেমেছেন সিটু ইউনিয়নের চালকরা। সকাল থেকেই নিউটনের অফিসের সামনে বিক্ষোভে সামিল হন অ্যাম্বুল্যান্স চালকরা ।

১০২ অ্যাম্বুল্যান্স চালকরা বুধবার দুপুরে মিছিল করে হাজির হন নিউটাউনের অফিসের সামনে। তাঁদের মূল দাবি, চালক এবং তাঁর সহযোগীদের বেতন বাড়াতে হবে। নির্দিষ্ট সময়সীমা বেশি ডিউটি করানো যাবে না। ডিউটি করলে অতিরিক্ত সময়ের বেতন দিতে হবে। তাঁদের আরও অভিযোগ, বিভিন্ন অনৈতিক কারণে ২৬ জন অ্যাম্বুল্যান্স ড্রাইভার এবং তার সহযোগীদেরকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁদেরকে অবিলম্বে চাকরিতে বহাল করতে হবে। এছাড়াও ঝুঁকিপূর্ণ কাজের জন্য অ্যাম্বুল্যান্স চালকদের ক্ষয়ক্ষতি এবং মৃত্যু হচ্ছে। সেই ব্যাপারে কর্তৃপক্ষকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

চালকদের আরও অভিযোগ, বেসরকারি সংস্থা জিভিকে গ্রিন হেলথ সার্ভিসেস, ড্রাইভারদের নিযুক্তের সময় ১৫হাজার টাকা ট্রেনিং ফি বাবদ নিলেও তাঁদের আলাদা কোন ট্রেনিং দেওয়া হয় না। এরকম একাধিক দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলনের পথে আজ সকাল থেকেই অ্যাম্বুল্যান্স চালক ও সহযোগীরা।

উল্লেখ্য, ১০২ ডায়াল করে অ্যাম্বুল্যান্স ডাকার মাধ্যমে শিশু ও প্রসূতিদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রসূতি ও শিশুমৃত্যু রুখতেই এই ব্যবস্থা রাজ্যে চালু রয়েছে বহুদিন ধরে। তবে সম্প্রতি দুর্ঘটনা বা হার্ট অ্যাটাকের মতো আক্রান্তকে আচমকা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার দরকার পড়লে আপৎকালীন অ্যাম্বুল্যান্স সার্ভিসের জন্য ১০৮ ডায়ালের বন্দোবস্ত হয় রাজ্যে।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে, নতুন বছরের শুরুতেই রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরে পরিবহণ শাখা এই পরিষেবা চালুও করেছে। প্রথম দফায় সারা রাজ্য জুড়ে ১১০টি এরকম ধরনের অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা চালু করা হয়েছে। আগামীদিনে প্রয়োজনের ভিত্তিতে ১০৮ ডায়াল করে এই গাড়ির সংখ্যা বাড়ানো হবে বলে জানা গিয়েছে। ১০৮ ডায়ালে নিঃখরচায় অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। এই পরিষেবা চালু হওয়ায় অনেক মানুষের সুবিধা হবে বলেই ধারণা। নতুন এই গাড়ির মধ্যে ভেন্টিলেটর, এমনকী রক্তসঞ্চালনের ব্যবস্থাও থাকবে বলে জানানো হয়েছে।

হিংসার ঘটনায় রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২০২৪-এই লোকসভা নির্বাচন। দিনক্ষণ স্থির না হলেও জাতীয় নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে প্রস্তুতি নেওয়া শুরু হয়েছে ইতিমধ্যেই। তবে এবার এই নির্বাচনকে ঘিরে হিংসা রুখতে বড় পদক্ষেপ করতে চলেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। এই প্রসঙ্গে বুধবার কমিশনের তরফ থেকে জানানো হল, জেলায় জেলায় কোনও হিংসার ঘটনা ঘটলে, প্রত্যেক সপ্তাহের আইন-শৃঙ্খলার রিপোর্ট রিপোর্ট দিতে হবে। বুধবার বেলা ১টা নাগাদ রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারি বিভিন্ন জেলার জেলাশাসকদের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করেন। এই বৈঠকেই দেওয়া হয় এই নির্দেশ।

> নির্বাচনকে ঘিরে হিংসা রুখতে বড় পদক্ষেপ করতে চলেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। এই প্রসঙ্গে বুধবার কমিশনের তরফ থেকে জানানো হল, জেলায় জেলায় কোনও হিংসার ঘটনা ঘটলে, প্রত্যেক সপ্তাহের আইন-শৃঙ্খলার রিপোর্ট রিপোর্ট দিতে হবে।

জাতীয় নির্বাচন কমিশন সূত্রে খ বর, বছরের শুরু হতে না হতেই লোকসভা ভোটের প্রস্তুতি নিয়ে জেলাশাসকদের সঙ্গে পর্যালোচনা বৈঠক করেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরিজ আফতাব। এদিনের প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে চলা বৈঠকে নির্ভুল ভোটার তালিকা যাতে তৈরি হয় সেই বিষয়েও জেলাশাসকদের ফের সতর্ক করেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক। এর আগের নির্বাচনগুলিতে কোন জায়গায় হিংসা, কোন বুথে ৯০শতাংশের বেশি ভোট, আর কোথায় কোথায় প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে তার তথ্য তৈরি করার নির্দেশ এদিন দেয় নির্বাচন কমিশন। তার ভিত্তিতে লোকসভা ভোটে তৈরি হবে রাজ্যের স্পর্শকাতর অঞ্চল।

শুধু তাই নয়, ভোট কেন্দ্রগুলোর কী পরিস্থিতি, নির্বাচন কমিশনের গাইড লাইন অনুযায়ী স্কুলগুলির পরিকাঠামো ঠিকঠাক আছে কিনা, তাও খতিয়ে দেখার নির্দেশ জেলাশাসকদের দেওয়া হয়।

যৌন কর্মীর শিশুদের জন্য বিশেষ স্কুল, শিক্ষক যৌনপল্লির সন্তানরাই

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সমাজের একাংশের প্রয়োজন ওঁদের। তবে সমাজের কাছে ওঁরা ব্রাত্য। ব্রাত্য ওঁদের সন্তানরাও।

ওঁরা যৌনকর্মী। মা দুর্গার পুজোয় যৌনপল্লির মাটির দরকার হলেও, দিনের আলোয় ওঁদের থেকে নিজেদের সরিয়ে নেয় সমাজ। বাচ্চাদের স্কুলে ভর্তি করতে গেলে সমস্যা হয় পিতৃ পরিচয় নিয়ে। যদি বা বাধা টপকে ভর্তি হয় ওরা, স্কুলে গেলেও মায়ের নামে শুনতে হয় নানা বাজে কথা।

এবার ওদের কথা ভেবেই কলকাতার কালীঘাটের যৌনপল্লিতে তৈরি হল অভিনব স্কুল ! যৌনকর্মীর সন্তানদের কথা মাথায় রেখে এই স্কুলের ব্যবস্থা করল 'আমরা পদাতিক' নামের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। 'ব্রেক দ্য বেরিয়ার' নামের ওই প্রতিষ্ঠানটি পিছিয়ে যাওয়াদের জন্য কাজ করবে। মায়ের পেশাকে সম্মান জানিয়েই যৌনকর্মীদের সন্তানরাই পড়তে এবং পড়াতে আসবেন এখানে। পড়াশোনার পাশাপাশি এখানে শেখানো হবে নাচ, গান, ছবি আঁকাও। কলকাতার কালীঘাট বাজারের কাছের যৌনপল্লির এই প্রতিষ্ঠানই পথ দেখাবে নতুন করে, দাবি উদ্যোক্তাদের। এ প্রসঙ্গে 'আমরা পদাতিক' সংগঠনের সভাপতি রতন দলুই জানান, 'আমরা বহু বছর ধরে যৌনকর্মীদের পেশাকে সম্মান জানিয়ে কাজ করছি। মূলত, যারা কাজ করি প্রায় প্রত্যেকেই যৌনকর্মীদের সন্তান। এক্ষেত্রেও অন্যথা হয়নি। এটিকে স্কুলই বলতে পারেন। যেখানে স্কুলছুট অথবা স্কুলে পড়তে পারে না এমন সকলেরই পড়ার ব্যবস্থা হয়েছে। মায়ের কাজের সময় অর্থাৎ সন্ধ্যা থেকে নানা বিষয়ে শিক্ষা পাবে পড়ুয়ারা।' ইতিমধ্যেই 'আমরা পদাতিকে'র এই স্কুলে পড়ুয়া সংখ্যা ৫০ হয়ে গিয়েছে। সন্ধ্যায় পড়াশোনার সঙ্গেই বেড়ে ওঠার স্বপ্ন দেখতে হাজির হয়েছে ওরা। নতুন স্কুলে আসা এক পড়ুয়র কথায়, 'আমি স্কুলে যেতে পারিনি, সবাই বাজে কথা বলে স্কুলে গেলে। এখানে আসছি। ভালো লাগছে।' পড়তে, খেলতে, নাচ-গান শিখতে উৎসাহী বাকি বাচ্চারাও।

সাইবার অপরাধ রুখতে সচেনতায় কলকাতায় এবার আসছে 'সাই-বাজ'

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পথ নিরাপত্তা সপ্তাহে জন সচেতনতায় নানা রকম ছড়ার ব্যবহার করে কলকাতা পুলিশ। এবার ক্রমবর্ধমান সাইবার অপরাধ রুখতে প্রচারে নামছে 'সাই বাজ'।

'পাবলিক ওয়াইফাই লাগে বড় ভালো? হ্যাক হয়ে গেলে ভবিষ্যৎ হবে কালো।'

'অচেনা লিঙ্কে ক্লিক? মোটেই নয় ঠিক!'

বাসের গায়ে লেখা রংবেরংয়ের ছবি দিয়ে রকমারি ছড়া। সাইবার অপরাধ রুখতে লালবাজারের অভিনব পদক্ষেপ নয়া এই বাস। উদ্বোধনের পরই সে নামবে কলকাতার রাস্তায়। ঘুরবে স্কুল-কলেজে। পুলিশ জানিয়েছে, সাইবার অপরাধ নিয়ন্ত্রণে প্রচারই বড় হাতিয়ার। প্রতিটি থানা এলাকায় মাইকিং থেকে শুরু করে বিভিন্ন পদ্ধতিতে প্রচার করে সাইবার অপরাধ কমানোর জন্য প্রত্যেক ডিভিশনের কর্তা ও থানার আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন লালবাজারের কর্তারা। তারই অঙ্গ হিসাবে এবার কলকাতাজুড়ে প্রচারে নামানো হচ্ছে 'সাই বাজ'কে।

পুলিশের মতে, এখন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের হাতেও রয়েছে মোবাইল। অনলাইন ক্লাস করার জন্য মা-বাবারাই বাধ্য হন নিজেদের মোবাইল তাঁদের সন্তানের হাতে তুলে দিতে। আবার ক্লাসের সময় ছাড়াও ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের মা-বাবার মোবাইল ব্যবহার করে। সাধারণত মোবাইলে থাকে ব্যাঙ্কের তথ্য। তাই না জেনে সাইবার অপরাধীদের পাঠানো লিঙ্কে ক্লিক করলেও সেই ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাববকদের অ্যাকাউন্ট থেকে উধাও হয়ে যেতে পারে টাকা। আবার অশ্লীল ভিডিও পাঠানো হয়। যার জেরে 'সেক্সটরশন'-এর শিকার হচ্ছে স্কুল থেকে কলেজের ছাত্ররাও। এছাড়াও বহু কলেজ ছাত্র-ছাত্রীও 'শিকার' হন সাইবার জালিয়াতদের। তাই এবার 'সাই বাজ'-এর মূল লক্ষ্য শহরের স্কুল-কলেজগুলি। এই ব্যাপারে ডিসি (সাইবার) অতুল বিশ্বনাথন জানান, আপাতত কলকাতার স্কুল ও কলেজগুলিতে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে প্রচার চালাবে একটি 'সাই বাজ'। প্রয়োজনমতো পরে বাসের সংখ্যা ও প্রচারের পরিধিও বাড়ানো হবে। 'সাই বাজ'-এর বাইরের অংশে থাকছে সাইবার অপরাধ দমনের জন্য বারো রকমের প্রচার। তার জন্য ইংরেজি ও বাংলায় তৈরি করা হয়েছে ছড়া। তার সঙ্গে থাকছে প্রমাণ মাপের ছবি। ওই ছড়া ও ছবি অনেক দূর থেকে দেখতে পাবেন পথচারীরাও। আবার বাসের গায়ে থাকছে এক ডজন কিউ আর কোড। ওই কোডে স্ক্যান করলেই মোবাইলের স্ক্রিনে ভেসে উঠবে বিভিন্ন ধরনের সাইবার অপরাধের বিবরণ ও তা নিয়ে লেখা 'ছবিতে গল্প'।

খুনের মামলার তদন্ত নিয়ে ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনারকে ভর্ৎসনা হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পুলিশের তদন্তের গতিপ্রকৃতি নিয়ে ফের ক্ষুব্ধ কলকাতা হাইকোর্ট। টিটাগড় থানার এক তদন্তের মামলায় আদালতের রোষের মুখে পড়তে হল পুলিশকে। তদন্তে গাফিলতি হয়েছে বলে বুধবার ব্যারাকপুরের সিপি অলোক রাজোরিয়াকে ভর্ৎসনা করে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও মহম্মদ সাব্বর রশিদির ডিভিশন বেঞ্চ। হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ, পুলিশের তদন্তের ধারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে পুলিশের ভূমিকা কী! এই ধরনের তদন্তের সঙ্গে যুক্ত টিটাগড় থানার তদন্তকারী অফিসার ও ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারকে পুলিশ মেডেল দেওয়া উচিত বলে মন্তব্য কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাকের।

প্রসঙ্গত, বুধবার টিটাগড়ের একটি খুনের মামলায় বিচারপতি সিপিকে প্রশ্ন করেন, তদন্তে গাফিলতি কেন এবং আদৌ কি খুনের তদন্ত করা হয়েছিল কি না তা নিয়ে। পাশাপাশি বিচারপতি কটাক্ষ করে এও বলেন, 'রাজ্যে এমন সিপি ও এই ধরনের তদন্তকারী অফিসার থাকলে তদন্তের অবস্থা কী হবে? যা তদন্ত করছেন প্রত্যেককে পুলিশ মেডেল দেওয়া উচিত। রাজ্যের গর্ব তো আপনারা।'

প্রসঙ্গত ঘটনার সূত্রপাত গত বছরের ২৩ জুন। খড়দহ থানা এলাকার টিটাগড়ের লক্ষ্মীঘাট এলাকায় বাড়ি ভাড়ার টাকা দেওয়াকে কেন্দ্র করে বচসা বাধে। এই বচসায় আহত হন বাড়ির গোবিন্দ যাদব। গুরুতর আহত অবস্থায় গোবিন্দকে প্রথমে বিএন বোস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু পরিস্থিতি সঙ্গীন হওয়ায় পরে তাঁকে আর জি কর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হলেও শেষরক্ষা হয়নি। ওইদিনই মৃত্যু হয় গোবিন্দ যাদবের।

ময়নাতদন্তের রিপোর্টে খুনের মতো আঘাতের কথা উল্লেখ থাকলেও মৃত গোবিন্দ যাদবের পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, খুনের ধারা যোগ করেনি পুলিশ। বাড়িওয়ালার পক্ষ থেকে টিটাগড় থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। সেখানে উল্লেখ করা হয় বাড়িওয়ালার ওই সদস্যকে মারধর করে উপর থেকে ফেলে দিয়েছে। কিন্তু পুলিশ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সরাসরি খুনের ধারা ৩০২ যোগ না করে ৩০৪ ধারা প্রয়োগ করে। এরপর এই ঘটনার জল গড়ায় আদালতে। আদালত পুলিশের এই তদন্তের গতিপ্রকৃতি দেখে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারকে সশরীরে হাজিরার নির্দেশ দেন বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চ। এদিকে অভিযুক্ত আগাম জামিনের আবেদন নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়। বুধবার সেই মামলারই শুনানি ছিল বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চে।

এদিনের শুনানিতে বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চ মৃতের ময়নাতদন্ত রিপোর্ট দেখে বিস্ময় প্রকাশ করে। ওই রিপোর্টে খুনের মতো আঘাতের কথা উল্লেখ থাকলেও ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারার বদলে শুধুমাত্র ৩০৪ নম্বর অর্থাৎ অনিচ্ছাকৃত খুনের ধারা যোগ করা হয়। এরপরই বিচারপতি ব্যারাকপুর কমিশনারেটের সিপি অলোক রাজোরিয়াকে প্রশ্ন করেন, 'কেন খুনের ধারা রুজু করা হয়নি?' কেন সেটা করা হল, তা নিয়েই বিস্ময় প্রকাশ করে আদালত।

এরপরই বিচারপতির তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য, 'তদন্তের গাফিলতির দায় এড়াতে পারেন না সিপি।' জানতে চান লঘু ধারা দেওয়ার কারণ কী তা নিয়েও। সঙ্গে এও বলেন, অভিযুক্তদের হেফাজতে রেখে সিবিআই জেরা হওয়া উচিত।'

এদিকে আদালত সূত্রে খবর, এদিন সিপি-র তরফে আইনজীবী সওয়াল করতে গিয়ে জানান, সরকারের আইনজীবী আদালতে জানান, তদন্তের মধ্য দিয়ে যে সমস্ত তথ্য উদ্ধার হচ্ছে তাতে খুব শীঘ্রই ৩০২ ধারা যোগ করা হবে। এদিকে আদালতের নির্দেশ, বৃহস্পতিবারেই ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারকে আদালতে রিপোর্টের মাধ্যমে সশরীরে হাজিরা দিতে হবে। জানাতে হবে, তদন্তের কোন পর্যায়ে তাদের মনে হল এই মামলায় ৩০৪ নয় ৩০২ অর্থাৎ সরাসরি খুনের দ্বারা যুক্ত করা প্রয়োজন।

বাড়িতেই চিকিৎসা করানোর অনুমতি দেওয়া হোক, আদালতে আবেদন পার্থর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অসুস্থ বলে জামিনের আবেদন হয়েছে বারবার। বিপক্ষ বলেছে, যাঁর জামিনের আবেদন করা হচ্ছে তিনি প্রাক্তন মন্ত্রী। হেভিওয়েট। জেল হেপাজতের বাইরে গেলেও সাক্ষ্য-প্রমাণ লোপাট করতে পারেন। আদালতে খারিজ হয়ে গিয়েছে প্রাক্তন শিক্ষা মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামিনের আবেদন।

তবে এবার দেড় বছর ধরে জামিন না পাওয়া পার্থর জন্য হাসপাতাল নয়, একেবারে বাড়ি বসে চিকিৎসার আবেদন করলেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী। শর্তসাপেক্ষে জামিন চাইলেন তিনি। বুধবার পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের আইনজীবী বলেন 'আমার মক্কেলের জয়েন্টে সমস্যা। হাই সুগার। কিডনির সমস্যা দীর্ঘদিনের। মেডিক্যাল বোর্ডের পরামর্শ ছিল নিয়মিত রক্তপরীক্ষা করার। গত ৯ মাসে রক্তপরীক্ষা হয়নি। জেলে চিকিৎসা হচ্ছে না। যেভাবে চিকিৎসা হওয়া দরকার, সেটা হচ্ছে না।' আইনজীবীর দাবি, দিনের পর দিন বিনা চিকিৎসায় রয়েছেন পার্থ। হেপাজতে রয়েছেন। তবে তদন্ত হচ্ছে না। প্রথম থেকেই তাঁর মক্কেল তদন্তে সহযোগিতা করেছেন। সাহায্য করেননি এরকম কোনও রিপোর্ট নেই। তাই তাঁকে জামিন দেওয়া হোক।

এখানেই না থেমে আইনজীবীর আদালতের কাছে আবেদন, তাঁর মক্কেলের বাড়ি নেতাজিনগর থানা এলাকায়। অর্থাৎ এই আদালতের এলাকার মধ্যেই পড়ে। তাই যে কোনও শর্তে জামিন দেওয়া হোক। এর পরই কার্যত আবদারের সুরে পার্থ বলেন, 'বাড়িতে বসেই চিকিৎসা করতে চাই।'

সম্পাদকীয়

পৃথিবীর বিপদ উষ্ণায়ন নিয়ে রাজনীতিকদের অনাগ্রহ কেন?

আজকের পৃথিবীর প্রবলতম বিপদ উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে রাজনীতিকদের প্রাতিষ্ঠানিক অনাগ্রহের দৃষ্টান্তমূলক ছবি ক্রমশ প্রকাশ পাচ্ছে। বিশ্ব উষ্ণায়নের বিপদ ঘাড়ের উপর এসে পড়লেও তার মোকাবিলা করতে রাজনীতি স্থবিরই থাকছে। আরও কিছু বিষয়ের মধ্যে উষ্ণায়নকেও লোকসভায় আলোচনার একটা বিষয় হিসাবে প্রস্তাব তৈরি করেছিল দু'টি জাতীয় রাজনৈতিক দল। তাতে জোটের অন্য এক দলের গোঁসা হয়। প্রতিক্রিয়ায় তড়িঘড়ি প্রস্তাবকরা পশ্চাৎপদ হন ও দুঃখপ্রকাশ করে বলেন যে, ওই প্রস্তাবটা নাকি ভুলক্রমে অনুমোদিত হয়েছিল। এ ভাবে প্রস্তাবটি বানচাল না হলে লোকসভায় আলোচনা এবং তার থেকে জলবায়ু সঙ্কট প্রতিরোধে জনচেতনা তৈরি ও অর্থবরাদ্দের দাবির এক কার্যকর সুযোগ আসতে পারত। এ বার লক্ষ করা যাক, ইতিহাসের কোন সময়ে দাঁড়িয়ে প্রস্তাবটিকে হত্যা করা হল। ক্রমবর্ধমান জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতে গত তিন বছরে সুন্দরবনে ১.৬০ লক্ষ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। এই অঞ্চলের প্রায় ১৫ লক্ষ মানুষ রুজি-রোজগার ও বাসস্থান হারিয়ে উদ্বাস্তু হয়ে গিয়েছেন। কেন্দ্রীয় আবহাওয়া বিভাগ 'হ্যাজার্ড অ্যাটলাস' প্রকাশ করে জানায়, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস, পশ্চিমবঙ্গের তিন জেলা বাদে সর্বত্র অতিবৃষ্টিজনিত বন্যা; এই হতে চলেছে এই রাজ্যের ভবিষ্যৎ চিত্র। শহর কলকাতার প্রতি দিন উৎপাদিত বিপুল পরিমাণ কঠিন বর্জ্যের মধ্যে সামান্য পরিমাণেরই প্রক্রিয়াকরণ হয় উদ্যোগ ও অর্থের অভাবে। বাকি চার হাজার টন থেকে দৈনিক উৎপাদিত মিথেন গ্যাস বাতাসে ঢুকছে। এই গ্যাস বিশ্ব-উষ্ণায়নের এক অতি শক্তিশালী ধ্বংসদূত। কৃষিক্ষেত্রে গ্রিনহাউস গ্যাস উদ্গিরণকারী ডিজেল থেকে মুক্ত করে সৌরবিদ্যুৎ দিয়ে পাম্প চালানোর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের ৪৮০০০ কোটি টাকার পিএম কুসুম যোজনা হয়েছে। কিন্তু তাকে দ্রুত সফল করার উদ্যোগে ঘাটতি থাকছে। অথচ, শুধু উষ্ণায়ন রোধ করাই নয়, গ্রামে প্রচুর কর্মসংস্থানের উপায় আছে এই প্রকল্পের রূপায়ণে। একে গতিময় করার লক্ষ্যে লোকসভায় আলোচনা করার সুযোগ ছিল। কিন্তু যুক্তি দেওয়া হল, উষ্ণায়ন অনেক দূরের সমস্যা। এমন উদাহরণ প্রচুর আছে, যা নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যাবে রাজনীতিকদের উপরোক্ত কাণ্ডটি কত অজ্ঞানতাপ্রসূত। ডোনাল্ড ট্রাম্প-ই শুধু কেন, 'এজ অব স্টুপিড'-এর রূপকার আমাদের চারিদিকে প্রচুর।

শাশ্বত কথা

জীব

তিনি জীবজন্তু সবই হয়েছেন বটে, তবে সংস্কার ও কর্ম-অনুসারে সকলে নিজ নিজ কর্মফল ভোগ করে। সূর্য এক - কিন্তু জায়গা ও বস্তুভেদে তার প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন রকমের। বাসনা থাকতে জীবের যাতায়াত ফুরোয় না, বাসনাতেই দেহ হতে দেহান্তর হয়। একটু সন্দেশ খাবার বাসনা থাকলেও পুনর্জন্ম হয়। তাই তো মঠে এত জিনিস আসে। বাসনাটি সূদ বীজ-- যেমন বিন্দুপরিমাণ বটবীজ হতে কালে প্রকাণ্ড বৃক্ষ হয়, তেমনই। বাসনা থাকলে পুনর্জন্ম হবেই, যেন এক খোল থেকে নিয়ে আর খোলে ঢুকিয়ে দিলে। একেবারে বাসনাশূন্য হয় দু-একটি। তবে বাসনায় দেহান্তর হলেও পূর্বজন্মের সুকৃতি থাকলে চৈতন্য একেবারে হারায় না।

— শ্রীশ্রী মা সারদা

জন্মদিন

আজকের দিন

প্রদীপকুমার

১৯২৫ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা প্রদীপকুমারের জন্মদিন।*
১৯৩১ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী ডেইজি ইরানির জন্মদিন।*
১৯৩১ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী নিরূপা রায়ের জন্মদিন।*

মফঃস্বল বইমেলার বৃত্তান্ত

নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায়

'... এই শহরটা যে কোনও দিন এক নিমেষে হারিয়ে যেতে পারে, জানো তো? মাটির তলায় ফাঁপা, ক্রমাগত কয়লা তুলতে তুলতে , বালি দিয়ে ভরাট করার নিয়ম, কিন্তু করবে কে... সবাই পুকুরচুরি করতে করতে...'

' রাজার দুধপুকুর হয়ে গেছে, তাই তো? হা হা হা! ...'

রানিগঞ্জ শহর দিয়ে যেতে যেতে, বইমেলার বিরাট ব্যানার চোখে পড়তেই অনেকদিন আগের কথাগুলো মনের মধ্যে জ্যান্ত হয়ে উঠলো। এবার মেলার উদ্বোধন চার তারিখ, চলবে দশই জানুয়ারি অবধি। জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগের মন্ত্রী মাননীয় মৌলানা সিদ্দীকুল্লাহ চৌধুরী উদ্বোধন করবেন, প্রধান অতিথি সুবোধ সরকার। সমস্ত উদ্দীপনা উল্লাস ও উদযাপনের আয়োজনের মধ্যেও, প্রায় দুই দশক আগে এই মেলায় সহসা উপস্থিত হয়ে, সহকর্মী বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে যে সব কথাবার্তা হয়েছিল, সেইসব মনে পড়তে থাকে। সবকিছুই তলিয়ে যাবে, হারিয়ে যাবে;এমন কথায় কেউ কেউ হা হা করে হেসে উঠতেই আরেকজন বললেন, হেসো না। মনে করো ব্যাপারটা যদি এই এখনই হয়? ধস নেমে যদি তলিয়ে যায় এইসব ঘরবাড়ি, দোকানপাট, রাস্তা...

'... তাহলে অসিতদা কাল নাস্তা করতে করতে, কাগজে খবরটা পড়ে ভাববেন, ভাগ্যিস অফিস থেকে আগে বেরিয়ে ওদের সঙ্গে রানিগঞ্জ বইমেলায় যাই নি!' ভাবা যায়, এই আলো, এমন লোকজনের কোলাহল, ওই রেলস্টেশন, বাসস্ট্যান্ড, কিছুই থাকবে না?

নিছক রানিগঞ্জ নয়। যে কোনও শহর মফঃস্বল গ্রামগঞ্জ, এমন কি কলকাতা ছোঁয়া আমাদের এইসব শহরতলির পাড়ায় পাড়ায়, কখনও কোনও ক্লাবের উদ্যোগে অথবা রাজনৈতিক অনুপ্রেরণায় যত বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়, সেইসব জায়গায় সহসা উপস্থিত হয়ে স্টলে স্টলে ছড়ানো ভূত , গোয়েন্দা , রহস্য গল্পের বইয়ের পাতা ওলটাতে ওলটাতে মনের ওই ছমছমে ভয়টা কাটাতে চেষ্টা করি। যেন কলকাতা বইমেলার ধুলো খাওয়া বইগুলোই এনে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। রান্নাবান্না, ধর্মকর্ম, বাসি হাসি, জীর্ণ উপন্যাস গল্প, অল্প কিছু দর্শক, ক্রেতা প্রায় নেই-ই! অনেক জায়গাতেই নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থাকে, জনসমাগম হয় তার টানে। কুইজ কিংবা বসে আঁক প্রতিযোগিতায় অভিভাবকদের সঙ্গে রবাহুত দর্শকও আসেন অনেক। সেই জনতার দশ শতাংশও যদি দুয়েকটা বই কিনতেন!

সেই সেবারের কথা ফের মনে পড়ে। মঞ্চে ভাষণ দিচ্ছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কলকাতাবাসী অধ্যাপিকা। ওই যারা তুফানে আসেন তুফানে যান এবং মাঝের সময়টা চায়ের পেয়ালায় তুফান তোলেন বলে একদা কথিত ছিল... সাহিত্যের নানান ধারা উপধারা নিয়ে ক্লাস লেকচারের মতন তাঁর ভাষণ। হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত কতিপয় প্রবীণ আর কিছু কুচোকাচা ছাড়া সামনে বসে নেই কেউ। মুখস্থ বক্তৃতা বলেই কয়লাকুঠি-শিল্পাঞ্চলের কথা নেই, বরং বাংলা সাহিত্যের কলকাতা কেন্দ্রিকতার কথাই আসছে ঘুরেফিরে। যে সময়ের কথা বলছি, সেই সময়ে সোশ্যাল মিডিয়ার এমন রমরমা ছিল না। কিন্তু সমস্ত কেন্দ্রিকতা অতিক্রম করে, প্রান্তিকতার কথা আজও কি সেইভাবে কেউ বলেন? লিটল ম্যাগাজিনের স্টলে বসে থাকা কিছু কিছু লোকজন, সেই দিন থেকে এই দিন অবধি, সর্বত্রই, কি অদ্ভুত নির্বিকার!

মনটা আবারও ছমছম করে ওঠে। যেন সত্যিই আমার কেউ নেই, কিছু নেই। ধসে পড়া খনিগর্ভের আঁধার কেমন, জানিনা; কিন্তু রাশি রাশি ধূলিধূসর ভূত-গোয়েন্দা ধর্মকর্ম রান্নাবান্নার বইয়ের মেলার মুণ্ডহীন ধড়ের নারীপুরুষ দর্শক, মঞ্চের কঙ্কাল, লাইট-মাইক তারের নাড়িভুঁড়ি, তৈলাক্ত কাটলেটের গন্ধ, কী ভয়াবহ যে লাগে! দেখি, সহচর দুজন, আমার ক্লান্তিহীন ঘাঁটাঘাঁটি দেখে, দেরি হয়ে যাচ্ছে বলেও ঘাঁটাতে ভরসা পাচ্ছে না। ক্রমে সন্ধ্যা ঘন হল। অদ্ভুত একরকম সাদা ধোঁওয়ায় ভরে গেছে চারিদিক। বন্ধুরা যাবে পূবে, আমি পশ্চিমে একা।

'— আজ কিন্তু অমাবস্যা,' কৌতুকের ছলে বলেন এক সহচর। সে আমার ভূত-চর্চা, প্রেত-প্রীতি প্রসঙ্গ জানে। পূর্ণিমা-অমাবস্যায় একা থাকতে নেই এমন ভূত-ভবিষ্যৎ ভাবনা মাথায় নিয়ে ঘোরাফেরাষকরা মানুষদের, এমনই এক সঙ্গী যেন বলেছিল একদিন। প্রসঙ্গ সামাজিক দিকে নিয়ে যেতে বলি, আসলে চারদিকে অনেক কাঁচা কয়লার ধোঁয়া তো... তাই এমন সাদা অন্ধকার ,

সেইদিন থেকে এইদিন, সামাজিক মানুষদের একা করে দেবার জন্যে কতরকম আয়োজন দিনে দিনে বেড়েই চলেছে, সকলেই দেখতে পাই। তাই হয়তো বাইরে এমন কোঁচার পত্তন, যাতে ভেতরকার ছুঁচোর কেত্তনের দিকে মন না যায়। মেতে থাকা, মাতিয়ে রাখার হাজারো উদযাপনের ভিড়ে একাকী মানুষ যাতে ভুলে যায় কে যেন কবে ক্ষুধার্ত মানুষকে বলেছিল, বই হাতে নাও। ওটা হাতিয়ার! ক্ষুধার ধরণ হয়তো পাল্টেছে ইদানীং। ভালো ভালো খাবার নিয়ে ধাওয়া করলেও বাচ্চারা অবধি বলে, খাবো না, খাবো না!

বেশি বেশি বইমেলা খারাপ, এমন বলছি না কিন্তু। না হয় ধুলো- খাওয়া ভূত- গোয়েন্দারাই পৌঁছে যাক আরও কিছু কিছু ঘরে। বাণিজ্য উজ্জীবিত হোক। তাসের দেশ নাটকের সেই কথাটা মনে রাখি, সাজতে সাজতেই নিশ্চয় একদিন রুচি দেখা দেবে। শূন্যগর্ভ দেশকাল অর্থনীতি, যেন সনগ্র অস্তিত্বটাই দাঁড়িয়ে রয়েছে ফাঁপা একটা ভূমিতে, এই ছমছমে অনুভূতি না হয় নিভৃতে আমাদের চিত্তে আগামী দিনের দুর্মর কোনও আশার, প্রবহমানতার দোলাচলে থাকুক একটু একটু!

সাইকেল

সুপ্রিয় গঙ্গোপাধ্যায়

শীতরোদের দুপুরে অযোধ্যা হিলটপের কালো পিচরাস্তায় কখনও সাইকেল চালিয়েছ? আদুরে পাহাড়টার মতো একটা প্রেমিকা যেন গা এলিয়ে শুয়ে সেখানে। যেন শুয়ে থাকা শরীরের মসৃণ কাঁখের মাঝখান দিয়ে শ্রীমান সাইকেল গড়িয়ে চলে সেখানে। সেই মখমলে রাস্তাকে আবার কখনো 'প্রেমিকার এলিয়ে থাকা কালো চুল' মনে হয় স্বয়ং সাইকেলেটার। রেশমি চুলে চিরুনি চালালে চিরুনির যেমন থামার নামগন্ধ থাকে না, তেমনই সাইকেলও বিরামহীন হয়ে ওঠে উতরাইয়ে এমন রাস্তা পেলে। তবে চড়াইয়ের রাস্তাটা আসলে সাইকেলটার গোপন পরকীয়া। ঝুঁকি আছে, অতিরিক্ত কসরতও আছে, চেনা ছক ভেঙে ফেলার আনন্দও আছে! এই সাইকেলে চড়লে পাহাড়ে যদিওবা নামে বসন্ত, সমতলে তা যেন চেনাছকের দাম্পত্য। স্ত্রীর নাভীর নিচে চিরচেনা বিউটি-স্পট 'ধূসর তিল'টার মতো রাস্তার সমস্ত বিবর চিনে বসা সাইকেলটা যেন তখন হন্যে হয়ে মরে, ক্লান্তির ধস নামে অতিচেনার প্লাবনে। বসন্ত পরিণত হয় ঘোর বর্ষায়। সাইকেলের বেলের প্রতিটা ক্রিং ক্রিং আওয়াজ বলে দিয়ে যায় 'সমতলের রাস্তার মতো চড়াই-উতরাইহীন জীবন বসন্তবিহীন।' সাইকেল! দু চাকার যেন এক আশ্চর্য সেন্টিমেন্ট। আশ্চর্য এক জীবন আলেখ্য এই সাইকেল! দুটো প্যাডেল, দুটো চাকা, দুটো হ্যাণ্ডেল, দুটো ব্রেক। কখনো প্যাডেলের উদ্যমী জীবন, কখনো চাকার গতিময় উচ্ছ্বাস, আবার কখনো হ্যাণ্ডেলের পোক্ত যৌথতা আর ব্রেকের প্রয়োজনে থামতে জানার বিদ্যা। সবটুকুকে ঘিরেই যেন সাইকেল এক চলমান জীবন। আশ্চর্য এক সম্পর্কের বুনটে বোনা! যে সম্পর্ক গতিময়; 'পারস্পরিকতা' যে সম্পর্কের মূলধন সেই সম্পর্কের বুননেই আবদ্ধ সাইকেলের চেন আর গিয়ার। চেনের প্রতিটি ভাঁজের মধ্যে মিশে যাওয়া গিয়ারের উলম্ব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শিৎকারে এগিয়ে চলা জীবনের আস্ত এক চলচিত্র এই সাইকেল।

ডান পা প্যাডেলে চাপ দিলে ঠিক যেভাবে বাম পায়ে অপর প্যাডেল এসে পৌঁছায়, আবার বাম পা সেই একই ভাবে ভর দিলে ডানপায়ে গিয়ে পৌঁছায় প্যাডেলখানি; আর এমনই ওঠাপড়ার খটাখট শব্দের ছন্দবদ্ধ ধ্বনি তুলে এগিয়ে চলে সম্পর্ক, জীবন, সাইকেল সবকিছুই। এই তাল-মিল, এই সংযোগ, এই মিলিত প্রয়াসের ম্যাজিক্যাল রসায়নেই আমরা এগিয়ে চলি প্রত্যেকে। আমাদের অনেকের কাছেই সম্পর্কের মানে এমনই। সাইকেলে প্যাডেল আর চেনের সাথে আটকে থাকা 'পিছনের চাকা'টি তার নিজস্ব গতি দিয়ে এগিয়ে চলে, চলতি পথে শোনা যায় চলমানতার অবিরাম তরঙ্গধ্বনি। কিন্তু অদ্ভুতভাবেই 'সামনের চাকা'টির নিজস্ব গতি নেই। না থাকলেই বা কী? তাকে ছাড়া যে পিছনের চাকা এগোতেই পারে না। এ যেন নর-নারীর জীবনচর্যার বই থেকে টুকে নেওয়া ফর্মুলার আশ্চর্য রূপায়ণ। পিছনের চাকা যেন নারী, আর সামনেরটা পুরুষ। পিছনের চাকাকে অনেকটা গর্ভিনী নারী'র মতই মনে হয়; যে ধারণক্ষম; প্রজন্মকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার গর্ভ, এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেন-গিয়ার যার শরীরেই লাগানো। আর সে যেন সামনের চাকার মেলবন্ধনে, পুরুষটির মেলবন্ধনেই চক্রাকার জীবনের পথে পাড়ি দেয়। আসলে জীবন মোটরবাইকের পেট্রোলের মতো বিলাসী মূল্যবান নয়, বরং সাইকেলের প্যাডেলের মতোই কর্মময়ের। যতক্ষণ প্যাডেল ততক্ষণ এগিয়ে চলা; যতক্ষণ জীবনীশক্তি ততক্ষণ বাঁচার উদ্যম। তেল শেষের বিলাসী ভয় বিন্দুমাত্র এতে নেই। তবে আছে শুধু চেন পড়ার ভয়, মানে ভুল বোঝাবুঝি। তাল-মিলের অভাবে সম্পর্কের চেন ঠিক যেভাবে পরে সম্পর্ককে অচল করে তোলে, ঠিক সেভাবেই চেন পরে গেলে থমকে দাঁড়ায় সাইকেল। ঘাড় নিচু করে প্যাডেলে উল্টো চাপ মেরে এক অনন্য কায়দায় সরগর করে নিতে হয় গুটিয়ে যাওয়া চেনের প্রতিটি ঘাটকে। যেমনটা সম্পর্কে আছে ভুল মানুষের সাথে হাত মিলিয়ে নষ্ট জীবনে আবর্তনের ভয়, সাইকেলের চাকাও ঠিক তাই। যেভাবে চাকা ভুল রাস্তায় পা মেলালে সাইকেলের টায়ার লিকের সম্ভবনা প্রতি প্যাডেলের স্টেপে, ঠিক সেভাবেই সম্পর্কে ভুল মানুষ নির্বাচনে নষ্টযাপনের সম্ভবনা প্রতিপদে বিপরীতে থাকা সঠিক মানুষটাই একটা আস্ত পথ। গোটা জীবন নিশ্চিন্তে পাড়ি দেওয়ার পথ। আমরা তো সাইকেলই, আস্ত একটা সাইকেল আমরা। কেউ ব্যস্ত খুঁজতে জীবনের পথ। কেউ পথ পেয়ে গন্তব্যানুসারী। কেউবা পথ পেয়েও পথহারা পথিক। চলতে চলতে প্রয়োজন মোড় ফেরা, বাঁক নেবার, ডানে কিংবা বাঁয়ে, সামনে কিংবা পিছনেখ হাত ছুঁয়ে থাকে আলতো কিংবা কঠিন মুঠোয় ব্রেক; কষার প্রয়োজনে। সাইকেল চলে... আমরা চলি... নতুন পথের সন্ধানে...

১ জানুয়ারি বিদেশিদের কাছে থেকে পাওয়া একটা উপহার

সুবল সরদার

পুজো কার্নিভাল থেকে গঙ্গা সাগর, বড়দিন থেকে ফার্স্ট জানুয়ারি বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য,ঐক্যের মধ্যে বিচিত্র স্বাদের মিলন মেলা বলা যায়। পুরাতন বছর শেষ হয়ে যায়। এক এক করে বছরের সঙ্গে সব অনুষ্ঠানও শেষ হয়। নতুন বছর আসে নতুন স্বপ্ন নিয়ে। নতুন বছর আসে অনেক প্রত্যাশা নিয়ে সওদা ফেরি করতে। স্বপ্ন দেখে মন।

নতুন বছর শুরু হবে ২০২৪ এর ফার্স্ট জানুয়ারি থেকে রাতের বর্ষ পালনের মধ্যে দিয়ে। নতুন করে পথ চলা শুরু হবে। অতীতকে অতিক্রম করে সামনের দিকে পথ চলা শুরু হবে।

হিসেবে পেয়েছি ফার্ষ্ট জানুয়ারি। ভালোবাসার কুকুরের গলায় চেইন বাঁধার কালো দাগের মতো এই কালো দাগ হচ্ছে ফার্স্ট জানুয়ারি। মৃত্যু পর্যন্ত দাসত্বের এই কালো দাগ বহন করে যায় বাঙালি বাবুরা।

বর্ষ পালনের স্বপ্ন নিয়ে আমার প্রিয়া বিউটি বলল - আমাকে নিয়ে একটা কবিতা লেখ তবে নিজেকে মেলাবো তোমার সঙ্গে। আনন্দে আত্মহারা হয়ে ডানা মেলে আকাশে উড়ে যাই মিশরে। মিশর থেকে একটা নীল পদ্ম জোগাড় করে এনে কবিতা লিখি। ওইদিন কবিতার সঙ্গে নীলপদ্ম উপহার দেবো আমার প্রিয়াকে। এমন স্বপ্নে আমার চোখ বিভোর হয়ে ওঠে। স্বপ্ন শুধু স্বপ্নের জন্ম দেয়। ভাবি এ স্বপ্ন অধরা থেকে যাবে না তো? এ বঙ্গে থেকে কারা যেন গল্প, উপন্যাস ,কবিতা সব চুরি করে নিয়ে গেছে। তাই কবির ব্যর্থ স্বপ্ন দেখা। ব্যর্থ প্রেমিকরা স্বপ্ন দেখা বন্ধ করে হতাশায়। তাই তার প্রিয়াকে বলতে পারে না চাকরিটা পেয়ে গেছি, বেলা । বলতে পারে না এবার সে তাকে বিয়ে করবে। তাই নতুন বছর একটা বড় প্রহসন। মিথ্যা স্বপ্নের বেসাতি,স্বপ্নের ফানুস ছাড়া আর কিছু নয়। এখন ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী ক্ষুধার্থ।

দেশে -দেশে যুদ্ধ, মারণাস্ত্র,রক্ত প্রবাহ, চোখের জল পড়া অনেক দেখেছে এ বঙ্গ। রাজ্য- দেশ, রাজ্য -রাজনীতি টলমল,কর্মহারা শ্রমিক, চাকরি প্রার্থীদের হাহাকার , বেকার যুব সমাজ ,দুর্গার কান্না রাতে অন্ধকারে শোনা যায়? এ রাজ্য কেশব নাগের সেই পিতা -পুত্রের অঙ্কের মতো মেলানো খুব কঠিন। পিতার বয়স বেশি না পুত্রের বয়স বেশি? এখানে শুধু পিতার থেকে পুত্রের বয়স বেশি হয়ে যায়। বয়স বেড়ে যায়। তাই চাকরি মেলে না। নতুন বছরের স্বপ্ন পূরণ অধরা থেকে যায়।

তবুও আমরা বর্ষ পালনের আনন্দে উদ্দেশ্যহীনভাবে রাতের রাস্তায় এলোমেলো হেঁটে ভীড় জমাবো। এর নাম বর্ষ পালন, 'আনন্দ নেবে শুধু লুটি লুটি।' বাহ! বিদেশিদের বর্ষ পালন। বৈচিত্রের মধ্যে স্বাদ একেই বলে! বিদেশিদের কাছ থেকে কলোনি কালচারের মতো উপহার

পূর্ণিমার চাঁদ একখানা ঝলসানো রুটি বলে তার কাছে মনে হয়। নতুন বছর একটা প্রত্যাশার জন্ম দিতে পারে কিন্তু প্রত্যাশা পূরণে সে ব্যর্থ। এখানে প্রেম নেই, ভালোবাসা নেই, স্বপ্ন নেই,কর্ম নেই, শুধু নেই নেই ছাড়া আর কিছু নেই। শুধু হতাশা আর অন্ধকারে ভরা আমাদের এই বঙ্গ। তাই নতুন বছর নতুন করে দুঃখ বহন করে আনে। তাই নিয়ে কেন এতো হুজুগকে বর্ষ পালন? স্বপ্ন দেখি বলে বাঁচি। তাই হয়তো নতুন বছরের স্বপ্নের বালিশ মাথায় দিয়ে ঘুমাবো স্বপ্ন দেখতে দেখতে।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

প্রশাসনের নাকের ডগায় মাটি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্যের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বিষ্ণুপুরে মাটি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্যের অভিযোগ। অভিযোগ, প্রশাসনের কার্যত নাকের ডগায় ভোর থেকে দিনের আলো ফোটা পর্যন্ত রমরমিয়ে চলছে মাটি পাচার। সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের দেখতেই ঝুড়ি, কোদাল, গাঁইতি ফেলে দৌড় দিলেন মাটি কাটার কাজে যুক্ত শ্রমিকরা। বিজেপির অভিযোগ, শাসকদলের নেতাদের যোগসাজশেই চলছে এই অসাধু কারবার। অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস তৃণমূলের।

বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের ঐতিহাসিক দিঘি লালবাঁধ সংলগ্ন এলাকায় রয়েছে বেশ কিছু রায়তি জমি। অভিযোগ, সেই জমিতেই ইদানিং থাবা বসিয়েছে মাটি মাফিয়ারা। স্থানীয়দের দাবি, গত দশ থেকে বারো দিন ধরে ভোর থেকে দিনের আলো ফোটা পর্যন্ত একে একে ট্রাক্টর এসে দাঁড়াচ্ছে ওই জমিগুলিতে। একশ্রেণির অসাধু মাটি মাফিয়ার মদতে বেশ কিছু শ্রমিক জমি থেকে মোরাম মেশানো মাটি ট্রাক্টরে বোঝাই করছেন। সেই দিনের আলো ফোটার আগেই ট্রাক্টর ছুটে যাচ্ছে বিষ্ণুপুরের বিভিন্ন এলাকায়।

জমির মালিক ঘটনার কথা জানেন না তেমনটা নয়। একাধিকবার তিনি তা আটকানোর চেষ্টাও করেছেন। কিন্তু দিনে দিনে যে ভাবে দৌরাত্ম্য বেড়েছে, তাতে নিরুপায় জমির মালিকও। এলাকায় মাটি কাটার কোনও বৈধ অনুমতি বা নথিপত্র নেই বলেই জানা গিয়েছে। প্রশাসনের নাকের ডগায় কী ভাবে দিনের পর দিন এভাবে কোনও রকম বৈধ নথি ছাড়াই মাটির কারবার চলছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন এলাকাবাসী।

বিজেপির দাবি, এই মাটির কারবারের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে শাসকদলের নেতৃত্বের একাংশ। তাঁদের মদতেই এভাবে মাটির অবৈধ কারবার গেড়ে বসছে লালবাঁধ সংলগ্ন এলাকায়। বিজেপির অভিযোগ মানতে চায়নি তৃণমূল। তৃণমূলের দাবি, বিজেপির অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কেউ মাটির অবৈধ কারবারে যুক্ত থাকলে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্রস্তাবিত সিল্ক হাবের জমি মাপজোক, ক্ষোভের মুখে সরকারি আধিকারিকরা

বনস্পতি দে ● শ্রীরামপুর

শ্রীরামপুরে তৈরি হবে সিল্ক হাব জমির মাপজোক করতে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে আধিকারিকরা জোর করে জমি অধিগ্রহণ হবে না বলে আশ্বাস কাউন্সিলরদের। পুনর্বাসনের দাবিতে বিক্ষোভ কৃষকদের সিল্ক হাবে আপত্তি নেই, তবে তাঁদের প্রাপ্য দিতে হবে, দাবি কৃষকদের। যার জেরে, শ্রীরামপুরে প্রস্তাবিত সিল্ক হাবের জমি মাপজোক করতে এসে ক্ষোভের মুখে পড়লেন আধিকারিকরা। তবে কোনও কৃষককে বঞ্চিত করা হবে না বলে আশ্বাস স্থানীয় কাউন্সিলরদের। শ্রীরামপুর পুরসভার ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের প্রভাস নগরে সিল্ক হাব হবে বলে ২০১৬ সালে ঘোষণা করেছিলেন মুখ ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু জমিজটে সেই সিল্ক হাব তৈরির কাজ থমকে ছিল এতদিন। কয়েকদিন আগে সেখানে নিচু জমি ভরাট করতে মাটি ফেলা শুরু হয়েছে। প্রায় কুড়ি একর জমির ওপর গড়ে উঠবে সিল্ক হাব।

বুধবার সকালে প্রস্তাবিত সিল্ক হাবের জায়গা মাপজোক করতে যান এসডিএলআরও দপ্তরের কর্মীরা, ছিলেন শ্রীরামপুর পুরসভার কাউন্সিলররাও। সেই সময় তাঁরা কৃষকদের বাধার মুখে পড়েন। সরকারি আধিকারিকদের ঘিরে ধরে তাঁদের দাবি জানাতে থাকেন কৃষকরা। তাঁদের আরও দাবি, বহুদিন ধরে এই জমিতে চাষ করে আসছেন। এই জমিতে সিল্ক হাব হলে তাঁদের কোনও অসুবিধা নেই। কিন্তু তাঁদের পুনর্বাসন দিয়ে যা হওয়ার হোক। যদিও প্রশাসনের দাবি, সরকারি কিছু খাস জমি পড়ে রয়েছে, সেখানেই মুখ্যমন্ত্রী সিল্ক হাব করার কথা বলেছিলেন। এর মধ্যে দিয়ে শ্রীরামপুর ও বৈদ্যবাটির সিল্ক প্রিন্টিংকে এক ছাতার তলায় আনা হবে। এর ফলে অনেক মানুষের কর্মসংস্থানও হবে।

এই বিষয়ে এক কৃষক বলেন, 'সিল্ক হাব হলে আপত্তি নেই। কিন্তু এই জমি আমরা ৪০-৫০ বছর চাষ করি। সরকারি খাস জমি বলছে, সেটা কী করে হয়? আর খাস জমি যদি হয়, তা হলে সেই জমিতে আবাসের ঘর কী করে হয়? আমরা চাই সিল্ক হাব হোক, কিন্তু আমাদের পুনর্বাসন দিয়ে।' এদিকে পুরভার কাউন্সিলর সন্তোষ সিং, পিন্টু নাগরা বলেন, 'সরকারি খাস জমিতে সিল্ক হাব তৈরি হবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার কৃষক দরদি। কোনও কৃষককে বঞ্চিত করা হবে না। আমরা বলেছি জমির কাগজ যদি কিছু থাকে তা নিয়ে আসুন, পুরসভায় দেখান। মুখের কথায় হবে না। যদি কাগজ থাকে কাজ বন্ধ থাকবে। আর কাজ না থাকলে প্রশাসন নিজের মতো করে ব্যবস্থা নেবে।'

প্রসঙ্গত, এই হুগলির সিঙ্গুরই একসময় জমি আন্দোলনে উত্তাল হয়ে ওঠে। তবে ক্ষমতায় আসার পর, সরকার জোর করে কোনও জমি নেবে না বলে প্রথম দিন থেকেই নিজের অবস্থান স্পষ্ট দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, পূর্বের মূল দান দলিল নং ২৬৯৩-২০০১ সালের যথাযথভাবে রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর ডোমজুড়, সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির সকল অংশ অবস্থিত মৌজা- কাঁতলিয়া, আরএস দাগ নং ১২৪১ এবং এলআর দাগ নং ১২৭১, সিএস খতিয়ান নং ২২৫ এবং আরএস খতিয়ান নং ১২৬৯, এবং এলআর খতিয়ান নং ৩২৪১, জেএল নং ৫০, মাকড়দহ ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা- ডোমজুড়, এডিএসআর ডোমজুড় এবং ডিএসআর হাওড়া, জেলা-হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ আমার মক্কেল (শ্রীসমীর প্যাটেল) এর হেফাজত থেকে সাধারণ কাজের সময়ে হারিয়ে গিয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ডোমজুড় থানায় জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য জিডি এন্ট্রি নং ১১৬ তারিখ ০২.০১.২০২৪ দায়ের করেছেন।

কোনও ব্যক্তি উক্ত দলিল পেয়ে থাকলে বা কোনও তথ্য জ্ঞাত থাকলে অনুগ্রহ করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে এবং পরবর্তীতে কোনও দাবি গ্রাহ্য হবে না।

তারিখ : ০৩.০১.২০২৪ আপনার বিশ্বস্ত
সৌম্য রায় অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস
নর্থ উইং, ৫ম তল
৭ রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা- ৭০০০০১
ফোন নং : ০৩৩-৪০০৭ ২৬২৩
ই-মেল : shoumyaroy.shaw@yahoo.com

FORM NO. URC-2
Advertisement giving notice about registration under Part I of Chapter XXI of the Act
[Pursuant to section 374(b) of the Companies Act, 2013 and rule 4(1) of the Companies (Authorised to Register) Rules, 2014]

1. Notice is hereby given that in pursuance of sub-section (2) of section 366 of the Companies Act, 2013, an application is proposed to be made after fifteen days hereof but before the expiry of thirty days hereinafter to the Registrar at Kolkata that Ganesh International, a Partnership Firm may be registered under Part I of Chapter XXI of the Companies Act 2013, as a company limited by shares.
2. The Principal objects of the company are as follows:
To carry on the business as Government Contractors, EPC in power, BOP, Roads, civil, water and infrastructure for public transport and utilities, Government Suppliers, Trading in Iron & Steel, Hardware Items and General Other Supplier or any other items as the partners may mutually agree.
3. A copy of the draft memorandum and articles of association of the proposed company may be inspected at the office at Ground Floor, HA-153 Sector III, Salt Lake City Kolkata - 700097, West Bengal.
4. Notice is hereby given that any person objecting to this application may communicate their objection in writing to the Registrar at Central Registration Centre (CRC), Indian Institute of Corporate Affairs (IICA), Plot No. 6,7,8, Sector 5, IMT Manesar, District Gurgaon (Haryana) Pin Code-122050, within twenty-one days from the date of publication of this notice, with a copy to the company at its registered office.

Name(s) of Applicant
1 Vibhor Agrawal
2 Rachita Agrawal

Dated this 02nd January 2024

Website : ganeshinfra.com, Phone : 91 33 4604 1068

দুয়ারে সরকার নিয়ে বৃদ্ধাশ্রমে এসডিও

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: স্বজন হারাদের জন্য বৃদ্ধাশ্রমে দুয়ারে সরকার প্রকল্প নিয়ে হাজির স্বয়ং বসিরহাট মহকুমা শাসক আশিস কুমার। নিজের উদ্যোগে একাধিক প্রকল্পের শংসাপত্র হাতে হাতে প্রদান করলেন এসডিও। রাজ্যের মুখ ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহকুমাশাসকে ধন্যবাদ জানালেন অসহায় বৃদ্ধারা। মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের উদ্যোগ দুয়ারে সরকারের ক্যাম্প চলছে। অষ্টম তম সংযোজনের কাজ চলছে সারা বাংলা জুড়ে। তারই মহান এই পরিকল্পনার বাস্তবিক রূপায়নে সদা প্রস্তুত সরকারি আধিকারিক সহ অন্যান্যরা। তারই এক সফলতম উদ্যোগের নিদর্শনের দেখা মিলল বসিরহাটে। বসিরহাটের মহকুমা শাসক আশিস কুমার খবর পান বসিরহাটের আপন আলয় বৃদ্ধাশ্রমে ৮ জন বিধবা মহিলা থাকেন, তারা সরকারি পরিষেবা থেকে বঞ্চিত। তিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিয়ে বৃদ্ধাদের দুয়ারে পৌঁছে যান। তিনি নিজে, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট চিত্তজিত বসু সহ আরও অনেকে উপস্থিত হয়ে সরাসরি তাদেরকে স্বাস্থ্যসাথী, বিধবাভাতা, খাদ্যসাথী ও অন্যান্য দুয়ারে সরকারের পরিষেবা প্রদান করেন। সরকারি পরিষেবা পেয়ে ভীষণভাবে পরিতৃপ্ত হন বিধবা মায়েরা। শুধু সরকারি পরিষেবা প্রদান করাই নয় শীতের কম্বল, ফল, মিষ্টি এমনকি পেমপার্স পর্যন্ত ব্যক্তিগতভাবে মহকুমাশাসক প্রদান করেন অসহায় বিধবা মায়েদের। বসিরহাট মহকুমা শাসকের দুয়ারে সরকারের এই ভাবনাকে সাধুবাদ জানায় বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিক, কর্তৃপক্ষ সহ বসিরহাট পুরসভার চেয়ারম্যান অদিতি মিত্র রায়চৌধুরী।

সারদার ১৭১তম জন্মতিথিতে জয়রামবাটিতে ভক্তদের ঢল

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: মা সারদার ১৭১তম জন্মতিথি উপলক্ষে সকাল থেকেই জমজমাট মা সারদার জন্মভূমি বাঁকুড়ার জয়রামবাটি। বুধবার ভোর থেকে বিভিন্ন উপাচারের মধ্যে দিয়ে জয়রামবাটি মাতৃমন্দিরে শুরু হয় মা সারদার জন্মতিথি উদযাপন। এদিন

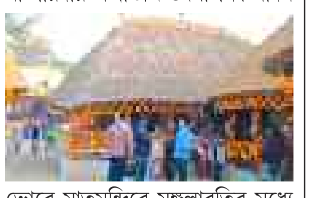

ভোরে মাতৃমন্দিরে মঙ্গলারতির মধ্যে দিয়ে সেই উৎসবের সূচনা করেন ভক্ত সন্ন্যাসীরা। এরপর বেদমন্ত্র পাঠ, স্তবগান ও মায়ের বিশেষ পুজো হয়। সকালে স্থানীয় ও পুণ্যার্থীদের সঙ্গে নিয়ে জয়রামবাটি মাতৃমন্দির থেকে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা জয়রামবাটি গ্রাম প্রদক্ষিণ করে। এছাড়াও দিনভর ভক্তিগীতি, সানাই বাদন, মাতৃ সঙ্গীত ও বিশেষ পুজোপাঠের আয়োজন রয়েছে মাতৃমন্দিরে। বিশেষ এই দিনে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অসংখ্য পুণ্যার্থী ভিড় জমিয়েছেন মা সারদার পবিত্র জন্মভূমি জয়রামবাটিতে।

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

অস্থাবর দ্রব্যাদি অপসারণের নোটিশ

ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা : শ্রী অঞ্জন কুমার দাস এবং শ্রীমতি মৌমিতা দাস

শ্রী অঞ্জন কুমার দাস এবং শ্রীমতি মৌমিতা দাস কর্তৃক সম্পত্তি বন্ধকীর মাধ্যমে গৃহীত ঋণ এর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি মাননীয় এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা কর্তৃক এর নির্দেশ জারি বলে মাননীয় জেলা শাসক উল্লেখ্য মেমো নং ১৭৩৪/সারফেসি তারিখ ০৮.০৮.২০২৩ স্বত্ব দখল করেছেন এবং পরবর্তীতে ২৭.০৯.২০২৩ তারিখে নিয়ম মোতাবেক সম্পত্তি সুরক্ষিত করেছেন।

স্বত্ব দখলের পর সংশ্লিষ্ট অস্থাবর দ্রব্যের তালিকা যথাক্রমে ২৮.০৯.২০২৩ এবং ০৫.১২.২০২৩ তারিখে ঋণগ্রহীতাকে পাঠানো হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের প্রতি পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে এই নোটিশ **শেষ এবং চূড়ান্ত সতর্কতা** হিসেবে বিবেচনা করে, সংশ্লিষ্ট অস্থাবর দ্রব্যাদি তালিকা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রেমিসেস থেকে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের **০৭ দিনের মধ্যে** অপসারণ করার অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় **ব্যর্থ হলে ব্যাঙ্ক উক্ত দখলাকৃত/তালিকাভুক্ত দ্রব্যাদি** বিক্রি করতে বাধ্য হবে আপনাদের ঝুঁকি, মূল্য, ব্যয় এবং পরবর্তী অবস্থা হিসেবে, এবং সংশ্লিষ্ট দ্রব্যাদি/সুরক্ষা, এবং ব্যাঙ্কের নিকট বকেয়া, চার্জ ইত্যাদি সহ বিক্রির ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক কোনও ধরনের দায়িত্ব গ্রহণ করবে না এবং পরবর্তীতে কোনও দাবি গ্রাহ্য করবে না।

বন্ধকদত্ত সম্পত্তি অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৪৯৯, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সরণি, কেএমসি ওয়ার্ড নং ৮৬, থানা- লেক (বর্তমানে রবীন্দ্র সরোবর), ফ্ল্যাট নং ২০২, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০০২৯ পুনরায় নিলামে বিক্রির জন্য তোলা হবে এবং সফল নিলামের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট সফল ক্রেতার নিকট সংশ্লিষ্ট যথা সময়ে বন্ধকদত্ত সম্পত্তি হস্তান্তর করবে। ফলে সংশ্লিষ্ট পক্ষকে সহযোগিতা এবং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে যথাশীঘ্র সম্ভম উল্লিখিত তালিকাভুক্ত দ্রব্যাদি অপসারণের অনুরোধ করা হচ্ছে।

অনুমোদিত অফিসার,
তারিখ : ০৪.০১.২০২৪ মোবাইল নং ৮০০১২০৭৮১১/৯৬৭৪৭১৯৬৮৪

OFFICE OF THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER
Haldia Development Authority
(ISO 9001:2015 Certified)
(A Statutory Authority under Govt. of West Bengal)
City Centre, P.O. Debhog, Haldia-721657, Dist: Purba Medinipur
Ph.: (03224) 255926, e-mail : ceo.hda@gmail.com, Web.: www.hda.gov.in , Toll Free No. 1800-345-3224

No. 2055/HDA/IX-95(P-2) **Date: 14.12.2023**

Gazette Notification

NOTIFICATION The Land Use and Development Control Plan (LUDCP) for the Old Haldia Planning Area under Haldia Development Authority Area published and notified in the **Official Gazette dated 29.08.2014** under **notification No. 1145/ HDA/ IX-95 dated 28.08.2014** is required to be 'amended' under section 40 of the West Bengal Town and Country (Planning and Development) Act, 1979 for: Change of Proposed Land Use of Mouza Champi J.L No 106, Alichak J.L No 128 and Anandachak / Krishanachak J.L. No 129 for Old Haldia Planning Area. Proposed Land use of 67 plots in Mouza Champi J.L. No 106 having proposed land use as Industrial is interchanged with proposed land use of 64 plots Mouza Alichak J.L. No 128 and 40 plots of Anandachak / Krishanachak J.L. No 129 having proposed land use as Transport Terminal. As below:

Sl.No	Mouza	J.L NO.	Plots No.	Total Plots.	Old Proposed Land Use	Amended Proposed Land Use
1.	Champi	106	7,20,21to26,29,40,67to69,69, 70,72to87,89,90to92,94to113 ,116,370,371,429,430,590,59 1,610,612,613,614,616, 618	67	Industrial	Transport Terminal
2.	Alichak	128	207 to 213,221,222,225,234, 235 to 265,321,322,328,364 to 367,369,370 to 372,375, 386 to 388,394,403 to 406, 421, 422	64	Transport Terminal	Industrial
3.	Anandachak/ Krishanachak	129	24,27,28,29,30 to 55,134,136, 89,92,93,95,96,97,100,187	40	Transport Terminal	Industrial

The proposed amendments of the said document have been duly directed to be processed as per provisions under section 40 of the West Bengal Town and Country (Planning and Development) Act, 1979 by Urban Development and Municipal Affairs Department, Government of West Bengal. As per sub-section (1) of section 36 of the West Bengal Town and Country (Planning and Development) Act, 1979, the proposed amendment is hereby notified in the 'Official Gazette'. Copy of the aforesaid amended LUDCP can be inspected in the following offices (on working days between 11.30a.m. and 4.00p.m.) and Official website of HDA.

Office of the Chief Executive Officer, Haldia Development Authority, Haldia Unnayan Bhawan, City Centre, Debhog, Haldia, Dist. Purba Medinipur-721 657.

Objection in writing under sub-section (1) of section 36 of the West Bengal Town and Country (Planning and Development) Act, 1979, with regard to the said proposed amendments may be sent within 60 days of publication of this notice to: - Office of the Chief Executive Officer, Haldia Development Authority, Haldia Unnayan Bhawan, City Centre, Debhog, Haldia, Dist. Purba Medinipur-721 657.

Sd/-
(Sudhir Kontham, I.A.S.)
Chief Executive Officer
Dated: Haldia, the 14th day of December, 2023 **Haldia Development Authority**

SBI
এসবিআই তারকেশ্বর এগ্রিকালচার কমার্শিয়াল ব্রাঞ্চ (০১৮৬৫)
চাউলপট্টি, পো. তারকেশ্বর, থানা - হুগলি-৭১২৪১০
ইমেল - sbi.01865@sbi.co.in

পরিশিষ্ট IV { রুল-৮(১)}
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, তারকেশ্বর শাখার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের (২০০২ এর অ্যাক্ট ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের **রুল ৩** সংস্থান অধীনে **২৭.০৭.২০২১** তারিখে ঋণগ্রহীতা **১) শ্রীমতি বীণাপানি মুখার্জি স্বামী শ্রী অজিত মুখার্জি ২) শ্রী অমিত কুমার মুখার্জি** উভয়ের ঠিকানা ১০, বাজিতপুর চৌমাথা, পো. এবং থানা - তারকেশ্বর, জেলা হুগলি, পিন - ৭১২৪১০ এবং **জামিনদাতা শ্রী অজিত মুখার্জি** পিতা প্রয়াত সত্যেন্দ্র নাথ মুখার্জি ঠিকানা ১০, বাজিতপুর চৌমাথা, পো. এবং থানা - তারকেশ্বর, জেলা হুগলি, পিন - ৭১২৪১০ কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১৩,১৬,৮৬৮.০০ টাকা (তেরো লাখ যোলো হাজার আটশ আটষট্টি টাকা) টাকা ২৭.০৭.২০২১ অনুযায়ী ২৮.০৭.২০২১ থেকে পুঞ্জীভূত সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে শোধ করার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা এবং/বা জামিনদাতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) ধারা এবং উক্ত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **২ জানুয়ারি ২০২৪** তারিখে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সর্বসাধারণের প্রতি সামগ্রিকভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,** নিকট বকেয়া **১৩,১৬,৮৬৮.০০ টাকা (তেরো লাখ যোলো হাজার আটশ আটষট্টি টাকা) টাকা ২৭.০৭.২০২১ অনুযায়ী ২৮.০৭.২০২১ থেকে পুঞ্জীভূত সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি** এবং পরবর্তী সুদ সহ।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

স্বত্বাধিকারী : শ্রীমতি বীণাপানি মুখার্জি স্বামী শ্রী অজিত মুখার্জি, গ্রাম - বিজিতপুর চৌমাথা, পো এবং থানা- তারকেশ্বর, জেলা- হুগলি, পিন- ৭১২৪১০

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি সম্পত্তি পরিমাণ আনুমানিক এরিয়া ০.০৮ ১/২ একর- ০.১৮ একর এবং ০.৩৭ একর থেকে যোলো আনা অংশীদার, শ্রেণি শালি থেকে বাস্তু। তিনতলা পাকা বসবাসের তথা বাণিজ্যিক ভবন অবস্থিত মৌজা-বাজিতপুর, হোল্ডিং নং -১০, জেএল নং ২৮, এলআর খতিয়ান নং ২৭০ (কৃষি) পরবর্তীতে এলআর খতিয়ান নং ১১৫৯, আরএস প্লট নং ২৮২/৭৯৯ (অংশ), অর্থাৎ এলআর প্লট নং ৩৮৭, তারকেশ্বর পুরসভা অধীন, দলিল নং ১-৫৫০-০৫.০২.১৯৮২, তারকেশ্বর, থানা-তারকেশ্বর, জেলা-হুগলি, পিন- ৭১২৪১০।

দ্রষ্টব্য - ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(৪) অধীনে ২৬.০৪.২০২২ তারিখে জারি করা আমাদের পূর্ববর্তী দখল নোটিশ বাতিল এবং/বা প্রত্যাহার করা হচ্ছে, আমাদের অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনও বাধ্যবাধকতা ব্যতীতই সংশ্লিষ্ট আইনের সংস্থান এবং রুলসের অধীনে নোটিশ ইস্যু করা হয়েছে।

তারিখ - ০২.০১.২০২৪, স্থান - তারকেশ্বর, হুগলি অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ত্রিপুরারি প্রপার্টিজ প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্থ)
CIN : U70109WB2008PTC125328
লিকুইডেটরের ঠিকানা : অন্নপূর্ণা অ্যাপার্টমেন্টস, ফ্ল্যাট ১এ, ১২এ, সুহাসিনি গাঙ্গুলি সরণি, কলকাতা - ৭০০০২৫
যোগাযোগ : +৯০০৭২০৫১৪৫, ইমেল : rashmi.chhawchharia@gmail.com/cirp.tripurari@gmail.com

২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড অধীনে বিক্রয় নোটিশ

কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস : ৪, ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ সরণি, ৪র্থ তল, রুম নং ৩০৩, কলকাতা - ৭০০০০১, পব
লিকুইডেটরের ঠিকানা : অন্নপূর্ণা অ্যাপার্টমেন্টস, ফ্ল্যাট ১এ, ১২এ, সুহাসিনি গাঙ্গুলি সরণি, কলকাতা - ৭০০০২৫, পশ্চিমবঙ্গ

কোম্পানি, **ত্রিপুরারি প্রপার্টিজ প্রাইভেট লিমিটেড** (দেউলিয়াগ্রস্ত) ("কোম্পানি") বিক্রির বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশের আমন্ত্রণের জন্য সাধারণভাবে জনসাধারণকে ই-নিলামের মাধ্যমে চালু সংস্থা হিসাবে বিক্রি করার জন্য এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হল, লিকুইডেটর (মাননীয় এনসিএলটি, কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক ২০ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখের আদেশের মাধ্যমে নিযুক্ত।
কোম্পানিটিকে রেগুলেশন ৩২(ই) এবং (এফ), রেগুলেশন ৩২এ এবং রেগুলেশন ৩৩-এর সাব-রেগুলেশন (১) এবং ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়ার শিডিউল ১ অনুসারে একটি চলমান উদ্যোগ হিসাবে বিক্রি করার প্রস্তাব করা হয়েছে (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনস, ২০১৬ ই-অকশন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে "**যেখানে যেমন আছে, যা আছে, যেমন আছে, এবং কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত**" উল্লিখিত প্রস্তাবটি কোনো ধরনের ওয়ারেন্টি এবং ক্ষতিপূরণ ছাড়াই।

ক্রম নং	সম্পদের বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি	ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য
ক	**কর্পোরেট ডেটর চালু সংস্থা হিসেবে (দায় ব্যতীত এবং নগদ এবং ব্যাঙ্ক আমানত ব্যতীত)** ২০১৬ সালের আইবিবিআই লিকুইডেশন প্রসেস রেগুলেশনসের (সংশোধিত ১৬.০৯.২০২২ পর্যন্ত) রেগুলেশন ৩২(ই) অনুযায়ী			
	ত্রিপুরারি প্রপার্টিজ প্রাইভেট লিমিটেড বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন কোম্পানি চালু সংস্থা হিসেবে (দায় ব্যতীত এবং নগদ এবং ব্যাঙ্ক আমানত ব্যতীত) 'যেখানে যে অবস্থায় আছে, যেখানে যা আছে, যেখানে যেমন অবস্থায় আছে এবং পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত'	৬৪,৫৬,৪০১.০০ টাকা (চৌষট্টি লাখ ছাপান্ন হাজার চারশ এক টাকা)	৬৪৫,৬৪০.০০ টাকা (ছয় লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার ছশো চল্লিশ টাকা)	১ লাখ টাকা (এক লাখ টাকা)

নিলাম প্রক্রিয়ার দ্রষ্টব্য :
১. **নিলামের তারিখ এবং সময় ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ** : ০৩.০২.২০২৪ দুপুর ১২টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত
২. **আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান দাখিলের শেষ তারিখ** : ১৮.০১.২০২৪
৩. **নিলাম প্রক্রিয়াধীন সম্পদের পর্যবেক্ষণের শেষ তারিখ** : ৩০.০১.২০২৪
৪. **ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ** : ০১.০২.২০২৪ বিকেল ৫টার মধ্যে
৫. **ই-নিলামের তারিখ এবং সময়** : ০৩.০২.২০২৪ উল্লিখিত বিস্তারিত মতে
৬. **যোগ্যতার উপযুক্ততা এবং অন্যান্য তথ্যাদি :** ইওআই-এর নিয়ম এবং শর্তাদি অনুযায়ী পাওয়া যাবে ইমেল মাধ্যমে : cirp.tripurari@gmail.com থেকে।
৭. আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সংশ্লিষ্ট ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান দাখিলের পূর্বে ই-নিলাম প্রক্রিয়ার তথ্য নথি সম্পর্কে সম্মত হওয়া এবং নিয়ম এবং শর্তাদি অনলাইন ই-নিলামের, ই-নিলাম ডাক ফর্ম, উপযুক্ততার যোগ্যতাবলী, ডাকদাতা কর্তৃক ঘোষণা ইত্যাদি ভালোভাবে জেনে নিতে। ইওআই নথি পাওয়া যাবে ইমেল **cirp.tripurari@gmail.com** থেকে।
৮. **২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড অধীনে সংরক্ষিত মূল্যে বা আগ্রহী ডাকদাতা কর্তৃক উচ্চতর মূল্যে ই-নিলাম সম্পাদিত হবে। আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সাথে যোগাযোগ করুন।**

স্বা/-
রশমি ছাউছারিয়া
ত্রিপুরারি প্রপার্টিজ প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিষয়ে লিকুইডেটর
আইবিবিআই রেজি নং : IBBI/IPA-001/IP-P02016/2020-21/13148
এএফএ বৈধ ২১.০৬.২০২৪ পর্যন্ত
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৪.০১.২০২৪ ইমেল আইডি : rashmi.chhawchharia@gmail.com/cirp.tripurari@gmail.com

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - রূপসা ভৌমিক চক্রবর্তী, ই-মেল আইডি - sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল নং - ০৯৬৭৪৭৬৬২৩৮

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত** এবং 'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে ০৬.০২.২০২৪ তারিখে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে। আগ্রহী ডাকদাতা/গণ এমএসটিসি লি'-এর সহিত সংযুক্ত অ্যাকাউন্ট থেকে চালান মাধ্যমে **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** তে এনইএফটি/আরটিজিএস মাধ্যমে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে ইএমডি পাঠাতে পারেন নিলামের তারিখের পূর্বে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ০৬.০২.২০২৪
সময় - ১২০ মিনিট বেলা ১টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকে ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সাপেক্ষে
প্রাক ডাক ইএমডি প্রদানের শেষ তারিখ - 'আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসির নিকট ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে প্রাক ডাক ই-এমডি দাখিল করতে পারেন। প্রাক ডাক ইএমডির সুযোগ এমসিটিসির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দাখিল এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যের ই-নিলাম প্রদান সাপেক্ষে দেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়টি সময় সাপেক্ষ ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য এবং ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যথেষ্ট পূর্বে শেষ সময়ের অসুবিধা এড়ানোর জন্য।'

ঋণগ্রহীতার নাম, ঠিকানা সম্পত্তির বিস্তারিত এবং বন্ধকদাতা	ক. সংরক্ষিত মূল্য খ. বায়না জমা (ইএমডি)	বকেয়া পরিমাণ	ক. দায়বদ্ধতা খ. দখলের ধরণ
ঋণগ্রহীতা : শঙ্কর শ মিলস প্রা লি ১) শ্রী ভগবান লাল প্যাটেল, পিতা প্রয়াত চুনি লাল প্যাটেল, ২) **শ্রী নরেন্দ্র প্যাটেল**, পিতা প্রয়াত চুনি লাল প্যাটেল, ৩) **শ্রী তরুণ প্যাটেল**, ৪) **শ্রীমতি শান্তি দেবী সুথার**, ৫) **শ্রী চুনিলাল রুদানি**, ৬) **শ্রী মঙ্গিলাল সুথার**, পিতা শ্রী মোহনলাল সুথার, ৭) **শ্রী হেমন্ত কুমার সুথার**, পিতা মঙ্গিলাল সুথার, **সকলেই জ্ঞাত বা অজ্ঞাতভাবে নাথু ভাই রুদানি (প্রয়াত) এর আইনি উত্তরাধিকারী(গণ) এবং আইনি প্রতিনিধি(গণ), অধিকারী(গণ) এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত(গণ)।** **সম্পত্তির সার্ভে নং এবং ঠিকানা বিস্তারিত :** ঘরাবাড়ি-১, মৌজা- গণেশ্বরপুর, পো. জানুগঞ্জ, থানা রেমুনা, তহসিল বালাসোর, থানা - রেমুনা, জেলা - বালাসোর, পিন- ৭৫৬০১৯, থানা নং ১৬৬, মৌজা গণেশ্বরপুর, ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত প্রধান সেটেলমেন্ট রেকর্ডস অনুযায়ী খাতা নং ৩১৯, দলিল নং ২১৩৩-২০০২ সালের, প্লট নং ১৬১৯ ঘরাবাড়ি ১ এসি ও-০২০, প্লট নং ১৬২০, ঘরাবাড়ি ১ এসি ও - ১৪০, প্লট নং ১৬২১ ঘরাবাড়ি ১ এসি ও-১৩০, প্লট নং ১৬২২ ঘরাবাড়ি ১ এসি ও-৪৮৫, মোট এসি ও-৭৭৫ ডেসিমেল ঠিকানায় সংশ্লিষ্ট সকল জমি এবং গোডাউন নির্মাণ সমুদয়। চৌহদ্দি : উত্তরে : ইমামি পেপার গোডাউন এবং পঞ্চায়েত সড়ক, দক্ষিণে : শ্রী এইচ পাণিগ্রাহী, পূর্বে : এনএইচ ৫, পশ্চিমে : অনাবাদি জমি। **নথিতথ্যাদি এবং মালিকানা বিস্তারিত :** মালিকানা : চুনীলাল রুদানি এবং নাথুভাই রুদানি, জামিনদাতাগণ, স্বত্ব দলিল নং : ২১৩৩-২০০২ সালের, নথিভুক্ত : ২৬-এপ্রিল, ০২, বালাসোর, ওড়িশা।	ক) ৩,২৪,০০,০০০.০০ টাকা খ) ৩২,৪০,০০০.০০ টাকা	১১,৭৪,৫৭,৫২০.০০ টাকা ২৭.০৪.২০১৬ অনুযায়ী পুঞ্জীভূত অনাদায়ী সুদ এবং চার্জ এনপিএ তারিখ থেকে জামিনদত্ত ঋণদাতার নিকট বকেয়া। যোগাযোগের ব্যক্তি : ৯৪৩৩০৯৬৫৬৬। **ডাক বাড়ানোর পরিমাণ ২৫,০০০.০০ টাকা** **পর্যবেক্ষণের তারিখ - ৩০.০১.২০২৪**	ক. নেই খ. প্রতীকী দখলীকৃত

সম্পত্তির জন্য অনুসন্ধান

এসবিআই ওয়েবসাইট sbi.co.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট সম্পত্তির আইডি- SBIN15196020311	সম্পত্তির অবস্থান ঘরাবাড়ি-১, মৌজা - গণেশ্বরপুর, পো. জানুগঞ্জ, থানা রেমুনা, তহসিল - বালাসোর, থানা - রেমুনা, জেলা - বালাসোর, পিন - ৭৫৬০১৯	ফটোগ্রাফ	ভিডিও

নির্ধারিত ঋণদাতা স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক প্রদত্ত লিংক অনুযায়ী বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত পাওয়া যাবে, ঋণদাতার ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া বিশেষ লিংক https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp দেখুন।

আগ্রহী ডাকদাতাদের উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে

তারিখ : ০৪.০১.২০২৪
স্থান : কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

बैंक ऑफ़ इंडिया **BOI** Bank of India
Relationship beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
বারাসত জোনাল অফিস
৩য় তল, ডিডি-২, সল্টলেক, সেক্টর - ১, বিধাননগর, কলকাতা - ৭০০০৬৪

দায়বদ্ধ স্বর্ণারত্ন/অলংকার/মুদ্রা সাধারণ নিলামে বিক্রির নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, নিম্নোক্ত স্বর্ণ ঋণগ্রহীতাগণ, তাদের আইনি উত্তরাধিকারীগণ, ব্যক্তিগণ স্বর্ণালংকার ব্যবসায়ে যুক্ত/গহনা/মুদ্রা এবং সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে ব্যাঙ্ক কর্তৃক একাধিকবার নোটিশ/এবং লিখিত তাগাদা দেওয়া সত্ত্বেও নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায় দেননি।
এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ তাদের স্বর্ণ ঋণ অ্যাকাউন্টে (সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত যাবতীয় সুদ, শুল্ক চার্জ এবং ব্যয় সহ) **২৪.০১.২০২৪ তারিখের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া আদায় দিতে ব্যর্থ হলে ব্যাঙ্কের শাখা প্রেমিসেসে দায়বদ্ধ স্বর্ণালংকার/রত্ন/মুদ্রা সমুদয় সাধারণ নিলামে ২৫.০১.২০২৪ তারিখে বিকেল ৪টে থেকে** বিক্রয়ের ব্যবস্থা করবে। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে উক্ত ঋণগ্রহীতাগণের অসুবিধা বা ক্ষতির বিষয়ে ব্যাঙ্ক কোনও দায় বহন করবে না এবং কোনও অভিযোগ বা প্রতিনিধিত্ব ঋণগ্রহীতাদের তরফে গ্রাহ্য হবে না।
যে সকল আগ্রহী ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট নিলামে অংশ নিতে উৎসুক তাদের ৫০০ টাকা (পাঁচশো টাকা) ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের নিকট ২৫.০১.২০২৪ তারিখ বেলা ২ টার মধ্যে দাখিল করতে হবে বায়না জমা হিসেবে। যে সকল ব্যক্তি চূড়ান্ত ডাকে অংশ নেবেন তাদের পরবর্তী কাজের দিন ব্যাঙ্কের নিকট সম্পূর্ণ মূল্য দাখিল করতে হবে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে ব্যাঙ্কের নিকট দাখিল করা বায়না জমা বাজেয়াপ্ত হবে। ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই উক্ত নিলামের সূচি, তারিখ, সময় বা স্থান পরিবর্তনের বা বাতিলের অধিকার রাখে।

শাখা নাম	অ্যাকাউন্ট নং	ঋণগ্রহীতার নাম	ঠিকানা	০৩.০১.২০২৪ মতে বকেয়া পরিমাণ	সোনার মোট ওজন
বগুলা	৪২৯৪৭৭৬১০০০১২৭০	সরোজ বিশ্বাস	পিতা-প্রয়াত ক্ষিতীশ চন্দ্র বিশ্বাস গ্রাম-গ্রাম-সাহাপুর, পোস্ট- হলদিপাড়া	১২৭৩৩৬/- টাকা	৩৮.৬০ গ্রাম
বগুলা	৪২৯৪৭৭৬১০০০১৬১৬	সরোজ বিশ্বাস	পিতা- প্রয়াত ক্ষিতীশ চন্দ্র বিশ্বাস গ্রাম-গ্রাম- সাহাপুর, পোস্ট- হলদিপাড়া	১২০৭৪৮/- টাকা	৩০.১৮ গ্রাম
বাঙ্গুর অ্যাভিনিউ	৪০২৫৭৩০১০০০০০১৪	সুমন চৌধুরী	সিএল ১৪/২, জ্যাংড়া, ঘোষ পাড়া, বাগুইহাটি,কলকাতা-৭০০০৫৯	৩৩৪৪২১/- টাকা	৯৪.৬৫ গ্রাম
ঝিনকা	৪৩৭৫৭৭৬১০০০১৮৩০	অলিউল গাজী	পিতা শহিদুল গাজী নেওড়া দিঘী রোড ভ্যাবলা বসিরহাট ১	৫৪৪৫২/- টাকা	১৬.৮২ গ্রাম
কামারহাট্টি	৪০১১৭৩৭১০০০০২৫৯	সাহানা পারভীন	৩০/২ ধোবিয়া বাগান কামারহাটি উত্তর ২৪ পরগনা	২৫৩১৭/- টাকা	৭.৩০ গ্রাম
সিলিন্দা	৪২২৪৭৭৬১০০০০৭৭৯	সুচেতা ভুঁইয়া	স্বামী দুর্গাদাস ভুইয়া গ্রাম পোস্ট সিলিন্দা থানা চাকদহ জেলা নদিয়া	২৬৬৫৭/- টাকা	৮.৫০ গ্রাম
শিশিরকুঞ্জ	৪১৫৭৭৭৬১০০০০১১১	কুনাল দাস	আরসি ভটক রোড উশুমপুর লিচুবাগান পোঃ আগরপাড়া	১১৯৯৯৮/- টাকা	২৬.০০ গ্রাম
সোদপুর	৪১৪৮৭৭৬১০০০০১১৩	ঝর্ণা ঘোষ	স্বামী প্রশান্ত ঘোষ তারাপুকুর জুগবানি আগরপাড়া	১৬৯৪৫৯/- টাকা	২৪.৪০ গ্রাম
সুন্তিপুকুর	৪৩৩৯৭৭৬১০০০১৪২৭	জাফর আলী মন্ডল	পিতা মানিক আলী মন্ডল গ্রাম চিংড়িয়া পোস্ট চৌরাশি জেলা ২৪পরগনা(উঃ)	৫২২৭৭/- টাকা	১১.১৫ গ্রাম
সুন্তিপুকুর	৪৩৩৯৭৭৬১০০০১৪৭৬	জাফর আলী মন্ডল	পিতা মানিক আলী মন্ডল গ্রাম চিংড়িয়া পোস্ট চৌরাশি জেলা ২৪পরগনা(উঃ)	৯৮৬০১/- টাকা	২১.১০ গ্রাম
সুন্তিপুকুর	৪৩৩৯৭৭৬১০০০১৪৯৮	জাফর আলী মন্ডল	পিতা মানিক আলী মন্ডল গ্রাম চিংড়িয়া পোস্ট চৌরাশি জেলা ২৪পরগনা(উঃ)	৪৩০৪৮৬/- টাকা	৯৫.৬৮ গ্রাম
সুন্তিপুকুর	৪৩৩৯৭৭৬১০০০১৫৫২	জাফর আলী মন্ডল	পিতা মানিক আলী মন্ডল গ্রাম চিংড়িয়া পোস্ট চৌরাশি জেলা ২৪পরগনা(উঃ)	২৬৬২৬২/- টাকা	৬৪.৯০ গ্রাম
সুন্তিপুকুর	৪৩৩৯৭৭৬১০০০১৬৮৭	জাফর আলী মন্ডল	পিতা মানিক আলী মন্ডল গ্রাম চিংড়িয়া পোস্ট চৌরাশি জেলা ২৪পরগনা(উঃ)	৬০৪৫৩/- টাকা	১৪.৪৫ গ্রাম

তারিখ : ০৪.০১.২০২৪
স্থান : বারাসত
স্বা/-জোনাল ম্যানেজার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

বহুলা ইনফোটেক প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)
(পূর্বতন ভারা ইনফোটেক প্রাইভেট লিমিটেড)
CIN : U72900WB2014PTC199722
লিকুইডেটরের ঠিকানা : অন্নপূর্ণা অ্যাপার্টমেন্টস, ফ্ল্যাট ১এ, ১২এ, সুহাসিনি গাঙ্গুলি সরণি, কলকাতা - ৭০০০২৫
যোগাযোগ : +৯০০৭২০৫১৪৫, ইমেল : rashmi.chhawchharia@gmail.com/cirp.bahula@gmail.com

২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড অধীনে বিক্রয় নোটিশ

কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস : ২০৭, মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, পোস্তা, কলকাতা পব ৭০০০০৭ ভারত
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে **বহুলা ইনফোটেক প্রাইভেট লিমিটেড** (দেউলিয়াগ্রস্ত) ('কোম্পানি') **চালু সংস্থা** হিসেবে (দায় ব্যতীত এবং নগদ এবং ব্যাঙ্কের আমানত ব্যতীত) ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৩ এবং সিডিউল ১ এর সাব রেগুলেশন (১) এবং রেগুলেশন ৩২(ডি) অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সম্মিলিত সম্পদ (ইক্যুইটি শেয়ার সহ) অথবা রেগুলেশন ৩২-এর ক্লজ (ই) অনুযায়ী বিক্রির জন্য আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান করা হচ্ছে দুই ব্লকে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে।

ব্লক নং	সম্পদের বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি	ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য
ক	**কর্পোরেট ডেটর চালু সংস্থা হিসেবে (দায় ব্যতীত এবং নগদ এবং ব্যাঙ্ক আমানত ব্যতীত)** ২০১৬ সালের আইবিবিআই লিকুইডেশন প্রসেস রেগুলেশনসের (সংশোধিত ১৬.০৯.২০২২ পর্যন্ত) রেগুলেশন ৩২(ই) অনুযায়ী			
	বহুলা ইনফোটেক প্রাইভেট লিমিটেড বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন কোম্পানি চালু সংস্থা হিসেবে (দায় ব্যতীত এবং নগদ এবং ব্যাঙ্ক আমানত ব্যতীত) 'যেখানে যে অবস্থায় আছে, যেখানে যা আছে, যেখানে যেমন অবস্থায় আছে এবং পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত'	১,৫১,৬৩,২০০.০০ টাকা (এক কোটি একান্ন লাখ তেষট্টি হাজার দুশো টাকা)	১৫,১৬,৩২০.০০ টাকা (পনের লাখ যোলো হাজার তিনশো কুড়ি টাকা)	১ লাখ টাকা (এক লাখ টাকা)
	কোনও কারণে ই-নিলাম ব্লক-এ অধীনে সফল হলে পরবর্তীতে ই-নিলাম প্রক্রিয়া ব্লক-বি অধীনে স্বাভাবিকভাবেই বাতিল হবে।			
খ	সংশ্লিষ্ট সম্মিলিত সম্পদ ২০১৬ সালের আইবিবিআই লিকুইডেশন প্রসেস রেগুলেশনসের (সংশোধিত ১৬.০৯.২০২২ পর্যন্ত) রেগুলেশন ৩২(ডি) অধীনে 'যেখানে যে অবস্থায় আছে, যেখানে যা আছে, যেখানে যেমন অবস্থায় আছে এবং পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত' বিক্রি করা হবে			
	ভারা ইনফ্রোভেট প্রাইভেট লিমিটেড, CIN U30009WB1999PTC090277-এর শেয়ারসমূহ - ৯৯৩২০টি ইক্যুইটি শেয়ার, প্রাথমিক মূল্য ১০ টাকা	১,৫১,৬৩,২০০.০০ টাকা (এক কোটি একান্ন লাখ তেষট্টি হাজার দুশো টাকা)	১৫,১৬,৩২০.০০ টাকা (পনের লাখ যোলো হাজার তিনশো কুড়ি টাকা)	১ লাখ টাকা (এক লাখ টাকা)

নিলাম প্রক্রিয়ার দ্রষ্টব্য :
১. নিলামের তারিখ এবং সময় ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ ব্লক-এ-এর জন্য : ০৩.০২.২০২৪ বেলা ১১.৩০টা থেকে ১.৩০টা পর্যন্ত এবং ব্লক-বি-এর জন্য ০৩.০২.২০২৪ বেলা ২.৩০টা থেকে বেলা ৪.৩০টা পর্যন্ত
২. উপযুক্ততার নথি দাখিলের শেষ তারিখ : ১৮.০১.২০২৪
৩. নিলাম প্রক্রিয়াধীন অধীন সম্পদের পর্যবেক্ষণের শেষ তারিখ : ৩০.০১.২০২৪
৪. ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ : ০১.০২.২০২৪ বিকেল ৫টার মধ্যে
৫. ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ০৩.০২.২০২৪ উল্লিখিত বিস্তারিত মতে
দ্রষ্টব্য : আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সংশ্লিষ্ট ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান দাখিলের পূর্বে ই-নিলাম প্রক্রিয়ার তথ্য নথি সম্পর্কে সম্মত হওয়া এবং নিয়ম এবং শর্তাদি অনলাইন ই-নিলামের, ই-নিলাম ডাক ফর্ম, উপযুক্ততার যোগ্যতাবলী, ডাকদাতা কর্তৃক ঘোষণা ইত্যাদি ভালোভাবে জেনে নিতে। **ইওআই নথি পাওয়া যাবে ইমেল cirp.bahula@gmail.com থেকে।**

স্বা/-
রশমি ছাউছারিয়া
বহুলা ইনফোটেক প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিষয়ে লিকুইডেটর
আইবিবিআই রেজি নং : IBBI/IPA-001/IP-P02016/2020-21/13148
এএফএ বৈধ ২১.০৬.২০২৪ পর্যন্ত
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৪.০১.২০২৪ ইমেল আইডি : rashmi.chhawchharia@gmail.com/cirp.bahula@gmail.com

খানাকুলে পুলিশের নাম করে দাদাগিরি, গ্রেপ্তার তৃণমূল কর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: পুলিশ কর্তার নাম করে এক তৃণমূল কর্মীর দাদাগিরি।আর এই দাদাগিরি করতে গিয়ে পুলিশের জালে ওই তৃণমূল কর্মী। ধৃত তৃণমূল কর্মীর নাম সরফরাজ আলি খান। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির জেলার খানাকুলে। ধৃতের বাড়ি খানাকুলের ঘোষপুর অঞ্চলে। বুধবার ধৃত যুবক সরফরাজ আলি খানকে আরামবাগ মহকুমা আদালতে তোলে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত ওই যুবক খানাকুলের কিশোরপুর দুই অঞ্চলের মদনবাটি এলাকার বাসিন্দা মানিক মণ্ডলকে ফোন করে খানাকুল থানার ওসি রাসেল পারভেজ খানের নাম করে ভয় দেখায় ও চমকায় বলে অভিযোগ। যদিও মানিক মণ্ডলের সঙ্গে বার বার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। ধৃত সরফরাজ আলি খান বলেন, ভুল হয়েছে। আমাদের মধ্যে ইয়ার্কি হয়েছিল। সেটা অন্য পর্যায়ে চলে যায়।

জানা গেছে, মানিক মণ্ডল খানাকুল থানায় অভিযোগ দায়ের করলে পুলিশ দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ সরফরাজ আলি খানকে গ্রেপ্তার করে। এই বিষয়ে আরামবাগের এসডিপিও অভিষেক মণ্ডল বলেন, একটা অভিযোগ হয়েছিল। তার ভিত্তিতে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ধৃত সরফরাজ সক্রিয় তৃণমূল কর্মী। খানাকুল এক নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ইলিয়াস চৌধুরীর অন্তত ঘনিষ্ঠ। যদিও এই বিষয়ে তৃণমূল নেতা ইলিয়াস চৌধুরীকে বার বার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। তবে কিশোরপুর দুই নম্বর অঞ্চলের উপ প্রধান তথা তৃণমূল নেতা দিপেন মাইতি বলেন, মানিক মণ্ডলের সঙ্গে সরফরাজের দীর্ঘদিনের পরিচয়। ইয়ার্কি করতে গিয়ে মানিক মণ্ডলকে ফোন করে সরফরাজ। লোকসভা ভোটের আগে পুলিশের নাম করে তৃণমূল কর্মীর দাদাগিরির ঘটনা নিয়ে তীব্র কটাক্ষ করে বিজেপি। এই বিষয়ে বিজেপি নেতা বিমান ঘোষ বলেন, এটাই তো তৃণমূলের কালচার। পুলিশের নাম করে সাধারণ মানুষকে ভয় দেখানো থেকে শুরু করে চমকানো সহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজ করে চলেছে। এই ক্ষেত্রে পুলিশ আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। অপরদিকে তৃণমূল নেতৃত্বের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া না গেলেও লোকসভা ভোটের আগে বেশ অস্বস্তিতে পড়েছে খানাকুল এক নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস।

কেন্দ্রের ‘হিট অ্যান্ড রান’ আইনের বিরুদ্ধে ধর্মঘটে সামিল হুগলির বাস চালকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: কেন্দ্রের ‘হিট অ্যান্ড রান’ আইনের বিরুদ্ধে ধর্মঘটে সামিল হুগলির বাস চালকরা বছরের শুরুতেই সারা দেশ জুড়ে ট্রাফিক জ্যাম। কারণ, ধর্মঘট ডেকেছেন ট্রাক চালকরা। গোটা দেশ জুড়ে তিনদিনের ধর্মঘট ডেকেছেন তাঁরা। এই ধর্মঘটের প্রভাব পড়ল হুগলি জেলাতেও। এদিন আরামবাগ ও তারকেশ্বরের বাস চালকেরা সকাল থেকে ধর্মঘটে সামিল হয়। দূরপাল্লার গাড়ি চলাচল দুই বাসস্ট্যান্ড থেকেই বন্ধ থাকে। বাস চালকরা প্রতিবাদ ধর্মঘট করে। তাদের দাবি, অবিলম্বে হিট অ্যান্ড রান’ আইন বাতিল করতে হবে। এই ধর্মঘটের ফলে সাধারণ যাত্রীদের নাজেহাল অবস্থা হয়। ট্রাকচালকদের দাবি, নয়া ‘হিট অ্যান্ড রান’ আইনটি অত্যন্ত কঠোর এবং এতে বিশেষ করে ট্রাকের মতো বড় গাড়ির চালকদের বিরুদ্ধে পক্ষপাত করা হয়েছে। তাঁরা বলছেন, নয়া আইনে অলিখিতভাবে বড় গাড়ির উপর দোষ চাপানোর ইঙ্গিত আছে। জানা গেছে, ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১০৪ নম্বর ধারাকেই বলা হচ্ছে ‘হিট অ্যান্ড রান’ আইন। গাফিলতির জন্য মৃত্যু ঘটলে, এই আইনে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। এই আইনের ধারায় বলা হয়েছে, কারও গাফিলতিতে যদি কোনও ব্যক্তির মৃত্যু হয়, সেই ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৫ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া যেতে পারে। সেই সঙ্গে জরিমানাও করা যেতে পারে। আর যদি ওই ব্যক্তির মৃত্যুর পর, চালক সেখান থেকে পালায় বা পুলিশ কিংবা জেলা শাসককে ঘটনার পরপরই খবর না দেয়, তাহলে শাস্তির পরিমাণ আরও বাড়বে। সেই ক্ষেত্রে ১০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং ৭ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা আরোপ করা হতে পারে। ট্রাক ও বাস মালিকদের সংগঠনগুলির দাবি, দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে যারই অপরাধ হোক, প্রায় সবসময়ই বড় গাড়ির চালকদের বিরুদ্ধেই মামলা করা হয়। এই পরিস্থিতিতে হিট অ্যান্ড রান আইনের এই সংশোধনকে অন্যায় বলে মনে করছেন ট্রাক ও বাস চালকরা। তাঁরা দাবি করছেন, দুর্ঘটনায় তাঁরাও গুরুতর আহত হন। কিন্তু তাদের পক্ষে বলার মতো কেউ থাকে নেই। এই পরিস্থিতিতে শাস্তি বাড়িয়ে তৈরি নতুন বিধানকে ‘কালো কানুন’ বলছেন তাঁরা। এদিন কাজে বের হয়ে আরামবাগ বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে স্কুল শিক্ষিকা পিয়ালী দাস বলেন, আমি রোজ বাসে করে স্কুলে যাই। বর্ধমান রোডের নৈশড়াই স্কুল। কিন্তু আজকে আমি বেশি কিছুক্ষণ হল দাঁড়িয়ে আছি বাসস্ট্যান্ডে। বর্ধমানের কোনও বাস পাচ্ছি না। কিভাবে যাব বুঝতে পারছি না। প্রচন্ড অসুবিধায় পড়েছি। আরামবাগ মহকুমা বাস ড্রাইভার অ্যান্ড হেলপারস ওয়াকস ইউনিয়নের সংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসির সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম বলেন, এটা আরামবাগ-বর্ধমান নয়, সারা ভারতবর্ষব্যাপী চলছে, কারণ কেন্দ্রীয় সরকার একটা শ্রম আইন এনেছে। সেই শ্রম আইনে শ্রমিক মারা আইন আনা হয়েছে। এই শ্রমিক মারা আইনের বিরুদ্ধে এবং তারই প্রতিবাদে বাসের চালক ট্রাক চালক কর্মীরা ধর্মঘট করছে। কিন্তু আমাদের মা মাটি মানুষের সরকার সব সময় বন্‌ধের বিরুদ্ধে। বাস চালকদের অনুরোধ করব আন্দোলন করুন যাতে সাধারণ মানুষের অসুবিধা না হয়। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত এখনই নাকি এই আইন কঠোর ভাবে প্রয়োগ হচ্ছে না বলে জানিয়েছে কেন্দ্র। তাই তারকেশ্বর বাসস্ট্যান্ডে থেকে বাস চলাচল স্বাভাবিক হলেও আরামবাগ থেকে বর্ধমানগামী বাস চলাচল বন্ধ থাকে।

পানাগড়ের রেল পাড়ে ৩ জনের দেহ উদ্ধারের ঘটনায় ধৃত আত্মীয়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: পানাগড়ের রেল পাড়ে ৩ জনের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় ওই বাড়ির এক মহিলাকে তাঁর থেকে গ্রেপ্তার করে বুধবার দুপুর ১টা নাগাদ মহকুমা আদালতে পেশ করে কাঁকসা থানার পুলিশ। ধৃতের নাম রিঙ্কি বিশ্বকর্মা। তিনি মৃত সিমরনের কাকিমা। পুলিশ গ্রেফতার করে ধৃতকে ১০ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিলেন মহকুমা আদালতের বিচারক। তবে তদন্তের স্বার্থে এবং আসল অপরাধীকে ধরতে এই মুহূর্তে পুলিশ এই ঘটনার বিষয়ে কোনও তথ্য সংবাদমাধ্যমকে জানায়নি।

প্রসঙ্গত, গত নভেম্বর মাসের ১০ তারিখ পানাগড়ের রেলপাড়ে রাজা বিশ্বকর্মা নামের এক ব্যক্তির বাড়ি থেকে তিনজনের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকা জুড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কাঁকসা থানার পুলিশ। মৃতরা হলেন সিমরন বিশ্বকর্মা (২৩), সীতা দেবী (৭০) ও সোনু বিশ্বকর্মা (২১)। সীতাদেবী ও সোনুর বাড়ি ঝাড়খণ্ডে।

জানা গিয়েছে, রেলপাড়ের বাসিন্দা ধনঞ্জয় বিশ্বকর্মা তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে অসমে বেড়াতে গিয়েছিলেন। ছোট মেয়ে সিমরন বাড়িতেই ছিলেন। সিমরনের দিদিমা সীতাদেবী ও মামা সোনু তাঁদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন। সিমরনের কাকিমা রিঙ্কি বিশ্বকর্মা জানিয়েছিলেন, ওই দিন তিনি বাড়িতে কাজ করছিলেন। সকাল সাড়ে ৮টা নাগাদ মাথায় হেলমেট পড়ে বাইকে করে এক ব্যক্তি তাঁদের বাড়িতে আসেন। কিছুক্ষণ পর আবার বেরিয়ে চলে যান। প্রতিবেশীরা সোনুকে বাড়ির উঠোনে, বাকিদের ঘরের ভেতরে তাও আলাদা আলাদা ঘরে খাটের ওপর মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দিলে ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালের মর্গে পাঠায় এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করে।

এলাকাবাসীরাও মোটরসাইকেলে করে হেলমেট পড়ে আসা এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছিলেন। তিন জনকে কে এবং কী ভাবে খুন করা হয়, তা নিয়ে ধন্দে পড়ে যায় পুলিশ। আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি ইস্ট কুমার গৌতম ঘটনার দিন সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছিলেন ৩ জনকেই শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান। কিন্তু কী উদ্দ্যেশ্যে তাঁদের খুন করা হয়, তার সঠিক কারণ পুলিশ জানতে পারেনি।

এলাকার বিভিন্ন রাস্তাঘাটের সিসিটিভি ফুটেজ দেখে হেলমেট পড়া ব্যক্তিরও কোনও সন্ধান মেলেনি বলে দাবি। এই ঘটনায় সিমরন ও তাঁর মামা ওদিদার মোবাইল ফোন খুঁজে পাওয়া যায়নি। পুলিশ তদন্তে নেমে মোবাইল ফোনের সূত্র ধরে একাধিক জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে খুনির সন্ধান পায়নি।

সরকারি জলের পাইপ চুরির অভিযোগে ধৃত ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: সরকারি পাইপ চুরির অভিযোগে গ্রেপ্তার হল ৩ জন। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা ২ নম্বর ব্লকের সাতগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বন্দেবাজ গ্রামে।

রাতারাতি মাটি খুঁড়ে জল প্রকল্পের লোহার পাইপ তুলে পাচার করে দেওয়ার অভিযোগে তিনজনকে গ্রেপ্তার করে কালনা থানার পুলিশ। ধৃতদের কালনা মহকুমা আদালতে পেশ করে। ধৃতদের মধ্যে একজন বিশ্বজিৎ বিশ্বাস, বাড়ি কালনা থানার বিষহরিডাঙা গ্রামে এবং ধৃত সোমনাথ দাস ও আনারুল শেখের বাড়ি নাদনঘাট থানার অন্তর্গত গোপীনাথপুর ও পারুলডাঙা গ্রামে। কালনা ২ নম্বর ব্লকের সাতগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বন্দেবাজ গ্রামের পিএইচই জল প্রকল্পের কয়েকশো ফুট লোহার পাইপ তুলে রাতারাতি পাচার করে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে।

এলাকার মানুষ সোচ্চার হতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছন স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান হরেকৃষ্ণ মণ্ডল। পিএইচই দপ্তরের একজন ঠিকাদারের লোকজন এলাকায় নতুন পাইপলাইন বসানোর কাজ করছিলেন। কিন্তু নতুন পাইপ না বসিয়ে রবিবার রাতে মাটি খুঁড়ে জল প্রকল্পের পুরনো লোহার পাইপ তুলে পাচার করে দেয় তারা। সকাল হতেই এলাকার মানুষ রাস্তার মাটি খোঁড়া অবস্থায় দেখতে পান।

যার কারণে ওই রাস্তা চলাচলের অযোগ্য হওয়ার পাশাপাশি সকাল থেকেই এলাকায় জল সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চরম সমস্যায় পড়েন এলাকার মানুষ। পঞ্চায়েত প্রধান হরেকৃষ্ণ মণ্ডল ঠিকাদারের প্রতিনিধি বিশ্বজিৎ বিশ্বাসকে মাটি খুঁড়ে তোলা লোহার পাইপগুলি কোথায় সেই বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলে, উত্তরে বিশ্বজিৎ বিশ্বাসের দাবি, ওই পাইপগুলি ধাত্রীগ্রাম পিএইচই দপ্তরে জমা দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি দাবি করেন, তাঁদের দপ্তরে এইরকম কোনও পাইপ জমা পড়েনি। কালনা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘটনার তদন্ত শুরু করতেই আসল ঘটনা বেরিয়ে পড়ে বলে দাবি।

নাদনঘাট থানার ডাঙাপাড়ায় কোনও ভাঙাচোরা ব্যবসায়ীকে চুরি করা পাইপগুলো বিক্রি করা হয়েছে বলে দাবি। সেখান থেকে কিছু পাইপ উদ্ধার হয়। এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত বিশ্বজিৎ বিশ্বাস, আনারুল শেখ এবং সোমনাথ দাসকে গ্রেপ্তার করা হয়।

জেলা পরিষদের সদস্যা রুনা খাতুন ও বলাগড়ের বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারীর মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: দলে যখন নবীন-প্রবীণ সংঘাত তুঙ্গে, তখনই আর এক আদি-নব্য সংঘাতে সরগরম বলাগড় জেলা পরিষদের সদস্যা রুনা খাতুনের নামে গুচ্ছের অভিযোগ এনেছেন সাহিত্যিক তথা বলাগড়ের বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারী সব মিলিয়ে দলের কোন্দল এমন মাত্রায় পৌঁছেছে যা নিয়ে চিন্তিত জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। মনোরঞ্জন ব্যাপারী ও রুনা খাতুন তাপমাত্রার পারদ কিছুটা নামলেও, হুগলি জেলার আবহাওয়া বেশ খানিকটা গরম হল বুধবার।

হগলির বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারী এবং স্থানীয় যুব নেত্রীর বাদানুবাদের অভিযোগ উঠল। দলে যখন নবীন-প্রবীণ সংঘাত তুঙ্গে, তখনই আর এক আদি-নব্য সংঘাতে সরগরম বলাগড়। জেলা পরিষদের সদস্যা রুনা খাতুনের নামে গুচ্ছের অভিযোগ এনেছেন সাহিত্যিক তথা বলাগড়ের বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারী। পালটা, আক্রমণ তৃণমূল যুব নেত্রীর। ফেসবুকে একটি বিস্ফোরক পোস্ট করেন মনোরঞ্জন। সেখানেই দলের একাংশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে মনোরঞ্জন আগামী ৭ জানুয়ারি কোনও একটি সিদ্ধান্ত জানাবেন বলেও ইঙ্গিত দেন।

এরপরেই যুব নেত্রী রুনা খাতুনকে নিয়ে বলেন, ‘সেই যে- বলাগড়ের ফুলন দেবী! যে সঙ্গে কুড়ি পঁচিশজন সার্প শুটার নিয়ে ঘোরে, যে আমাকে মহিপালপুরে জনসভা করে মাটিতে পুঁতে দেবে বলেছে! হয় সে আমাকে সত্যি সত্যিই পুঁতে দেবে, আর তা না হলে আমি তাঁকে তাঁর রাজনৈতিক জীবন থেকে রিটায়ার্ড করিয়ে দেব। দেখব তাঁর কলকাতার ‘বাবু’ তাঁকে কী ভাবে বাঁচায়।’ রুনা খাতুনের দাবি, ‘ওঁর অনৈতিক কাজে আমি হয়তো বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছি, সেটাতে হয়তো ওঁর সমস্যা হচ্ছে, সেই কারণে আমার নামে সমস্ত কিছু দায় চাপিয়ে পার পেয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। উনি নিজেই নিজের গায়ে কাদা ছুঁড়ছেন। ওঁর একটা মানসিক সমস্যা আছে। আক্রমণ ছাড়া উনি থাকতে পারেন না।’

পাশাপাশি, যে অভিযোগগুলি বিধায়ক তুলছেন, তার আদৌ কোনও প্রমাণ আছে কিনা, সে ব্যাপারেও সন্দেহ প্রকাশ করেন যুব নেত্রী। যুব নেত্রী জানান, এরকমটা ভাবার কোনও কারণ নেই। পুরো বিষয়টি দলকে জানানো হয়েছে। দল নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে কোনও সিদ্ধান্ত নেবে। যা সিদ্ধান্ত নেবে, সেই অনুযায়ী কাজ হবে বলেও তিনি জানান। অন্যদিকে, আগামী ৭ জানুয়ারি বলাগড়ের বিধায়ক কোন বার্তা নিয়ে আসেন, সে ব্যাপারেও শুরু হয়েছে গুঞ্জন। বিষয়টি নিয়ে যুব নেত্রীর বার্তা, উনি কী বলবেন সেটা ওঁর বিষয়। তবে উনি যেন কোথাও না লুকিয়ে এখানকার পার্টি অফিসে এসে সেই ফেসবুক লাইভ করেন। সেই সৎ সাহস ওঁর আছে তো, প্রশ্ন তোলেন তিনি।

সব মিলিয়ে দলের কোন্দল এমন মাত্রায় পৌঁছেছে যা নিয়ে চিন্তিত জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। তবে তৃণমূলের এই কোন্দলকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজেপি। বিজেপি সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘আমাদের কিছু করতে হবে না। ওঁরা নিজেরাই নিজেদের দুর্নীতি ফাঁস করে যাবে। এই জেলায় এত দুর্নীতি এঁরা করেছেন, যার জন্য দলের তিনজন নেতা এখন নিয়োগ দুর্নীতিতে জেলে গিয়েছেন।’

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ আঞ্চলিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের সঙ্গে যৌথ ভাবে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে বুধবার থেকে শুরু হল দু'দিনের ষষ্ঠ আঞ্চলিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কংগ্রেস। বর্তমান সময়ে বিভিন্ন রোগভোগ, দারিদ্র, অচিরাচরিত শক্তি অব্যবহার হয়ে চলেছে। গবেষক ও বিজ্ঞানীরা এইসব নিরসনে প্রতিনিয়ত গবেষণা করে চলেছেন। বিজ্ঞানকে সমাজের উন্নতির কাজে ব্যবহারের জন্য এই ধরনের সমাবেশ অত্যন্ত জরুরি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এমনই জানালেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক অমলেন্দু ভুঁইয়া।

এটি মূলত পঞ্চম রিজিয়নের বিজ্ঞান কংগ্রেস। সায়েন্স ফ্যাকাল্টির ডিন অধ্যাপক কেকা সরকার জানান, হাওড়া, নদিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ এই জোনে অন্তর্ভুক্ত। বেসিক সায়েন্সের ওপর নতুন নতুন আইডিয়া এই কংগ্রেসে এসেছে। যার দ্বারা বিশেষ করে হ্যাম রেডিয়োর মাধ্যমে সমাজকে সচেতন ও উপকার করা যাবে। বিজ্ঞানী তথা এই কংগ্রেসের সরকারি নোডাল অফিসার বিজ্ঞানী সুব্রতা বি. দত্ত জানান, নতুন নতুন আবিষ্কার, গবেষণা করার কাজে উৎসাহ দিতেই এই ধরনের সমাবেশ করা হচ্ছে। এখান থেকে ছত্রিশ জন গবেষককে নির্বাচন করা হবে এই দু'দিনে। যারা ফেব্রুয়ারির ২৮ ও ২৯ তারিখে অনুষ্ঠিত স্টেট সায়েন্স কংগ্রেসে অংশ নেবে। এই ভাবে ছ'টি জোন থেকে

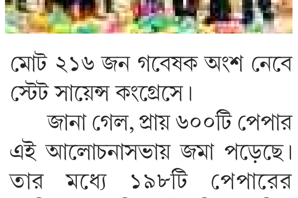

মোট ২১৬ জন গবেষক অংশ নেবে স্টেট সায়েন্স কংগ্রেসে।

জানা গেল, প্রায় ৬০০টি পেপার এই আলোচনাসভায় জমা পড়েছে। তার মধ্যে ১৯৮টি পেপারের সংক্ষিপ্তসার নিয়ে তৈরি গ্রন্থটিও আজ প্রকাশ পেল। আলোচনাসভার জন্য ২২ লক্ষ টাকা অনুমোদন করেছে রাজ্য সরকার। এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী অধ্যাপক বিমান বাগচি, অধ্যাপক পার্থপ্রতিম মজুমদার (আইজার, কলকাতা), বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অধ্যাপক দেবাংশু রায়, সায়েন্স ফ্যাকাল্টির ডিন অধ্যাপক কেকা সরকার, কন্যাশ্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক কাজল দে প্রমুখ।

কেন্দ্রীয় নিয়মের প্রতিবাদে বাস বন্ধ, অলিখিত ধর্মঘটে চালক ও মালিকরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: দেশজুড়ে পরিবহণ আইনে চালকদের ওপর কেন্দ্রের নতুন নিয়ম লাগু করার প্রতিবাদে এবার বাস বন্ধ করে অলিখিত ধর্মঘটে নামলেন বাস চালক ও বাস মালিকরা। বুধবার সকাল থেকে পানাগড় বাজারের বিভিন্ন প্রান্তে চালকরা বাস দাঁড় করিয়ে প্রতিবাদে নামেন।

তাঁদের দাবি, কেন্দ্র সরকার যে নতুন নিয়ম লাগু করেছে, চালকদের ওপর, তাতে তাঁদের বাস চালাতে গেলে সমস্যায় পড়তে হবে। আইন স্থগিত নয়তো যতক্ষণ না পুরোপুরি ভাবে নতুন নিয়ম প্রত্যাহার করছে, ততক্ষণ তাঁরা

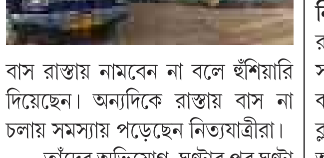

বাস রাস্তায় নামবেন না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। অন্যদিকে রাস্তায় বাস না চলায় সমস্যায় পড়েছেন নিত্যযাত্রীরা।

তাঁদের অভিযোগ, ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁরা বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থেকেও কোনও বাস না পাওয়ায় সময়মতো কর্মস্থলে না পৌঁছতে পারলে তাঁরা বেতন পাবেন না। তাঁদের সংসার চালাতে সমস্যায় পড়তে হবে। অন্যদিকে যাত্রী হয়রানির মোকাবিলা করতে দক্ষিণবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থার চেয়ারম্যান সুভাষ মণ্ডলের দাবি, এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত বাস ডিপো থেকে ১০০টি বাস রাস্তায় নামানো হয়েছে। তবে শেষ পর্যন্ত নতুন আইন আদৌও প্রত্যাহার হয় কিনা, তার দিকে তাকিয়ে বসে আছেন চালকরা।

শিক্ষক মদ খেয়ে চটুল গানে নাচছেন, স্কুলে পড়ানোর অভিযোগ মেয়ের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্যামপুর: অসুস্থ শিক্ষক পাড়ার মঞ্চে মদ খেয়ে চটুল গানে নাচছেন, আর তাঁরই মেয়ে তাঁর বদলে স্কুলে ছাত্র পড়াচ্ছেন বলে অভিযোগ। এমন ঘটনা ঘটেছে হাওড়ার শ্যামপুরের দিগা খোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিনোদ চক প্রাইমারি স্কুলে। শিক্ষককে তাঁর পরিবার অসুস্থ বললেও চটুল গানের সঙ্গে নাচের দৃশ্য ভাইরাল হতেই তাঁর অসুস্থতা নিয়ে যেমন প্রশ্ন উঠেছে, তেমনই ওই এলাকার শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। একজন শিক্ষকের বদলে তাঁর মেয়ে ক্লাস করছেন, এই ঘটনায় রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা বেহাল দশা বলে অভিযোগ তুলছে বিরোধীরা।

জানা গিয়েছে, বিনোদচক তপশিলি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক চন্দন দে গত কয়েক মাস ধরে স্কুলে আসেননি, কিন্তু তিনি অসুস্থ এই কথা জানিয়ে তাঁর মেয়ে রীতিমতো ওই স্কুলে ক্লাস করাচ্ছেন বলে দাবি। পাশাপাশি ওই স্কুলে আরও এক সহ-শিক্ষক রয়েছেন, তবে এ ব্যাপারে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি। বিষয়টি নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে হাওড়ার বিভিন্ন মহলে। যদিও জেলা স্কুল পরিদর্শক সূত্রে এবং ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হলে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

চালকদের সংগঠনের প্রথম সভা চেলিয়ামাতে, উপস্থিত রাজ্য সহ-সভাপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: রাস্তায় গাড়ি চালাতে হলে মানতে হবে নিয়ম। এমনকি রাস্তায় দুর্ঘটনা ঘটলে উলটে চালকদের গুনতে হবে লক্ষ লক্ষ টাকা। কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন নিয়মের জেরে বিপাকে পড়েছেন গাড়ি চালকরা। কেন্দ্রীয় সরকারের কালা আইনের প্রতিবাদ জানিয়ে বুধবার বিকেলে পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের চেলিয়ামা নতুন বাসস্ট্যান্ডে অল ইন্ডিয়া ড্রাইভার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের পুরুলিয়া জেলার রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের প্রথম সভাটি অনুষ্ঠিত হল চেলিয়ামাতে। এই সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন সংগঠনের রাজ্য সহ-সভাপতি সাগর সেন সহ অন্যান্যরা। সংগঠনের রাজ্য সহ-সভাপতি সাগর সেন বলেন, ‘আজকে আমরা একত্রিত হয়ে রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের চেলিয়ামাতে সংগঠনের প্রথম সভাটি করলাম। প্রচুর সাড়া পেয়েছি। কেন্দ্রের কালা নিয়মের প্রতিবাদে এই সংগঠনের আন্দোলন জোরদার করে তুলতেই রাজ্যের প্রতিটি ব্লকে তাদের সংগঠন মজবুত করা হচ্ছে। কেন্দ্রের কালা নিয়ম যাতে প্রত্যাহার করে তার জোরদার লড়াই আন্দোলন চালাতেই সংগঠনকে শক্তিশালী করে তোলা হচ্ছে।’

তৃণমূল যুবর স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর অনুপ্রেরণায় গোগলা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে তৃণমূল যুবর স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির আয়োজিত হল। বুধবার এই রক্তদান শিবিরটি হল গোগলা অঞ্চলের নতুনডাঙা কমিউনিটি হলে। এদিনের এই শিবিরে যুবর প্রায় ৬০ জন রক্তদান করলেন। সংগৃহীত রক্ত আসানসোল জেলা হাসপাতালে যাবে। রক্তদান করলেন যুব পুরুষ ও মহিলা, এছাড়াও মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের গোগলা অঞ্চল তৃণমূলের তরফে সংবর্ধনা দেওয়া হল। এই রক্তদান শিবিরে আসানসোল জেলা হাসপাতালের বিশিষ্ট চিকিৎস্যকরা রক্ত সংগ্রহ করলেন। এদিনের অনুষ্ঠানে অঞ্চল সভাপতি গৌতম ঘোষ জানান, রক্ত দান জীবন দান, রাজ্যে রক্ত সংকট দূর করতেই তৃণমূল কংগ্রেসের এই উদ্যোগ। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদ নেত্রী অনুভা চক্রবর্তী, গোগলা অঞ্চল সভাপতি গৌতম ঘোষ, ব্লকের যুব-র সাধারণ সম্পাদক,বিশ্বজিৎ ঘোষ, গোগলা অঞ্চলের যুব সভাপতি ভোলারাম বাউড়ি প্রমুখ।

লোকসভায় ৪২টি আসনে জয়ী হবেন তৃণমূল প্রার্থীরা : সায়নী

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: কে শত্রু, কে মিত্র তা তিনি জানেন। তাঁদের কাছে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হল মা মাটি মানুষ। বর্ধমানে যুব তৃণমূলের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে মিছিলে ও সভায় যোগ দিয়ে এমনটাই বললেন তৃণমূলের রাজ্য যুব সভানেত্রী সায়নী ঘোষ।

এছাড়াও এদিন মিছিলে পা মেলান রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ সহ জেলার যুব তৃণমূল কংগ্রেসের কয়েক হাজার কর্মী সমর্থক। বুধবার বিকেলে কয়েক হাজার কর্মী সমর্থক নিয়ে যুব তৃণমূল কংগ্রেসের মিছিল শুরু হয় পূর্ব বর্ধমানের উল্লাস মোড় থেকে, শেষ হয় বর্ধমান শহরের কার্জন গেটে। এদিন মিছিল শেষে কার্জন গেটের সামনে একটি পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন পথসভার মঞ্চে দাঁড়িয়ে সায়নী ঘোষ দাবি করেন, আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যে ৪২টি আসনে জয়ী হবেন তৃণমূল প্রার্থীরা। বিজেপি নাকি ৪০০ পার করবে। ওটাকে ২০০ তে নামিয়ে আনতে হবে। সেটাই হবে মূল লক্ষ্য। রাজ্যে তৃণমূল ৪২টি সিট পাবে, কারণ তৃণমূল হাওয়ায় লড়াই করছে না। ময়দানে নেমে লড়াই করছে। তাঁর দাবি, শুভেন্দু অধিকারী শুধু টুইট করেন। উনি টুইটারেই সংগঠন করেন। ময়দানে তাঁর কোনও সংগঠন নেই।

তিনি জানান, সামনেই লোকসভা

নির্বাচন, বর্গীরা এবার রাজ্যে আসতে শুরু করবে। বাংলায়, হোটেল বুকিং করে জোরকদমে খাওয়াদাওয়া আর বাংলার মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করবেন। কর্মীদের উদ্দেশ্যে তিনি দাবি করেন, ২০২৪ সালে পূর্ব বর্ধমান জেলার লোকসভা নির্বাচনে যাতে বিজেপির দিকে কোনও ভোট না পড়ে, সেই কথা মাথায় রেখে তৃণমূল কংগ্রেস অর্থাৎ মা মাটি মানুষের সৈনিকদের সঙ্গে নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা বলতে হবে সাধারণ মানুষকে।

জলের দাবিতে রাস্তা অবরোধ এবিপিট কোলিয়ারির বাসিন্দাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: জলের দাবিতে রাস্তা অবরোধ করলেন পাণ্ডবেশ্বরের এবিপিট কোলিয়ারি এলাকার বাসিন্দাদের। এলাকায় প্রায় ৮০০ জনের বসতি রয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দা প্রবীর মণ্ডল, নার্গিস বিবি, দমন্তী দেবীরা অভিযোগ করেন, গত ৮-৯ মাস আগে ইসিএল এলাকার এবিপিট কোলিয়ারি বন্ধ করে কোলিয়ারির অদূরে অনবরত মাইনর পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন শুরু করেছে। ঠিক তখন থেকেই এবিপিট কোলিয়ারি আবাসনে বসবাসকারী শ্রমিক ও তাঁদের পরিবার জলসংকটে ভুগছেন। স্থানীয়দের দাবি, যেহেতু কোলিয়ারি বন্ধ, তাই এই এলাকার প্রতি নজর নেই ইসিএলের। দিনে একবার খুব অল্প পরিমাণ জল দেওয়া হয়, যা পর্যাপ্ত তো নয়ই আসে দূষিত জল। যা পান করে নানান রোগের সম্মুখীন তাঁরা।

সে কারণেই বুধবার সকাল ১০টা থেকে জলের দাবিতে এবিপিট কোলিয়ারির পাণ্ডবেশ্বর থেকে উখড়া কুমারডিহি রাস্তায় ইসিএলের পরিবহণের গাড়ি আটকে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। ঘটনাস্থলে আসেন কোলিয়ারির ম্যানেজার নরেন্দ্র পরিহাল ও সিভিল ইঞ্জিনিয়ার বিজয় ঘোষ। অবশেষে ঘণ্টাখানেক রাস্তা অবরোধ থাকার পর কোলিয়ারির ম্যানেজারের আশ্বাসে বিক্ষোভ উঠে যায়। শীঘ্রই সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন কোলিয়ারির অধিকারিকরা।

ভ্রম সংশোধন

‘পুরপ্রধানের অর্থে একসঙ্গে ১০টি প্রবেশদ্বারের উদ্বোধন’ শীর্ষক প্রতিবেদন পুরপ্রধানের জায়গায় পুরপিতা বা কাউন্সিলর দেবব্রত পাল হবে। এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী।

আদিবাসীদের খেরওয়াল তুকৌয় বহু পর্যটকের আগমন

সৈয়দ মফিজুল হোদা

বাঁকুড়া: মেলার নাম খেরওয়াল তুকৌ। খেরওয়াল তুকৌ হল একটি আদিবাসী শব্দ। খেরওয়াল শব্দের অর্থ মানুষ এবং তুকৌ মানে মিলনমেলা। মানুষের মিলনমেলার এই উৎসব পালন করা হয় বর্ষবরণের সময়। আদিবাসী এই মহোৎসবে জমা হন হাজার হাজার মানুষ। রঙিন এই মিলনমেলায় গোটা রাজ্য থেকে বিভিন্ন আদিবাসী লোক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে যেমন-পুরুলিয়ার কাশীপুরের

আদিবাসী নৃত্য, মালদার গম্ভীরা।

শময়িতা মঠের পরিচালনায় ২৮তম খেরওয়াল তুকৌ পালিত হল বাঁকুড়ায়। মেলা, আদিবাসী শিল্প থেকে শুরু করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সঙ্গে সকলের জন্য মধ্যাহ্ন প্রসাদের ব্যবস্থা ছিল খেরওয়াল তুকৌতে। থাকছে শুশুনিয়া পাহাড়ের পাদদেশে শিউলিবোনা গ্রামের উপকণ্ঠে আনুমানিক ২৪-২৫ হাজার মানুষ, এমনটাই জানালেন শময়িতা মঠের সম্পাদিকা ঋষি ঋদ্ধা অনাহতা।

বাঁকুড়ার তথা আদিবাসী সংস্কৃতির নিদর্শন দেখতে ডেনমার্কের কোপেনহেগেন শহর থেকে এসেছেন একাধিক পর্যটক। তাঁরাও উপভোগ করে দেখলেন খেরওয়াল তুকৌ। কথা বলে জানা গিয়েছে, ডিসেম্বর মাসে বাঁকুড়ায় এসেছেন তাঁরা, মাস দুই আড়াই শময়িতা মঠে থাকবেন এবং শময়িতা মঠের স্বেচ্ছাসেবী কাজকর্ম তাঁরা দেখবেন। জেলার মানুষ যখন নতুন ইংরেজি বছর নিয়ে মাতোয়ারা, তখন পাহাড়ে নীচে পড়ন্ত বিকেলে এই ছোট্ট মেলার আলাদাই স্বাদ। গ্রামের আদিবাসী মানুষজন গোটা বছর অপেক্ষা করে থাকেন, আবারও অপেক্ষা শুরু এক বছরের খেরওয়াল তুকৌর।

লোকসভা নির্বাচনের আগেই চালু হতে পারে সিএএ

নয়াদিল্লি, ৩ জানুয়ারি: সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন তথা সিএএ দেশজুড়ে চালু হতে পারে লোকসভা নির্বাচনের আগেই। এমনই দাবি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের এক সূত্রের। সংবাদ সংস্থা পিটিআই এমনটাই জানিয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১৯-এর শেষে সিএএ-তে রাষ্ট্রপতির সিলমোহর পড়লেও বিধি তৈরি হয়নি। তাই এখনও আইনটি কার্যকর করা যায়নি। কিন্তু এবার আইনের ধারা তৈরি হয়ে যাবে খুব তাড়াতাড়ি। আর তার পরই তা কার্যকর করা যেতে পারে। এমনটাই দাবি কেন্দ্রীয় সূত্রের।

১৯৫৫ সালে দেশে নাগরিকত্ব আইন করা হয়েছিল বেআইনি অনুপ্রবেশ ঠেকাতে। ৬৪ বছর পর সেই আইন সংশোধন করে বেআইনি অনুপ্রবেশকারীর সংজ্ঞাটি বদলানো হয়। ১৯৫৫ সালের আইনে ২ নম্বর ধারায় বেআইনি অনুপ্রবেশকারীর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল। ২০১৯ সালের সংশোধনীতে ২ নম্বর ধারাটি সংশোধন করে ২(১)বি যুক্ত করা হয়। সেই ধারায় বলা হয়- বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে আসা হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সি ও খ্রিস্টানরা বেআইনি অনুপ্রবেশকারীর দলে পড়বে না। এই সংশোধনীটি আনার সঙ্গে সঙ্গে দেশজুড়ে আগুন জ্বলে। এই আইন 'অসাংবিধানিক' ও 'সংবিধানের পরিপন্থী' এই দাবি বারবার উঠে আসে আন্দোলনকারীদের মুখে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সুপ্রিম কোর্ট প্রশ্ন করায় কেন্দ্র জানায়, এই আইন পুরোপুরি বৈধ ও সাংবিধানিক।

কিন্তু এই আইনের ধারা তৈরি করা যায়নি এখনও। বার বারই অতিরিক্ত সময় চেয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। এমন গুঞ্জনও ছিল, মোদি সরকার এই আইন কার্যকর করতে আর ততটা আগ্রহী নয়। কিন্তু সম্প্রতি বঙ্গ সফরে অমিত শাহ জানিয়েছিলেন, সিএএ চালু হতে চলেছে। আর এবার সামনে এল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের আধিকারিকের দাবি। তিনি বলেছেন, রুল তৈরি হয়ে গিয়েছে। অনলাইন পোর্টালও প্রস্তুত। এই পুরো প্রক্রিয়াটিই অনলাইন, এবং আবেদনকারীরা মোবাইল ফোন থেকেই আবেদন করতে পারবেন। সেই সঙ্গেই তাঁর দাবি, লোকসভা নির্বাচনের ঘোষণার আগেই চালু হতে পারে সিএএ।

কেরলে মোদির জনসভা-রোড শো'তে উপচে পড়া ভিড়

তিরুঅনন্তপুরম, ৩ জানুয়ারি: দক্ষিণ ভারত সফরের দ্বিতীয় দিনে বুধবার কেরলে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কেরলের ত্রিসুরে গিয়ে শুভেচ্ছার বন্যায় ভাসলেন প্রধানমন্ত্রী। মোদিকে অভ্যর্থনা জানাতে প্রচুর মহিলা হাজির হয়েছিলেন সেখানে। সেখানে একটি রোড-শো করেছেন মোদি। সে সময় রাস্তার দুধারে মোদীকে দেখতে অগণিত মানুষ ভিড় করেছিলেন। এর পর একটি জনসভাতেও হাজির হন তিনি। সেখানে প্রায় ২ লক্ষ মহিলা উপস্থিত হয়েছিলেন বলে জানা গিয়েছে। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মহিলারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে কেরলের মেয়েরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন বলে জনসভার বক্তৃতায় উল্লেখ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। কেরলের মেয়ের কর্মোদ্যোগ এবং সাহসিকতার প্রশংসাও শোনা গিয়েছে মোদির বক্তব্যে।

বুধবার কেরলের জনসভা থেকে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, গত ১০ বছরে তাঁর সরকার মহিলাদের সম্মান দিতে অনেক উদ্যোগ নিয়েছে। মুসলিম মহিলাদের তিন তালাক থেকে মুক্তির কথাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন তিনি। সেই সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, গরিব, কৃষক এবং মহিলাদের ক্ষমতায়ন তাঁর সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। বুধবারের জনসভায় মহিলাদের উপস্থিতিকে 'স্ত্রী শক্তি সমাগম' বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। এই বার্তা দেশের প্রতিটি প্রান্তে পৌঁছে যাবে বলেও আশা প্রকাশ করেছেন তিনি। কেরলের বিজেপি নেতাদের দাবি, মহিলাদের এই সমাগম কেরলে এখনও পর্যন্ত সর্ববৃহৎ।

পিকনিক করতে গিয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু ১৪

গুয়াহাটি, ৩ জানুয়ারি: নতুন বছরের শুরুতেই পাড়ার সকলে মিলে যাচ্ছিলেন পিকনিকে। কিন্তু গন্তব্যে আর পৌঁছনো হল না। মাঝপথেই দুর্ঘটনায় শেষ সবকিছু। পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ১৪ জনের। গুরুতর জখম আরও ২৭ জন। বুধবার ভোর ৫টা নাগাদ একটি বাসের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় ট্রাকের। দুমড়ে-মুচড়ে যায় বাসের একাংশ। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে অসমের দেরগাঁও-তে। ভোর ৫টা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটে। জানা গিয়েছে, অসমের আথখেলিয়া থেকে বালিজানে পিকনিক করতে যাচ্ছিলেন ৪৫ জন সদস্য। সকলে একই পাড়ার বাসিন্দা। পিকনিক করতে ভোর ৩টে নাগাদ তারা সবাই রওনা দিয়েছিল। গন্তব্যে পৌঁছনোর কিছুটা আগেই, দেরগাঁওতে উল্টোদিকে মারগেরিতা থেকে আসা একটি ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় বাসটির। সামনের অংশটি সম্পূর্ণ ভেঙেচুরে দুমড়ে যায়। দুর্ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। ক্রেন দিয়ে ট্রাকটিকে সরানো হয় এবং দুর্ঘটনাগ্রস্থ বাস থেকে একে একে যাত্রীদের উদ্ধার করে আনা হয়। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, দুর্ঘটনার জেরে ঘটনাস্থলেই ১৪ জন যাত্রীর মৃত্যু হয়েছে। গুরুতর জখম আরও কমপক্ষে ২৭ জন। তাদের উদ্ধার করে জোরহাট মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করানো হয়েছে। একাধিক আহত যাত্রীর অবস্থাই সঙ্কটজনক বলে জানা গিয়েছে।

ইডির তলব তৃতীয়বারও এড়ালেন কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ৩ জানুয়ারি: ইডির সমনে এ বারও সাড়া দিলেন না দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। ৩ জানুয়ারি তাঁকে ইডি দপ্তরে এসে দেখা করতে বলেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটি। এই মর্মে গত ২২ ডিসেম্বর অরবিন্দকে সমন পাঠানো হয়েছিল। বুধবার ছিল সেই দিন। তবে সকালেই আম আদমি পার্টির (আপ) প্রধান অরবিন্দ জানিয়ে দেন, তিনি ইডি দপ্তরে আসছেন না। কেন আসছেন না, তার কারণও দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন বলে ইডি সূত্রে খবর।

এই নিয়ে তৃতীয় বার ইডির সমন এড়ালেন কেজরিওয়াল। এর আগে যথাক্রমে ২ নভেম্বর এবং ২১ ডিসেম্বর ডেকে পাঠানো হয়েছিল আপ প্রধানকে। তিনি সেই তলবেও সাড়া দেননি। এর মধ্যে ২১ ডিসেম্বর অরবিন্দ তাঁর যোগাভ্যাসের অনুশীলনের জন্য যেতে পারেননি বলে জানিয়েছিলেন আপ নেতা সৌরভ ভরদ্বাজ। তার আগেও নভেম্বরে ইডির সমনে সাড়া না দিয়ে মধ্যপ্রদেশে প্রচারের কাজে চলে গিয়েছিলেন কেজরিওয়াল। আপের তরফে বলা হয়েছিল রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে ডেকে পাঠানো হচ্ছে। শুধু তা-ই নয়, কেজরিওয়ালকে ইডি যে সমন পাঠাচ্ছে তা আইনত বৈধ নয় বলেও দাবি করেছিল আপ।

একই কথা বলেছিলেন আপপ্রধানও। বুধবারও ইডিকে দেওয়া জবাবে অরবিন্দ জানিয়েছেন, তাঁকে পাঠানো ইডির সমন বেআইনি। তদন্তে যে কোনও রকমের সাহায্য করতে তিনি প্রস্তুত। যে কোনও আইনত বৈধ সমনেরও জবাব দিতে রাজি। কিন্তু বেআইনি সমনগুলি সরাতে হবে।

কেজরিওয়ালকে দিল্লির আবগারি দুর্নীতির সূত্রে ডেকে পাঠিয়েছে ইডি। কিন্তু আপ জানিয়েছে, বার বার প্রশ্ন করা সত্ত্বেও ইডি একটি প্রশ্নের জবাব দেয়নি বা দিতে পারেনি যে, কোন মর্যাদায় বা কী হিসাবে কেজরিওয়ালকে ওই মামলায় এই সমন পাঠানো হচ্ছে। তাতেই সন্দেহ বাড়ছে এবং এই বিশ্বাসও দৃঢ় হচ্ছে যে রাজনৈতিক কারণেই এই সমন।

আপের তরফে বলা হয়েছে, আপপ্রধানকে সমন পাঠানো হচ্ছে আসলে গ্রেপ্তার করার জন্য।

মহুয়া-কাণ্ডে লোকসভার সচিবালয়কে নোটিস সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ৩ জানুয়ারি: সাংসদ পদ বাতিল নিয়ে মহুয়া মৈত্রর করা মামলায় লোকসভা সচিবালয়কে নোটিস পাঠাল সুপ্রিম কোর্ট। মহুয়ার সাংসদ পদ কেন বাতিল হল জানতে চায় শীর্ষ আদালত। ৩ সপ্তাহের মধ্যে সচিবালয়কে জবাব দিতে বলা হয়েছে। মামলার পরবর্তী শুনানি মার্চের ১১ তারিখের পর।

লোকসভায় টাকার বিনিময়ে প্রশ্নের অভিযোগ উঠেছিল কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রর বিরুদ্ধে। এথিক্স কমিটির প্রস্তাব মেনে তৃণমূলের সাংসদকে লোকসভা থেকে বহিষ্কার করা হয়। এমনকী আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগও দেওয়া হয়নি তাঁকে। এর পরই শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হন মহুয়া। গত মাসে মামলার দ্রুত শুনানির আর্জিও জানান মহুয়া। তবে সেই আর্জি খারিজ হয়ে যায়। বুধবার ওই মামলার শুনানি ছিল সুপ্রিম কোর্টে। এদিন শীর্ষ আদালতে লোকসভার সচিবালয়ের তরফে সলিসিটর জেনারেল দাবি করেন, সংসদের কার্যপ্রণালী স্পিকারের অধীনস্থ। তাতে বিচারবিভাগ হস্তক্ষেপ করতে পারে না। তাতে শীর্ষ আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, এ বিষয়ে আমরা কোনওরকম মন্তব্য করব না। সংসদের কাজে বিচারবিভাগ কতটা হস্তক্ষেপ করতে পারে সেটা নিয়ে সংশয় রয়েছে। এরপরই সংসদের সচিবালয়-সহ সব পক্ষকে নোটিস পাঠানো হয়। ৩ সপ্তাহের মধ্যে সব পক্ষকে জবাব দিতে হবে। তবে মহুয়াকে ততদিন সংসদের কার্যপ্রণালীতে যোগ দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়নি। একই সঙ্গে এদিন বাংলো ফিরে পাওয়ারও দাবি জানিয়েছিলেন তৃণমূল সাংসদ। সেটা নিয়ে অবশ্য কোনওরকম স্বস্তি তিনি পাননি। আদালত জানিয়েছে, বাংলো সংক্রান্ত পৃথক একটি মামলা চলছে। তাই এখানে এটা নিয়ে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

গুরুগ্রামের হোটেলে খুন মডেল

গুরুগ্রাম, ৩ জানুয়ারি: গুরুগ্রামের সিটি পয়েন্ট হোটেল খুন হলেন বছর ২৭-এর মডেল। নাম দিব্যা পাহুজা। অভিযোগ, পঞ্জাবি এই মডেলকে খুন করেন হোটেল মালিক অভিজিৎ সিং। শুধু খুন নয় দিব্যার দেহ পাচারের উদ্দেশে এক সহযোগীকে প্রায় ১০ লাখ টাকা দেন ওই হোটেল মালিক। ঘটনার তদন্তে নামে গুরুগ্রামের পুলিশ। উঠে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য।

২ জানুয়ারি হোটেলের ১১ নম্বর ঘরের দিকে যেতে দেখা যায় হোটেল মালিক অভিজিৎকে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন এক পুরুষ এবং এক মহিলা। তার পর খুন করা হয় দিব্যাকে। খুন করে তাঁর দেহ টেনেহিঁচড়ে হোটেল থেকে বার করে তোলা হয় বিএমডাব্লিউ গাড়িতে। গোটা ঘটনাটাই ধরা পড়েছে সিসিটিভি ফুটেজে। অভিযোগ, দিব্যাকে খুন করে তাঁর দেহ লোপাট করার জন্য সহযোগীকে প্রায় ১০ লাখ টাকাও দেন অভিজিৎ। এর পর ঘটনার তদন্তে নামে পুলিশ। পঞ্জাবের বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি চালিয়ে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। কুখ্যাত গ্যাংস্টার সন্দীপ গাডোলির সঙ্গে সম্পর্কে ছিলেন দিব্যা। ২০১৬ সালে মুম্বইয়ে এনকাউন্টারে মৃত্যু হয় সন্দীপের। তার পরই দিব্যার মা পুলিশের কাছে অভিযোগ জানান সন্দীপের ভাই-বোন ও এই অভিজিৎ সিংয়ের নামে। তাঁর মেয়েকে নাকি খুন করার চেষ্টা করছেন তাঁরা। সেই সময় থেকে নাকি দিব্যার উপর রাগ অভিজিতের। ঘটনার পর বেশ কয়েক বছর কেটে গিয়েছে। সন্দীপের মৃত্যুর ঘটনায় মূল অভিযুক্ত ছিলেন এই মডেল। গত বছরই বম্বে আদালত থেকে জামিন পান দিব্যা। তাঁর বছর ঘুরতে না ঘুরতেই মৃত্যু হল দিব্যার।

দক্ষিণ গাজার একটি স্কুল থেকে মিলল হামাসের সুড়ঙ্গ পথ

গাজা, ৩ জানুয়ারি: উত্তর গাজার পর দক্ষিণ গাজার একটি স্কুল থেকে মিলল হামাসের সুড়ঙ্গ পথ। ওই স্কুলে শিশুদের অস্ত্রের প্রশিক্ষণও দেওয়া হত বলে দাবি করেছে ইজরায়েল ডিফেন্স ফোর্স। এই দাবির পক্ষে একাধিক ছবি প্রকাশ করেছে তারা। বলে রাখা ভালো, জঙ্গিদের নিকেশ করতে গোটা গাজা ভূখণ্ড জুড়ে আক্রমণ শানাচ্ছে ইজরায়েল। ধ্বংস করা হচ্ছে জঙ্গিদের একাধিক ডেরা।

সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর, ইজরায়েলি ফৌজের পঞ্চম ব্রিগেড দক্ষিণ গাজার খিরবেট আহজার অঞ্চলের একটি স্কুলে হামাসের সুড়ঙ্গের হদিশ পেয়েছে। জওয়ানরা বিভিন্ন হাতিয়ারের ছবি খুঁজে পেয়েছে যেগুলো শিশুদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল। সেই ছবি আইডিএফ প্রকাশ করে জানিয়েছে, ওই স্কুল থেকে মর্টার, গ্রেনেড, বুলেট উদ্ধার করা হয়েছে। ফলে মনে করা হচ্ছে, যুদ্ধে ছোট ছোট শিশুদেরকেও ব্যবহারের ছক কষেছিল হামাস জঙ্গিরা। অস্ত্রের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য হাতিয়ারের ছবি ব্যবহার করত তারা।

জানা গিয়েছে, বুধবার দক্ষিণ গাজার খিরবেট আহজার অঞ্চলের অভিযান চালানোর সময় হামাস জঙ্গিদের অন্যান্য ডেরাতেও তল্লাশি চালানো হয়। যেখান থেকে ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী রকেট ছুঁড়েছিল জেহাদিরা। সেনাবাহিনী বেশ কিছু অস্ত্রশস্ত্রও বাজেয়াপ্ত করেছে। উত্তর গাজা গুঁড়িয়ে দেওয়ার পর দক্ষিণ গাজায় আক্রমণ শানাচ্ছে ইজরায়েল। হামলা চালানো হয়েছে সেখানকার একাধিক শরণার্থী শিবির, জনবসতিপূর্ণ এলাকায়।

বলে রাখা ভালো, গাজা ভূখণ্ডে মাটির ৮০ মিটার নিচে ছড়িয়ে রয়েছে হামাসের টানেল নেটওয়ার্ক, যার ব্যাপ্তি কয়েকশো কিলোমিটার। ওই সব সুড়ঙ্গের ভিতরে রয়েছে বাঙ্কার, হাতিয়ার ভাণ্ডার থেকে শুরু করে নানা ধরনের ফাঁদও। গাজার হাসপাতাল, মসজিদ, স্কুলের নিচে হদিশ মিলেছিল 'দ্য মেট্রো'বা হামাসের সুড়ঙ্গ জালের। মাটির নিচের এই ডেরা থেকে বিভিন্ন হামাসের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালানোর অভিযোগ তুলেছে ইজরায়েল। এর আগে উত্তর গাজায় মাটির নিচে হামাসের ডেরা বিস্ফোরক ভরে উড়িয়ে দিয়েছিল ইজরায়েলি ফৌজ।

দক্ষিণ লোহিত সাগরের পণ্যবাহী জাহাজ লক্ষ্য করে মিসাইল ছুঁড়ল হাউথি গোষ্ঠী

সানা, ৩ জানুয়ারি: ফের লোহিত সাগরে মিসাইল ছুঁড়ল ইয়েমেনের হাউথি গোষ্ঠী। আক্রমণ করা হয়েছে বাব এল-মানদাব প্রণালীতে চলাচল করা পণ্যবাহী জাহাজে। এমনটাই অভিযোগ জানিয়েছে মার্কিন সেনা। ব্রিটিশ সামুদ্রিক নিরাপত্তা সংস্থা ইউকেএমটিওরের একটি রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে এই খবর।

ওই রিপোর্টে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার ইরিট্রিয়া এবং ইয়েমেনের উপকূলের মধ্যে পণ্যবাহী জাহাজে বিস্ফোরণ হয়। তবে এই আক্রমণে জাহাজের কোনও ক্ষতি হয়নি। চালকদলের সব সদস্যরা সুরক্ষিত রয়েছেন। এ নিয়ে মার্কিন সেনার সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম)-এর তরফে জানানো হয়েছে, দক্ষিণ লোহিত সাগরের পণ্যবাহী জাহাজ লক্ষ্য করে দুটি অ্যান্টিশিপ বা জাহাজ বিধ্বংসী ব্যালিস্টিক মিসাইল ছোঁড়ে ইরানের মদতপুষ্ট হাউথিরা। সেখানে আরও কয়েকটি বাণিজ্যিক জাহাজ ছিল। কিন্তু এই ঘটনায় কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। এক্স হ্যান্ডেলে সেন্টকম জানিয়েছে, গত ১৯ নভেম্বরের পর থেকে বাণিজ্যিক জাহাজগুলোতে ২৪টি হামলা চালিয়েছে হাউথিরা। এতে নিরীহ নাবিকদের জীবন বিপন্ন হচ্ছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পথে ব্যাঘাত ঘটছে। এদিকে লোহিত সাগরের এই উত্তপ্ত পরিস্থিতি নিয়ে রাষ্ট্রসংঘে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ফ্রান্সের কূটনীতিকরা। আন্তর্জাতিক মঞ্চে তাঁরা হাউথিদের এই আক্রমণের কথা তুলে ধরেন।

উল্লেখ্য, ইরানের মদতপুষ্ট হাউথিরাদের তরফে আগেই জানানো হয়েছে গাজায় প্যালেস্তিনীয়দের সমর্থনে এই হামলা চালানো হচ্ছে। ইজরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে হামাসের পক্ষে রয়েছে তারা। ইজরায়েল-হামাস যুদ্ধের পর থেকেই লোহিত সাগরে হামলা বৃদ্ধি পেয়েছে। বেছে বেছে ইজরায়েলপন্থী দেশগুলোর জাহাজে হামলার ঘটনা তাৎপর্যপূর্ণ। কয়েকদিন আগেই ভারতীয় বাণিজ্যতরীতে ড্রোন হামলা চালায় হাউথিরা। যা নিয়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং জানিয়ে দেন, সমুদ্রের গভীর থেকেও হামলাকারীদের খুঁজে বের করবে ভারত। বলে রাখা ভালো, কয়েকদিন আগেই হাউথিদের তিনটি নৌকা ধ্বংস করে দেয় মার্কিন ফৌজ।

লুধিয়ানার উড়ালপুলে তেলের ট্যাংকার উল্টে অগ্নিকাণ্ড

চণ্ডীগড়, ৩ জানুয়ারি: পঞ্জাবের লুধিয়ানায় উড়ালপুলের উপর উল্টে গেল তেলের ট্যাংকার। তাতে আগুন ধরে উড়ালপুলে যান চলাচল ব্যাহত হয়েছে। ঘটনার ভিডিও প্রকাশ্যে এসেছে। যা ইতিমধ্যে ভাইরাল হয়ে গিয়েছে সমাজমাধ্যমে। তাতে দেখা গিয়েছে, দাউ দাউ করে জ্বলছে উড়ালপুলের বিস্তীর্ণ অংশ। লুধিয়ানার খান্না এলাকার জাতীয় সড়কের উপর দিয়ে যাচ্ছিল একটি তেলের ট্যাংকার। আচমকা সেটি ডিভাইডারে ধাক্কা খেয়ে উল্টে যায়। তেলে আগুন ধরে যায়। দ্রুত তা ছড়িয়ে পড়ে উড়ালপুলের উপরে। রাস্তায় যে সব যানবাহন ছিল, সেগুলি থামিয়ে দিতে বাধ্য হন চালকেরা। খবর দেওয়া হয় দমকলকে। সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ছবি এবং ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, উড়ালপুলের ধার বরাবর দীর্ঘ রাস্তা জুড়ে আগুন জ্বলছে। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে গিয়েছে আকাশ। উড়ালপুলের নীচ দিয়ে অবশ্য গাড়ি চলাচল করতে দেখা গিয়েছে।

NOTICE INVITING e-TENDER

e-Tender are hereby invited by the Prodhan, Eroali GP, Msd. from bonafied outsider for 10 nos of works in the **NIeT 08/EGP/15th CFC/2023- 24 dt 28/12/2023 & NIeT 09/EGP/ SFC/2023-24 dt 28/12/2023.** Last date of bid submission **15/01/2024 up to 11:00 hrs.** for details visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Eroali GP. Msd.

SFDC Ltd Invites **E-auction (NIT No.–SFDC/MD/NIT-37(e) /2023-24)** for Sale of 20 MT marketable Pangus fishes from cage culture project site at Kangsabati Reservoir, Bankura during the year **2023-24.** Start date and End date of Bid Submission are **04.01.24** and **22.01.24** respectively. Please visit **www.wbsfdcltd.com** or **www.wbtenders.gov.in** for details.

E-tender notice invited by the Prodhan Deypara Gram Panchayet, Shimultala, P.O. Krishnagar, Nadia. E-tender no: WB/NAD/KGR-I/DGP/NIT- 43 /23-24 GWM (SBMG- II Fund 2023-24) Date : 29/12/2023 Memo No. 517/DEY/2023-24. Last date of submission BID 13/01/2024 at 09.00 A.M. Technical Bid opening 15/01/2024 at 10.00 A.M. More details please contact to the office or visit https://wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan
Deypara Gram Panchayet
Shimultala, Krishnagar, Nadia.

Memari-II Panchayat Samity
Paharhati, Purba Bardhaman
e-Tender Notice
e-Tender is invited vide **NIT No.: 62/2023-24 & Memo No.: 03, Date: 02.01.2024,** for **11 nos. scheme** under Memari-II Panchayat Samity. Documents download/sell end date (Online) for Bid Submission up to **18.01.2024** for detail information please contact with Memari-II PS office notice board/SAE Section and go through e-Tender site **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Officer,
Memari-II Panchayat Samity

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার বাতিল
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিশ)/৫৫১, তারিখঃ ১৩.১২.২০২৩-এর অধীনে ক্র.নং. ৩, টেন্ডার নং ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩২৬৪, যেটি সিনিয়ার ডিভিসনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, জেনারেল, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের নিকট, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক পূর্বে প্রকাশিত, এতদ্বারা প্রশাসনিক ও টেকনিক্যাল কারণবশত **বাতিল** হিসাবে গণ্য হবে।
(HWH-424/2023-24)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুনঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার
ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডিআরএম (এস অ্যান্ড টি), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, আদ্রা, পিন-৭২৩১২১, পশ্চিমবঙ্গ নিম্নলিখিত ই-টেন্ডারগুলি আহ্বান করছেন যেগুলি বন্ধের তারিখ ও সময় **১৫.০১.২০২৪ বেলা ১১টা।** বিস্তারিত বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এসএনটি_ই_টেন্ডার_এডিএ_২৩_২৪_৪৫, তারিখঃ ০২.০১.২০২৪। কাজের নামঃ** আদ্রা ডিভিসনে ৫৬টি এনএসজি ক্যাটিগরি স্টেশনে জিপিএস ভিত্তিক ডিজিটাল ঘড়ির সংস্থান। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ১,২৮,৬১,৮৮২ টাকা।
(PR-988)

Itachuna Khanyan Gram Panchayat
Vill.+P.O.- Khanyan, P.S.-Pandua, Dist.- Hooghly, 712147
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders are invited from the resourceful and experienced bidders for execution of different works(s) vide **Reference No.- 641/2023, Dated- 29/12/2023, NIT No.- 32/2023, Dated- 29/12/2023** for Nine Numbers of works. **Tender ID:** i) **2023_ZPHD_634566_1**, ii) **2023_ZPHD_634566_2**, iii) **2023_ZPHD_634566_3**, iv) **2023_ZPHD_634566_4**, v) **2023_ZPHD_634566_5**, vi) **2023_ZPHD_634566_6**, vii) **2023_ZPHD_634566_7**, viii) **2023_ZPHD_634566_8**, ix) **2023_ZPHD_634566_9.** Last Date of Bid Submission: **17/01/2024 upto 01:30 P.M.** For more details visit **https://wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Itachuna Khanyan Gram Panchayat

Garibpur Gram Panchayat
Domkal Development Block
Jitpur, Murshidabad
Notice Inviting e-Tender
e-Tender Notice is hereby invited from experienced and resourceful bidders for execution different development works vide **NIT No. 04/PRODHAN/GARIBPUR GP/ 2023-24, Date: 29.12.2023,** are invite from **03.01.2024 to 11.01.2024** of Garibpur GP, for 6 nos. Civil Works up to **02:00 PM.** Details information visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Garibpur Gram Panchayat

Office of the Councillors of the
GHATAL MUNICIPALITY
Ghatal, Paschim Medinipur
ABRIDGED TENDER NOTICE
e-Tender is invited by the Chairman, Ghatal Municipality, Ghatal, Paschim Medinipur for the work:- **29 nos. of Development Works under 15th FC Scheme** within Ghatal Municipality as per **NIT No.: WBMAD/ GHATAL/NIT-15e/2023-24, Date: 03.01.2024, Tender ID: 2023_MAD_626557_1 to 29.**
Details of the tender may be seen from the website **https://wbtenders.gov.in** and **www.ghatalmunicipality.com**
Sd/-
Chairman
Ghatal Municipality

Memari-II Panchayat Samity
Paharhati, Purba Bardhaman
e-Tender Notice
e-Tender is invited vide **NIT No.: 61/2023-24 & Memo No.: 04, Date: 02.01.2024,** for **07 nos. scheme** under Memari-II Panchayat Samity. Documents download/sell end date (Online) for Bid Submission up to **19.01.2024** for detail information please contact with Memari-II PS office notice board/SAE Section and go through e-Tender site **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Officer,
Memari-II Panchayat Samity

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA - 700 123.
TENDER NOTICE
No. 30/23-24/FCXV/T Dated 03.01.2024.
e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Different Development Works under Fifteen Finance Commission. Last date of submission of tender: **20.01.2024 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.
S/d. Uttam Das. Chairman
Barrackpore Municipality

e-TENDER NOTICE
e-Tender invited by the Prodhan Chakdignagar Gram Panchayat, Kalirhat, Nadia. **NIT No: Chakdignagar- 21/2023-24. Memo No: 624/Chak. NIT No: Chakdignagar-22/2023-24. Memo No: 625/Chak. Dated: 27/12/2023.** Bid submission closing date: **11/01/2024 up to 2 PM.** Technical Bid open: **15/01/2024 on or after 2 PM.** For more details please visit: **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Chakdignagar Gram Panchayat,
Nadia.

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA - 700 123.
TENDER NOTICE
No. 29/23-24/NCAPFFC/T Dated 03.01.2024.
e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Different Development Works under Fifteen Finance Commission. Last date of submission of tender: **20.01.2024 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.
S/d. Uttam Das. Chairman
Barrackpore Municipality

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
1) N.I.Q. No. – UKM/028/WW/ 2023 – 24, Date – 04.01.2024
Name of Work – Supplying one number 20 H.P. Pump Motor set . Quotation Submission Last Date – 13.01.2024(3.00 p.m.) , For Details-**www.uttarparamunicipality.in**
2) N.I.Q. No. – UKM/029/WW/ 2023 – 24, Date – 04.01.2024
Name of Work – Supplying of 80 mm dia D.I. Pipe Line Fittings and Supplying of Electrical Materials at Water Works Department.Quotation Submission Last Date – **13.01.2024(1.00 p.m.),** For Details-**www.uttarparamunicipality.in**
Sd/- Chairman
Uttarpara-kotrung Municipality

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA - 700 123.
TENDER NOTICE
No. 28/23-24/FCXV/T Dated 03.01.2024.
e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Different Development Works under Fifteen Finance Commission. Last date of submission of tender: **20.01.2024 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in**, Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.
S/d. Uttam Das. Chairman
Barrackpore Municipality

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা
প্রিন্সিপ্যাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার, মেট্রো রেলওয়ে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডারিং-এর উদ্দেশ্যে টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করছেন ঃ **কাজের নাম ঃ** মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা-র মহানায়ক উত্তম কুমার স্টেশন (কেএমইউকে) থেকে কবি সুভাষ স্টেসন (কেকেভিএস) পর্যন্ত বিভিন্ন অবস্থানে ভায়াডাক্ট-এর নিরাপত্তার জন্য পুরোনো দিনের হাইট গজগুলির নির্দিষ্ট মানে উন্নয়ন। **কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** ৪২,৮১,৪৫১.৭৪। **বায়না মূল্যঃ** ৮৫,৬০০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমাঃ** নয় (০৯) মাস। **বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ০১.০২.২০২৪ বেলা ১২টা। টেন্ডার নথি ও অন্যান্য বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। পরিবর্তন/সংশোধনী, যদি কিছু থাকে, শুধুমাত্র ওয়েবসাইটে দেখতে পাওয়া যাবে।
সংক্ষিপ্ত ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ সিভিল-২৪৫৪-২০২৩ (ওপেন)
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

EKDIN, VOL. 17, ISSUE NO. 203, KOLKATA, THURSDAY, 4 JANUARY 2024, PAGE 8

এক দিনে পড়ল ২৩ উইকেট!

সিরাজের সাফল্য ঢেকে গেল ব্যাটারদের ব্যর্থতায়

নিজস্ব প্রতিনিধি: এক দিনে পড়ল ২৩টি উইকেট। চার ইনিংসের টেস্ট ম্যাচের প্রায় আড়াই ইনিংস শেষ এক দিনেই। দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে কোনও দিনই যে জিনিস দেখা যায়নি, তাই হল বুধবার। কেপ টাউনে সিরিজে সমতা ফেরানোর লক্ষ্যে খেলতে নেমেছিল ভারত। আগে ব্যাট করতে নামা দক্ষিণ আফ্রিকাকে দু'ওভারে গুটিয়ে দিয়েছিল ৫৫ রানে। কিন্তু নিজেরাও তার সুবিধা নিতে পারল না। ভারতের প্রথম ইনিংস শেষ হল ১৫৩ রানে। জবাবে দ্বিতীয় ইনিংসে দক্ষিণ আফ্রিকা ৩ উইকেট হারিয়ে ৬২। হাতে ৭ উইকেট। পিছিয়ে ৩৬ রানে।

টেস্টে এ রকম ঘটনাবহুল দিন খুব একটা আসে না। আবার এটাও ঠিক, একই দিনে এত ঘটনা ঘটলে টেস্ট ক্রিকেটের সেই মজাটাও থাকে না। টেস্ট ক্রিকেট লোকে দেখতে আসেন পাঁচ দিনের জন্যেই। কিন্তু ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট দু'দিনেই শেষ হওয়ার মুখে। কেউ রুখে না দাঁড়ালে বৃহস্পতিবারই টেস্ট শেষ হয়ে যাওয়ার কথা।

প্রথম দিনের শেষে মহম্মদ সিরাজের বোলিং যদি আলোচনার বিষয় হয়, তা হলে তাকে ছাপিয়ে যাবে ভারতের ব্যাটিং তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়া। চা-বিরতির পর একটা সময় ভারতের রান ছিল ১৫৩-৪। তার পরে মাত্র ১১ বলের ব্যবধানে ভারতের বাকি ৬টি উইকেট পড়ে। দক্ষিণ আফ্রিকার বোলারদের দাপটে শেষ কয়েক মিনিটে যে ভাবে এতগুলি উইকেট পড়েছে তাতে চমকে গিয়েছেন অনেকেই। মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যবধানে গুটিয়ে যায় ভারতের ইনিংস।

তবে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ভারতের প্রথম ইনিংসটা খারাপ শুরু হয়নি। যশস্বী জয়সওয়াল আবার ব্যর্থ হলেও দ্বিতীয় উইকেটে রোহিত শর্মা এবং শুভমন গিল খেলাটা ধরে নেন। রোহিত শুরু করেছিলেন আগ্রাসী ভঙ্গিতে। দেখে মনে হচ্ছিল বিশ্বকাপের রোহিত ফিরে এসেছেন, যিনি প্রথম বল থেকে আগ্রাসন করতে শুরু করেছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার বোলারদের কোনও মতেই মাথার উপরে উঠতে দেননি ভারতের অধিনায়ক।

কিন্তু রোহিতের ইনিংস দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। অর্ধশতরানের কাছাকাছি এসে আরও এক বার ফিরে যান তিনি। নান্দ্রে বার্গার আসতেই তাঁর বলে মার্কো জানসেনের হাতে ক্যাচ দেন। বিরাট কোহলির সঙ্গে শুভমনের জুটি জমে উঠবে উঠবে করছিল। কিন্তু শুভমনও নিজের ইনিংস বেশি দূর টানতে পারেননি। বার্গারের বলে একই ভাবে জানসেনের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন শুভমন।

তার পরের ওভারেই আউট হন শ্রেয়স। ঘাতক সেই বার্গার। উইকেটকিপার কাইল ভেরেনের হাতে ক্যাচ দেন শ্রেয়স। খাতাই খুলতে পারেননি। বাধ্য হয়ে ত্রাতার ভূমিকায় নামতে হয় রাহুলকে। দক্ষিণ আফ্রিকার জোরে বোলারদের সামলে কোহলির সঙ্গে জুটি বেধে বেশ খেলতে থাকেন। কিন্তু চা-বিরতির কিছু ক্ষণ পরে যে কী এমন হল তা কেউই বুঝে উঠতে পারছেন না।

ধ্বংসের শুরুটা হয় ৩৪তম ওভার থেকে। লুনগি এনগিডির প্রথম বলেই আউট হন রাহুল (৮)। এর পর ভারতীয় ব্যাটারদের স্রেফ আসা-যাওয়ার পালা চলতে থাকে। একই ওভারে কোনও রান না করে ফিরে যান রবীন্দ্র জাডেজা এবং যশপ্রীত বুমরা। ১৫৩-৪ থেকে ১৫৩-৭ হয়ে যায় ভারত।

পরের ওভারে বাকি কাজটা সেরে দেন কাগিসো রাবাডা। দ্বিতীয় বলে ফেরান কোহলিকে। চতুর্থ বলে রান আউট সিরাজ। পঞ্চম বলে আউট প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ। ১১ বলে ৬টি উইকেট হারায় ভারত

তার আগে, বোলিংয়ের সময় ৬ উইকেট তুলে নেন মহম্মদ সিরাজ। এই নিয়ে তিন বার টেস্টে এক ইনিংসে ৫ বা তার বেশি উইকেট তুলে নিলেন তিনি। দিনের শুরু থেকেই উইকেট নেয় ভারত। এডেন মার্করামকে ফিরিয়ে শুরুটা করেছিলেন সিরাজই। এর পর ডিন এলগার, টোনি ডি জর্জি, ডেভিড বেডিংহ্যাম, কাইল ভেরেইন এবং মার্কো জানসেনকে আউট করেন তিনি। প্রথম ইনিংসে সিরাজ ৯ ওভারে ১৫ রান দিয়ে নেন ৬ উইকেট।

সিরাজ ছাড়াও উইকেট নেন যশপ্রীত বুমরা এবং মুকেশ কুমার। দু'টি করে উইকেট নেন তাঁরা। শার্দূল ঠাকুরকে বসিয়ে এই ম্যাচে মুকেশকে দলে নেয় ভারত। সেই ম্যাচে কোনও রান না দিয়ে ২ উইকেট তুলে নেন বাংলার পেসার। দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে সব থেকে বেশি রান উইকেটরক্ষক ভেরেনের। ১৫ রান করেন তিনি। ভেরেন এবং বেডিংহ্যাম ছাড়া আর কোনও ব্যাটার দু'অঙ্কের রানে পৌঁছতে পারেননি। শূন্য রানে আউট হন একমাত্র জানসেন। দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় ইনিংসে মাতিয়ে দিচ্ছেন মুকেশ কুমার। তিনি ২৫ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন। ফিরিয়েছেন ডিন এলগার এবং টোনি ডি'জর্জিকে।

৯২ বছর পর যে 'বিব্রতকর রেকর্ড' ফেরাল দক্ষিণ আফ্রিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২, ৪, ২, ৩; ভারতের বিপক্ষে কেপটাউন টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম চার ব্যাটসম্যানের রানসংখ্যা এটি। এইডেন মার্করাম, ডিন এলগার, টনি জি জর্জি ও ত্রিস্টান স্টাবসদের কেউই ৫ রানও ছুঁতে পারেননি। টেস্টে সর্বশেষ দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটিং অর্ডারের প্রথম চার ব্যাটসম্যান ৫ রানের কমে আউট হয়েছেন ৯২ বছর আগে, ১৯৩২ সালে।

টেস্ট ইতিহাসে প্রোটিয়া ব্যাটসম্যানরা এমন ঘটনার জন্ম দিয়েছেন মোট চারবার। সব দল মিলিয়ে এমন হয়েছে মোট ২২ বার। আজকের আগে যার সর্বশেষ ঘটনা ২০২২ সালে, লর্ডসে নিউজিল্যান্ড-ইংল্যান্ড টেস্টে। সেই ম্যাচে টম ল্যাথাম, উইল ইয়াং, কেইন উইলিয়ামসন ও ডেভন কনওয়ের কেউই ৫ রানের বেশি করতে পারেননি।

প্রথম এমন ঘটনা ক্রিকেট,বিশ্ব দেখে ১৮৮৮ সালে। সিডনিতে অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ড সিরিজের একমাত্র টেস্টে প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার শুরুর চার ব্যাটসম্যানই ৫ রানের কমে আউট হন।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, সেই ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার ১০ জন ব্যাটসম্যানই আউট হন এক অঙ্কের ঘরে। সর্বোচ্চ ১০ রান আসে ৯ নম্বরে ব্যাটিং নামা টম গ্যারেটের কাছ থেকে। অস্ট্রেলিয়া অলআউট হয় ৪২ রানে। এর পরের ঘটনা একই বছরের আগস্টে। ম্যানচেস্টারে ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া টেস্টে।

দক্ষিণ আফ্রিকা ব্যাটিং অর্ডারের প্রথম চার ব্যাটসম্যান প্রথমবার ৫ রান করতে ব্যর্থ হন ১৮৮৯ সালে। সেই টেস্টে ইংল্যান্ড প্রথম ইনিংসে ২৯২ রান তুলেও ম্যাচ জিতেছিল ইনিংস ও ২০২ রানের ব্যবধানে। প্রথম ইনিংসে ৪৭ রানের পর দ্বিতীয় ইনিংসে ৪৩ রানে অলআউট হয় দক্ষিণ আফ্রিকা। দ্বিতীয় ইনিংসে ৫ রানের আগে আউট হন শুরুর চার ব্যাটসম্যান। এরপর ১৯২৭ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে জোহানেসবার্গেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। তৃতীয় ঘটনাটি ১৯৩২ সালে, অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে। মেলবোর্ন টেস্টে প্রথম ইনিংসে ৩৬ রানেই অলআউট হয় দক্ষিণ আফ্রিকা। এই ইনিংসেই দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম চার ব্যাটসম্যানের মধ্যে সর্বোচ্চ রান;৪। দ্বিতীয় ইনিংসে দক্ষিণ আফ্রিকা গুটিয়ে যায় ৪৫ রানে।

এই শতাব্দীতে আজকেরটিসহ এমন ঘটনা ঘটেছে পাঁচবার। প্রথম ২০০৫ সালে ভারত-জিম্বাবুয়ে টেস্টে।

ব্রাজিল বাদ দিয়ে রিয়ালকে বেছে নেওয়ার ব্যাখ্যা দিলেন আনচেলত্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি: ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশন (সিবিএফ) থেকে দেশটির জাতীয় দলের কোচ হওয়ার প্রস্তাব পেয়েছিলেন কার্লো আনচেলত্তি। গত জুলাইয়ে বার্তা সংস্থা এএফপি নিশ্চিত করেছিল, ২০২৪ সালের কোপা আমেরিকা থেকে ব্রাজিলের কোচ হতে যাচ্ছেন এই ইতালিয়ান। কিন্তু ব্রাজিলকে এড়িয়ে গত শুক্রবার রিয়ালের সঙ্গে ২০২৬ সালের জুন পর্যন্ত চুক্তির মেয়াদ বাড়ান আনচেলত্তি। সেই আনচেলত্তি বললেন, রিয়াল মাদ্রিদ কোচ হিসেবে ২০২৬ সাল পর্যন্ত চুক্তির মেয়াদ বাড়াতে পেরে তিনি আনন্দিত।

এএফপির খবর সঠিক হলে, আনচেলত্তি হতেন গত ৬০ বছরের মধ্যে ব্রাজিলের প্রথম বিদেশি কোচ। কিন্তু ৬৪ বছর বয়সী এ কোচ রিয়ালের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ বাড়ানো নিয়ে গতকাল কথা বলেছেন সংবাদ সম্মেলনে। লা লিগায় স্বাগতিক হয়ে মায়োর্কার মুখোমুখি হবে রিয়াল। বড়দিনের ছুটির পর আজ (বাংলাদেশ সময়) রাতে মাঠে ফিরবে মাদ্রিদের ক্লাবটি।

এই ম্যাচের সংবাদ সম্মেলনে ব্রাজিল ও রিয়ালে চুক্তির মেয়াদ বাড়ানো নিয়ে কথা বলেন আনচেলত্তি, 'সবাই জানেন, ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। যে শ্রদ্ধা ও আগ্রহ তিনি দেখিয়েছেন, সে জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে চাই।'

আনচেলত্তি এরপর ব্রাজিল বাদ দিয়ে রিয়ালের সঙ্গে চুক্তি নবায়নের কারণটা ব্যাখ্যা করেন, 'সবকিছু রিয়ালের জন্য ঝুলে ছিল। সাম্প্রতিক সময়ে এদনালদোও (সিবিএফের) সভাপতি পদে নেই। আর শেষ পর্যন্ত পার্থক্য হয়ে দাঁড়ায় ওই ব্যাপারটাই যেটা আমি চেয়েছি;রিয়ালে থেকে যাওয়া। আমি জানি না ২০২৬ সালে ব্রাজিল আমাকে চাইবে কি না এবং আমি এটাও জানি না তারা আমার সিদ্ধান্তে খুশি হবে কি না।'

কোচ হিসেবে মোট চারবার চ্যাম্পিয়নস লিগজয়ী আনচেলত্তি রিয়ালকে ইউরোপসেরা বানিয়েছেন দুবার। সান্তিয়াগো বার্নাব্যুর ক্লাবটিতে ২০২৬ সালের পর থেকে যাওয়ার ইচ্ছার কথাও জানিয়েছেন আনচেলত্তি, '২০২৬ সালে থাকব কি না, সেটা নির্ভর করছে আমার পারফরম্যান্সের ওপর। হয়তো থাকতেও পারি। আমি রিয়ালের কোচ হিসেবে ২০২৭ ও ২০২৮ সালেও চালিয়ে যেতে চাই। কারণ, এখানে আমি থাকতে চাই।'

গত বছরের ৭ ডিসেম্বর আদালতের নির্দেশে ব্রাজিল ফুটবল কনফেডারেশনের (সিবিএফ) সভাপতি পদ থেকে এদনালদো রদ্রিগেজকে সরিয়ে দেওয়া হয়। ব্রাজিল জাতীয় দলের কোচের দায়িত্ব নিতে আনচেলত্তিকে রাজি করানোর পেছনে মুখ্য ভূমিকা ছিল তাঁর। রদ্রিগেজের প্রস্থানের মধ্য দিয়ে আনচেলত্তির ব্রাজিলের কোচের দায়িত্ব নেওয়াও অনিশ্চয়তায় পড়ে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ব্রাজিলে না গিয়ে রিয়ালেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন আনচেলত্তি।

হরিয়ানার কৃষকের মেয়ের ইতিহাস, বিদেশে বরফের উপর জিতলেন প্রথম পদক

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইতিহাস তৈরি করলেন হরিয়ানার কৃষকের মেয়ে বিকাশ রানা। জার্মানির স্কি চ্যাম্পিয়নশিপে ক্রস কান্ট্রি বিভাগে দেশের হয়ে প্রথম সোনা জিতলেন তিনি। পঞ্জাবের সুখাইন খুর্দ গ্রামের উচানা এলাকার মেয়ে রানা এর আগে এশিয়ান গেমসে দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। জার্মানির প্রতিযোগিতায় জেতার পর গলায় সোনা ঝোলার পাশাপাশি তাঁর মাথার একটি হেডব্যান্ডও নজর কেড়ে নিয়েছে। তাতে লেখা রয়েছে 'মহাকাল'।

বলেছেন, অধ্যবিত্ত পরিবার থেকে উঠে আসায় শুরুতে অনেক সমস্যা হয়েছিল। কিন্তু পরিবার, বন্ধুবান্ধব, কোচ এবং ক্রীড়া মন্ত্রক যে সুযোগসুবিধা দিয়েছে তার জন্য এত দূর আসতে পেরেছি। সব সমস্যা পেরিয়ে এসেছি। নিজের পুরো সময়টাই অনুশীলনে দিয়েছি। একটা পদকের পিছনে অনেক প্রস্তুতি এবং অনেক বছরের পরিকল্পনা থাকে। নিজেকে প্রমাণ করার জন্য একটা সুযোগ দেওয়ায় আমি সত্যিই আপ্লুত।

তিনি আরও বলেছেন,

রানার বাবা ওমপাল চাষের কাজ করেন। মা গৃহবধূ। খুব ছোটবেলা থেকেই স্কি করা শুরু করেন রানা। প্রথমে নিজের গ্রামেই অনুশীলন শুরু করেন। তার পরে চলে যান কাশ্মীরের গুলমার্গে। সেখানেই বাকি শিক্ষা পান। তিনি তজার্মানিতে গত ৩১ ডিসেম্বর পাঁচ কিলোমিটারের ক্রস কান্ট্রি স্কি-তে জিতেছি। এ ধরনের প্রতিযোগিতায় এটাই আমার প্রথম পদক। গুলমার্গে প্রচুর অনুশীলন করেছি। দেশবাসীর থেকে যে প্রশংসা পাচ্ছি তাতে আমি আপ্লুত।

এ বার বিদ্রোহী শতাধিক কুস্তিগির!

ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে নতুন অভিযোগ সাক্ষীর

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতীয় কুস্তিতে নতুন সমস্যা। বজরং পুনিয়া, সাক্ষী মালিক এবং বিনেশ ফোগাটের বিরুদ্ধে এ বার প্রতিবাদে সামিল দেশের শতাধিক তরুণ কুস্তিগির। নয়াদিল্লির যন্তর মন্তরে নতুন প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন তাঁরা। শতাধিক কুস্তিগিরের দাবি বজরং, সাক্ষী এবং বিনেশদের আন্দোলনের জন্য অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে ভারতীয় কুস্তিতে। এর ফলে গত এক বছরে তাঁরা বেশ কিছু প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ হারিয়েছেন। অন্য দিকে, সর্বভারতীয় কুস্তি সংস্থার প্রাক্তন সভাপতি ব্রিজভূষণ শরণ সিংহের বিরুদ্ধে নতুন করে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ এনেছেন সাক্ষী।

দিল্লি, হরিয়ানা এবং উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন অংশ থেকে শতাধিক তরুণ কুস্তিগির বুধবার যন্তর মন্তরে জমায়েত করেন। পুলিশকে না জানিয়েই তাঁরা জমায়েত করেন। তাঁদের বক্তব্য, বজরংদের আন্দোলনের ফলে তাঁদের কুস্তিজীবনের এক বছর নষ্ট হয়েছে। তিন রাজ্যের বিভিন্ন কুস্তি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে তাঁরা বাসে করে প্রতিবাদ স্থলে আসেন। 'তিন কুস্তিগিরের হাত থেকে কুস্তিকে রক্ষা করুন' বলে স্লোগান দেন তাঁরা। বজরং, সাক্ষী এবং বিনেশের বিরুদ্ধেও স্লোগান প্রতিবাদী শতাধিক কুস্তিগির। উল্লেখ্য, ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রধান মুখ ছিলেন বজরং, সাক্ষী এবং বিনেশ।

দেশের তরুণ কুস্তিগিরদের একাংশ তাঁদের বিরুদ্ধে যখন সোচ্চার, সে সময় মুখ খুললেন সাক্ষী। তাঁর বক্তব্য, ব্রিজভূষণ-ঘনিষ্ঠ সঞ্জয় সিংহকে সর্বভারতীয় কুস্তি সংস্থা থেকে বাদ দিতে হবে। অলিম্পিক্স পদকজয়ী কুস্তিগির বলেছেন, "এক জন বাদে ফেডারেশনের নতুন কর্তাদের নিয়ে আমাদের কোনও আপত্তি নেই। সঞ্জয় সিংহকে বাদ দিয়ে কমিটি তৈরি করা হলেই আমরা খুশি। আমাদের নতুন কোনও দাবি নেই। ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের তৈরি করে দেওয়া অ্যাড হক কমিটিকে নিয়েও সমস্যা নেই আমাদের।"

ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধেও নতুন করে সরব হয়েছেন সাক্ষী। তিনি বলেছেন, "গত দু-তিন দিন ধরে ব্রিজভূষণের আশ্রিত গুন্ডারা সক্রিয় হয়ে উঠেছে। আমার মাকে ফোনে হুমকি দেওয়া হয়েছে। আমার পরিবারের কাউকে মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। সমাজমাধ্যমেও আমাদের অনেকে সমালোচনা করছেন। তাঁদের মনে রাখা উচিত, তাঁদেরও বোন বা কন্যাসন্তান রয়েছে।" কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রকের কাছে তাঁর আর্জি, ব্রিজভূষণ এবং তাঁর ঘনিষ্ঠেরা কুস্তি সংস্থার ক্ষমতায় থাকবেন না, এটুকু আশ্বাস দেওয়া হোক। সাক্ষী বলেছেন, "ব্রিজভূষণ ক্ষমতার কতটা অপব্যবহার করতে পারেন, তা সকলে দেখেছেন।"

আইসিসির বর্ষসেরা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটারের তালিকায় উগান্ডার রামজানি

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০২৩ সালে আইসিসির বর্ষসেরা পুরুষ টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটারের জন্য ভারতের সূর্যকুমার যাদব, জিম্বাবুয়ের সিকান্দার রাজা ও নিউজিল্যান্ডের মার্ক চ্যাপম্যানের সঙ্গে মনোনয়ন পেয়েছেন উগান্ডার আল্পেশ রামজানি। নারী টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটারের সংক্ষিপ্ত তালিকায় আছেন অস্ট্রেলিয়ার এলিস পেরি, ওয়েস্ট ইন্ডিজের হেইলি ম্যাথুস, ইংল্যান্ডের সোফি একলস্টোন ও শ্রীলঙ্কার চামারি আতাপাত্তু।

রামজানি গত বছর ছিলেন পুরুষদের আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সর্বোচ্চ উইকেট সংগ্রাহক। ৩০ ম্যাচে ৪.৭৭ ইকোনমি রেটে বোলিং করে মাত্র ৮.৯৮ গড়ে তিনি নেন ৫৫টি উইকেট। প্রতি ১১ বলেই উইকেটের দেখা পান বাঁহাতি এই স্পিনার। পাশাপাশি ব্যাটিংয়েও অবদান রাখেন; এর মধ্যে উল্লেখ যোগ্য ছিল বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ২৬ বলে ৪০ রানের ইনিংস। উগান্ডা প্রথমবারের মতো টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও জায়গা করে নেয়।

অন্যদিকে জিম্বাবুয়ে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে বাদ পড়ে গেলেও বছরটি স্মরণীয় ছিল ব্যাটিং ও বোলিংয়ে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করা রাজার। ১১ ইনিংসে ৫১.৫০ গড়ে ও ১৫০.১৪ স্ট্রাইক রেটে ৫১৫ রানের পাশাপাশি ১৪.৮৮ গড়ে ১৭ উইকেট নেন তিনি। বিশ্বকাপ বাছাইপর্বেও দুর্দান্ত ছিলেন অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করা রাজা, রুয়ান্ডার বিপক্ষে অর্ধশতকের পর হ্যাটট্রিকও করেন।

সেরা ক্রিকেটারের লড়াইয়ে রামজানি ও রাজার কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারেন ভারতের সূর্যকুমার। ২০২২ সালের বর্ষসেরা টি-টোয়েন্টি খেলোয়াড়ের ২০২৩ সালও দারুণ কেটেছে। ১৭ ইনিংসে ৪৮.৮৮ গড় ও ১৫৫.৯৬ স্ট্রাইক রেটে তিনি করেন ৭৩৩ রান। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৭ রানের ইনিংসে বছর শুরু হলেও বাকি সময় দারুণ ব্যাটিং করেন তিনি। সে সিরিজে শতকের দেখা পান। বছরের শেষ দিকে এসে ভারতকে নেতৃত্বও দেন। জোহানেসবার্গে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে করেন বছরে নিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি শতক।

বছরটি স্মরণীয় ছিল নিউজিল্যান্ড ব্যাটসম্যান চ্যাপম্যানের জন্যও। পাকিস্তানের বিপক্ষে ৫ ম্যাচ সিরিজে করেন ২৯০ রান। সেখানে খেলেন ৫৭ বলে ১০৪ রানের অপরাজিত ইনিংস, যাতে সিরিজ ড্র করে নিউজিল্যান্ড। বছরে সব মিলিয়ে এ সংস্করণে ৫০.৫৪ গড়ে ৫৫৬ রান করতে তিনি ব্যাটিং করেছেন ১৪৫.৫৪ স্ট্রাইক রেটে।

অন্যদিকে মেয়েদের বিশ্বকাপের বছরে মনোনয়নে এসেছে বড় বড় নামই। বছরজুড়েই দুর্দান্ত ফর্মে ছিলেন আতাপাত্তু, ১৬ ম্যাচে ৪৭০ রান করার পাশাপাশি ৮টি উইকেট নেন শ্রীলঙ্কা অধিনায়ক। অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে আতাপাত্তুকেও ছাড়িয়ে গেছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের ম্যাথুস। আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ অলরাউন্ডার ১৪ ম্যাচে ৭০০ রান করার সঙ্গে নেন ১৯টি উইকেটও।

সংক্ষিপ্ত তালিকায় আছেন আইসিসির র‍্যাঙ্কিংয়ের ১ নম্বর বোলার একলস্টোন। এ বছর কাঁধে অস্ত্রোপচার করাতে হলেও স্বরূপে ছিলেন বাঁহাতি এই স্পিনার;১১ ম্যাচে ১০.৬০ গড়ে তিনি নেন ২৩টি উইকেট। এই তিনজনের সঙ্গে আছেন অস্ট্রেলিয়া কিংবদন্তি এলিস পেরি। আইসিসির দুবারের বর্ষসেরা নারী ক্রিকেটার গত বছর ১৪ ম্যাচে ৩১৯ রান করার সঙ্গে নেন ৬টি উইকেট।

শুন্য রানে আউট হয়ে রেকর্ড পাকিস্তানের দুই ওপেনারের

নিজস্ব প্রতিনিধি: অপ্রত্যাশিত রেকর্ড? সে তো বটেই। কোনো ওপেনারই এভাবে ফিরতে চান না, যেভাবে সিডনি টেস্টে আজ প্রথম দিনে পাকিস্তানের প্রথম ইনিংসে ফিরেছেন দুই ওপেনার। মিচেল স্টার্কের বলে ইনিংসের দ্বিতীয় বলে স্লিপে ক্যাচ দিয়ে আউট আবদুল্লাহ শফিক।

পরের ওভারে অভিষিক্ত সায়েম আইয়ুবও আউট। জশ হ্যাজলউডের বলে উইকেটকিপার অ্যালেক্স ক্যারিকে ক্যাচ দিয়ে টেস্টে অভিষেক ইনিংসটা ভুলেই থাকতে চাইবেন এই বাঁহাতি। কারণ, আউট হওয়ার আগে যে স্কোরবোর্ডে নিজের নামের পাশে রান যোগ করতে পারেননি। সায়েম অবশ্য আবদুল্লাহকে দেখে কষ্ট ভুলতে পারেন। এরই মধ্যে ১৬ টেস্টে খেলে পাকিস্তানের ওপেনিংয়ে পায়ের তলার মাটি শক্ত করা আবদুল্লাহর নামের পাশেও তো ০! অর্থাৎ সিডনি টেস্টে পাকিস্তানের প্রথম ইনিংসে দুই ওপেনার শূন্য রানে আউট হয়েছেন। এর মধ্য দিয়ে টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো একটি ঘটনাও দেখা গেল। টেস্ট ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো নতুন বছরের প্রথম টেস্টে প্রথম ইনিংসে দুই ওপেনার শূন্য রানে আউট হলেন।

তবে তামিম ইকবাল ও ইমরুল কায়েস এই অনাকাঙ্ক্ষিত রেকর্ড গড়ার খুব কাছাকাছি ছিলেন। সেই যে ২০১০ সালে বাংলাদেশ সফরে এসেছিল ভারত, মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে ২৪ জানুয়ারি সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে সফরকারীদের মুখে ামুখি হয়েছিল বাংলাদেশ। সে ম্যাচে টস জিতে আগে ব্যাটিংয়ে নেমে তৃতীয় ওভারের মধ্যে আউট হয়েছিলেন বাংলাদেশের দুই ওপেনার তামিম ও ইমরুল। দুজনেই শূন্য রানে আউট হন।

২০১০ সালে সেটি প্রথম টেস্ট ছিল না। তার আগে আরও পাঁচটি টেস্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে। সে কারণে অনাকাঙ্ক্ষিত রেকর্ডটি এড়াতে পেরেছিলেন তামিম-ইমরুল। কিন্তু সায়েম-আবদুল্লাহ জুটি সেটি পারলেন না। না চাইলেও তাঁদের নামের পাশে এখন এই রেকর্ড লেখা থাকবে। আর তামিম-ইমরুল থাকবেন আজকের এই রেকর্ডের সবচেয়ে কাছাকাছি। কারণ, নতুন বছরের প্রথম টেস্টে আজকের এই

রেকর্ডের আগে ২০১০ সালের সেই মিরপুর টেস্টই ছিল রেকর্ডটি হওয়ার সবচেয়ে কাছাকাছি ম্যাচ।

২০১০ সালে সেটি প্রথম টেস্ট ছিল না। তার আগে আরও পাঁচটি টেস্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে। সে কারণে অনাকাঙ্ক্ষিত রেকর্ডটি এড়াতে পেরেছিলেন তামিম-ইমরুল। কিন্তু সায়েম-আবদুল্লাহ জুটি সেটি পারলেন না। না চাইলেও তাঁদের নামের পাশে এখন এই রেকর্ড লেখা থাকবে। আর তামিম-ইমরুল থাকবেন আজকের এই রেকর্ডের সবচেয়ে কাছাকাছি। কারণ, নতুন বছরের প্রথম টেস্টে আজকের এই রেকর্ডের আগে ২০১০ সালের সেই মিরপুর টেস্টই ছিল রেকর্ডটি হওয়ার সবচেয়ে কাছাকাছি ম্যাচ।

পাকিস্তানের ওপেনারদের মধ্যে সায়েম আইয়ুবও অনাকাঙ্ক্ষিত এক রেকর্ডে নাম লিখিয়েছেন। পাকিস্তানের পঞ্চম ওপেনার হিসেবে টেস্ট অভিষেক (প্রথম) ইনিংসে শূন্য রানে আউট হলেন সায়েম। তাঁর আগে সর্বশেষ এমন কিছু দেখা গেছে ২২ বছর আগে শারজা টেস্টে। ২০০২ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সে টেস্টে অভিষেক ঘটেছিল পাকিস্তানের ওপেনার নাভিদ লতিফের। ৬ বল খেলে মারভিন ডিলনের বলে শূন্য রানে আউট হয়েছিলেন নাভিদ।

এ তালিকায় বাকি তিনজন; শাকিল আহমেদ জুনিয়র, সাঈদ আনোয়ার ও রিজওয়ান-উজ-জামান। এই পাঁচজনের মধ্যে নিঃসন্দেহে সবচেয়ে বিখ্যাত নামটি সাঈদ আনোয়ার। ১৯৯০ সালে ফয়সালাবাদ টেস্টে অভিষেক সাঈদ আনোয়ারের। সে ম্যাচে ৫ বল খেলে শূন্য রানে কার্টলি অ্যামব্রোসকে উইকেট দেন সাবেক এই ওপেনার।

টেস্টে এক ইনিংসে পাকিস্তানের দুই ওপেনারের শূন্য রানে আউট হওয়ার এটি ১০ম ঘটনা। আজকের আগে সর্বশেষ এমন কিছু দেখা গেছে ২০২০ সালে মাউন্ট মঙ্গানুই টেস্টে। ৩৭৩ রান তাড়া করতে নেমে পাকিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংসে কোনো রান না করেই আউট হয়েছিলেন দুই ওপেনার শান মাসুদ ও আবিদ আলী।

অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টেস্টে এক ইনিংসে পাকিস্তানের দুই ওপেনারের শূন্য রানে আউট হওয়ার সর্বশেষ নজির এর আগে দেখা গেছে ১৯৮১ সালে পার্থ টেস্টে। পাকিস্তানের প্রথম ইনিংসে শূন্য রানে আউট হয়েছিলেন মুদাসসর নজর ও রিজওয়ান-উজ-জামান। সেটি ছিল আবার রিজওয়ান-উজ-জামানের অভিষেক টেস্ট।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**